নিফাক থেকে বাঁচুন

ড. ইয়াদ কুনাইবী

বই : নিফাক থেকে বাঁচুন
মূল : ড. ইয়াদ কুনাইবী
অনুবাদ : আহমাদ ইউসুফ শরীফ

নিফাক থেকে বাঁচুন

ড. ইয়াদ কুনাইবী
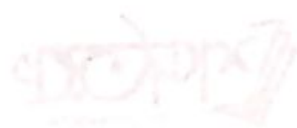
নিফাক থেকে বাঁচুন

ড. ইয়াদ কুনাইবী

প্রথম প্রকাশ

যিলকদ ১৪৪০ হিজরি / জুলাই ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com
wafilife.com
rokomari.com

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৮৬৬-০৫১১৪০

shobdotoru@gmail.com

www.facebook.com/shobdotoru.bd, www.shobdotoru.com

মূল্য: ৩২৪ টাকা

Nifaq thek Bachun by Dr. Eyad Qunaibi, Published by Shobdotoru. first Edition: July 2019

নিফাক থেকে বাঁচুন

বইটি সমকালীন মুসলিমবিশ্বের প্রতি দরদমাখা এক সতর্কবার্তা; নিফাক সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার প্রয়োজনীয় এক সংশোধনী; বাস্তব উদাহরণসহ নিফাকের ভয়াবহতার এক সত্য বিবরণ; নিফাকের শঙ্কায় থাকা মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ; নিজের অজান্তেই নিফাকে জড়িয়ে যাওয়ার প্রামাণ্য আলোচনা এবং ঈমানঘাতী এই ব্যাধি থেকে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা।

প্রিয় পাঠক, নিজের অবস্থা উপলব্ধি করুন এবং ফিরে আসুন। কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে ঈমান ও কুফর, শিরক এবং নিফাকের মাঝে বিভাজক প্রাচীর দাঁড় করানোর আগেই!

লেখকের উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় মা ও বাবাকে। যাদের দুআ, চোখের পানি আর অকৃত্রিম ভালোবাসার ফসল আমি, আমার অবস্থান এবং আমার পথচলা।

আল্লাহ ﷻ তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন। জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ মর্যাদার আসনে একসাথে সম্মানিত করুন। সর্বোপরি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করে তাদেরকে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব হতে রক্ষা করুন। আমীন!

লেখক পরিচিতি

ড. ইয়াদ কুনাইবী একজন স্বনামখ্যাত দীনের দায়ী। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক। ওষুধবিজ্ঞান (pharmacology) গবেষক।

জন্ম : তাঁর জন্ম ১৬ শাওয়াল ১৩৯৫ হিজরি মোতাবেক ২২ অক্টোবর ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে রোজ বুধবার। জন্মস্থান কুয়েতের সালিমিয়া। তাঁর পিতা-মাতা ছিলেন ফিলিস্তিনের মুহাজির। ফিলিস্তিনের হেবরন থেকে জায়নবাদের নৃশংস জুলুম ও অত্যাচারের শিকার হয়ে তাঁর পরিবার প্রথমে কুয়েতে হিজরত করে। ইয়াদ কুনাইবীর জন্মের পর শৈশবেই তাঁর পরিবার স্থায়ীভাবে জর্দানের রাজধানী আম্মানে চলে আসে।

শিক্ষাজীবন : পড়াশোনার হাতেখড়ি আম্মানের সরকারি প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানে। মাধ্যমিকে পড়ার সময় জর্দান শহরের এক কবিতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে সাহিত্যাঙ্গনে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখার আভাস দেন।

১৯৯৮ সালে তিনি জর্দান ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে ফার্মেসিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং সম্মানসূচক সম্মাননা অর্জন করেন এবং প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। শিক্ষাজীবনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি 'TOEFL' এ ৬২০ এবং 'GRE-Analytical' এ ৭৬০ স্কোর নিয়ে ঈর্ষণীয় ফলাফল লাভ করেন।

১৯৯৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত হিউস্টন ইউনিভার্সিটির বৃত্তি পেয়ে সেখানে চলে যান। সেখানে তিনি শিক্ষার্থীদের গবেষণা-সহকারী হিসেবে 'pharmacology' বিভাগে যোগদান করেন। ২০০৩ সালে এই বিভাগ থেকে প্রথম স্থান লাভ করে সুনামের সাথে PHD সম্পন্ন করেন।

এর পরপরই বিশ্ববিখ্যাত টেক্সাস মেডিকেল সেন্টারে তৎকালীন সেরা চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের সাথে গবেষণামূলক কাজে অংশগ্রহণের বিরল সুযোগ লাভ করেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে নিজের প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেই তিনি মিশরের ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃৎ 'সাইয়্যিদ কুতুব শহীদের' মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে পড়েন।

এ সময় তিনি আত্মরক্ষা শিক্ষার অংশ হিসেবে তায়কোয়ান্দো শেখেন। এবং বরাবরের মতো এখানেও তাঁর সাফল্য অবাক হওয়ার মতো।

কর্মজীবন : উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে তিনি জর্দানের সরকারি গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের ওষুধ উৎপাদনের কাজে যোগদান করেন। এ সময়ে তিনি জারকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৯ সালে একটি গবেষণাপত্র পাঠ করার পাশাপাশি সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেন।

২০০৩ সালে উচ্চতর ডিগ্রি লাভের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজের সুযোগ গ্রহণ না করে তিনি দেশে ফিরে এসে আম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিতবিজ্ঞান অনুষদে যোগদান করেন।

জর্ডানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন।

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর বেশ কিছু গবেষণা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক জার্নালে তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

দীনি দাওয়াত : ইয়াদ কুনাইবী ১৯৯৭ সাল থেকেই তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেন। এ সময় তিনি ও তাঁর সঙ্গীগণ বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে মুসুল্লীদের মাঝে দীনি দাওয়াত চালাতেন। দীনি দাওয়াতের পাশাপাশি তিনি ইলমে দীনের একনিষ্ঠ ছাত্র হিসেবে কঠোর পরিশ্রম করেন।

শাইখ আব্দুর রহমান বিন আলী আল মাহমুদের নিকট হাফস বিন আসিম ﵀-এর সনদে ইলমুল কিরাআত শিক্ষা করেন।

ইবনুল কায়্যিম জাওযী, সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ, নাসিরুদ্দীন আলবানী, আয়েজ আল করনী, শাইখ মুহাম্মাদ মুনাজ্জিদ, ড. মুহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দুস, ড. মুহাম্মাদ ইসমাইল আল-মুকাদ্দাম, আবু মুহাম্মাদ মাকদাসী এবং ড. রাগিব সারজানী ﷺ -এর মতো বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিবর্গের লেখনীর একনিষ্ঠ পাঠক হয়ে ওঠেন। এ সকল মনীষীর লেখনী হতে তিনি তাফসীর, সীরাত, ফিকাহসহ বিভিন্ন দীনি শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

দেশের গণ্ডি পেরিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তিনি মুসলিম-অমুসলিম সবার মাঝে দীনের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন।

বিভিন্ন আরব ও অনারব ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের উত্থান-পতনে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রমে জিহাদের পক্ষে ও ক্রুসেডারদের বিপক্ষে জোরালো বক্তব্য ও লেখনী উঠে আসতে শুরু করে। যার ফলে আফগান জিহাদে তালিবানকে সহযোগিতার অভিযোগসহ বিভিন্ন অভিযোগে তিনি বেশ কয়েকবার গ্রেফতার হন এবং বন্দীজীবনের স্বাদ গ্রহণ করেন। ২০১৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত চারবার গ্রেফতার হয়ে বিভিন্ন মেয়াদে দুই বছরেরও বেশি সময় তিনি কারাবন্দী থাকেন।

হামলা, মামলা ও বন্দীজীবনের ভয় আদর্শের পথে তাঁর যাত্রাকে রুখতে পারেনি। ক্ষুরধার লেখনীর পাশাপাশি বক্তব্য, তথ্যচিত্র নির্মাণ, বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে স্যোশাল মিডিয়াসহ সাধারণ জীবনেও তিনি তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। www.al-furqan.org সাইটটিতে ঢুঁ মারলে তাঁর কার্যক্রমের বিস্তারিত ফিরিস্তি মিলবে।

রচনা : '*হাজান নিফাকু ফাহজারুহ*' (নিফাক থেকে বাঁচুন) তাঁর অনবদ্য একটি রচনা। এ ছাড়াও '*বিহুব্বিল্লাহি আতাসব্বারু*', '*ফি কুল্লি ইয়াওমিন লানা ঈদুন*' এবং '*গায়াতুন ওয়া আয়াতুন*' নামে তাঁর একাধিক কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। তাঁর নিজস্ব সাইটে তাঁর রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ, তথ্যচিত্র ও ভিডিও বার্তা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর ইলম, আমল ও মেহনতকে কবুল ফরমান।

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا مُوَافِيًا لِنِعَمِهٖ، مُكَافِيًا لِمَزِيْدِهٖ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

আলহামদুলিল্লাহ, মহামহিম আল্লাহর দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া যে, তিনি তার সীমাহীন দয়া ও মেহেরবানি দ্বারা এই অনভিজ্ঞ, অধম ও অযোগ্য বান্দাকে তাঁর দীনের খিদমত করার সুযোগ দিয়েছেন।

ইসলামের শুরুলগ্ন হতে আজ অবধি ইসলাম ও মুসলমানের অগ্রযাত্রায় সবচেয়ে বড় বাধার নাম নিফাক ও মুনাফিক।

ঈমানঘাতী এই ব্যাধি মুসলমানদের ইজ্জতের সর্বোচ্চ শিখর হতে টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে সঙিন সময়ের চোরাবালিতে ছুড়ে ফেলেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এমন কোনো দীনদার, মুত্তাকী ও খাঁটি মুমিন পাওয়া যায় না যিনি নিজের ব্যাপারে নিফাকের ভয় করেননি। প্রত্যেক যুগের সাধারণ মানুষজনকে সমসাময়িক মহামানবগণ এই দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পর্কে যথাসাধ্য সতর্ক করেছেন।

এমনই একটি সতর্কতা আমাদেরও বড় প্রয়োজন। মুসলিম উম্মাহর সাগরসম তৃষ্ণা এই বই মেটাতে পারবে কি না তা সময়ই বলে দেবে। তবে অনুবাদক হিসেবে বইটির প্রতিটি শব্দে শব্দে গভীর দৃষ্টি বুলিয়ে আমি যা বুঝেছি তা হলো, তৃষ্ণা পুরোপুরি না মিটলেও পানির সন্ধান অবশ্যই পাওয়া যাবে।

ড. ইয়াদ কুনাইবী একজন প্রতিভাবান দীনের দায়ী। দুনিয়ার উন্নতির সর্বোচ্চ হাতছানিকে উপেক্ষা করে ইসলাম ও মুসলমানের জন্য সোচ্চার ভূমিকা পালন করে জেলখাটা মুসলমান।

মনযোগী পাঠকমাত্রই তাঁর লেখার প্রতিটি ছত্রে উম্মাহর দুরবস্থা, বাতিলের আগ্রাসন, নিফাকের বিষদাঁত আর মুক্তির উপায় সম্পর্কে ভাবনার খোরাক পাবেন।

অনুবাদ করতে গিয়ে আমি নিজেকে নিফাকের কোনো অংশ হতেই খালি পাইনি। আমি নিজের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়েছি। তাওবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি।

গ্রন্থকার তাঁর লেখায় আরবদের স্বভাবজাত আবেগ দমন করতে পারেননি। যা বলেছেন দিল খুলে বলেছেন। তাঁর আবেগমাখা দিলখোলা কথাগুলো অনুবাদ করতে গিয়ে কোথাও কোথাও শব্দের হুবহু অনুবাদ ছেড়ে তাঁর আবেগটুকু অনুবাদ করতে হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে যে সকল মূলনীতি অনুসরণ করা হয়েছে তা নিচে তুলে ধরা হলো :

১। কুরআনের আয়াত অনুবাদের ক্ষেত্রে *মাআরিফুল কুরআন*সহ বিভিন্ন অনুবাদ থেকে নকল করা হয়েছে।

২। *বুখারী* ও *মুসলিম শরীফ* ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনাসমূহের সনদের মান তুলে ধরা হয়েছে।

৩। হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তাওহীদ পাবলিকেশন্সসহ কওমী মাদরাসায় পাঠ্য বিভিন্ন অনুবাদগ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

৪। সকল আয়াত, হাদীস, তাফসীর ও সালাফের বক্তব্যের আরবি ইবারত ইরাবসহ তুলে ধরা হয়েছে।

৫। সকল তথ্যসূত্র আরবি লিপি হতে নেয়া হয়েছে। কোনো গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ হতে কোনো তথ্যসূত্র নেয়া হয়নি।

৬। অধিকাংশ তথ্যই অনলাইন শামেলা হতে সংগৃহীত।

৭। সকল তথ্যসূত্র অনুবাদকের দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ চেষ্টার মাধ্যমে সংযোজন করা হয়েছে।

সর্বাত্মক চেষ্টার পরও মানবিক সীমাবদ্ধতার দরুন কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তবে নিশ্চিতরূপেই এর সবটুকু দায় আমার। তাই তথ্য-উপাত্ত বা মুদ্রণজনিত কোনো ভুল থাকলে পাঠকের নিকট তা শুধরে দেওয়ার বিনীত নিবেদন রইল।

অসামান্য এ গ্রন্থটির অনুবাদের কাজে যাদের আন্তরিক সহযোগিতা আমাকে প্রতিনিয়ত কৃতজ্ঞতাপার্শ্বে আবদ্ধ করেছে, তাদের নাম উল্লেখ করতে পারলে খুব ভালো লাগত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার এ সকল মুখলিস বান্দা ও বান্দীগণকে আল্লাহ তাআলা পার্থিব পরিচিতি ও সাধুবাদের পরীক্ষায় নিপতিত না করে আখিরাতের চিরসাফল্যে সম্মানিত করুন, এটাই আমার চাওয়া।

দীনের এই সামান্য খিদমতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের আখিরাত সুন্দর করে দিন। আমীন।

আহমাদ ইউসুফ শরীফ

দারুস সালীম মাদরাসা
মাস্টারপাড়া, উত্তরখান, ঢাকা-১২৩০।
২ রজব ১৪৪০ হিজরি মোতাবেক, ২৬
ফাল্গুন ১৪২৫ ও ১০ মার্চ ঈসায়ী ২০১৯।
রোজ রবিবার।

ভূমিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد

হামদ ও ছানার পর,

আমি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করেছি যে, আমাদের বর্তমান সমাজজীবনে নিফাক বা মুনাফিকদের বিষয়ে কোনো আলোচনা নেই। সভা-সমাবেশ, পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ বা যেকোনো পর্যায়েই নিফাকের মতো ভয়াবহ বিষয়টি যে আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলেছে তা নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। অথচ কুরআন ও সুন্নাহতে নিফাকের মতো মারাত্মক ক্ষতিকর বিষয়টি নিয়ে পরিপূর্ণ আলোচনা রয়েছে।

তাই আমি মুনাফিকদের আচরণ তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াসে কলম ধরার প্রত্যয় প্রকাশ করছি। এতে হয়তো অনুসন্ধিৎসু মনের মুমিনগণ বিষয়টা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন এবং অতি সতর্কতার সাথে এই ঈমানঘাতী ব্যাধির বিস্তৃত ও বিষাক্ত ছোবল হতে নিজের ঈমান ও আমল রক্ষা করার পাথেয় খুঁজে পাবেন।

ক্ষুদ্র এ পুস্তিকাটিতে আমি আমার আলোচনাগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছি। যেমন :

১। আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরার মতো প্রয়োজনীয় একটি ভূমিকা। তা ছাড়া নিফাকের মতো বিষয়টি অনুধাবনের অপরিহার্যতা তুলে ধরার পাশাপাশি মুনাফিকির মৌলিক উপাদান বা কারণগুলো ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

২। নিফাক-বিষয়ক আয়াত ও হাদীসসমূহ তুলে ধরেছি।

৩। বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে অধিকতর অনুধাবনযোগ্য করার চেষ্টা করেছি।

৪। নিফাক থেকে বাঁচার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দেখানো পথনির্দেশনা তুলে ধরেছি। যেন মুমিনগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর সন্তুষ্টির পথ ধরে নিফাক থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন।

আর আল্লাহ ﷻ-এর দেওয়া তাওফীক ব্যতীত সংক্ষেপে এমন কিছু করা অসম্ভব ও অকল্পনীয়। তাই মহান আল্লাহ ﷻ-এর তাওফীক কামনা করছি।

সূচিপত্র

মুনাফিকদের স্বভাব

মুনাফিকদের আধিক্য

মুনাফিকদের ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ বলেন,

كَادَ الْقُرْآنُ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ فِي شَأْنِهِمْ، لِكَثْرَتِهِمْ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ وَفِي أَجْوَافِ الْقُبُورِ، فَلَا خَلَتْ بِقَاعُ الْأَرْضِ مِنْهُمْ لِئَلَّا يَسْتَوْحِشَ الْمُؤْمِنُونَ فِي الطُّرُقَاتِ، وَتَتَعَطَّلَ بِهِمْ أَسْبَابُ الْمَعَايِشِ، وَتَخْطَفَهُمُ الْوُحُوشُ وَالسِّبَاعُ فِي الْفَلَوَاتِ

'এদের ব্যাপারে কুরআন সম্ভাব্য সবকিছুই বাতলে দিয়েছে। এর অন্যতম কারণ হলো জমিনের বুকে এবং কবরের আঁধার গর্ভে মুনাফিকদের সংখ্যাই বেশি। পৃথিবীর বুকে এমন কোনো নিরাপদ জায়গা নেই যেখানে নিফাক ও মুনাফিকদের হিংস্র থাবা হতে মুমিন নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারে কিংবা তার জীবনব্যবস্থাকে বিপদমুক্ত রাখতে পারে। জীবনের প্রতিটি রন্ধ্রেই নিফাকের আগ্রাসী থাবা ত্রাস সঞ্চার করে বসে আছে।'[১]

মুনাফিকদের ব্যাপারে কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে

মুনাফিকদের মাত্রাধিক্য এবং ব্যাপক অনিষ্টের দরুন মদীনায় অবতীর্ণ অধিকাংশ সূরায় আল্লাহ তাআলা তাদের কথা সবিস্তারে বলেছেন। তাই এ কথা ভাবার কোনো সুযোগ নেই যে, তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রিয় পাঠক, গভীর দৃষ্টিতে তাকালে লক্ষ করবেন, আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারায় মুনাফিকদের অন্তরের ব্যাধি ও মুমিনদের সাথে তাদের ধোঁকাবাজি ফাঁস করে দিয়েছেন।

সূরা আলে-ইমরানে তাদের অস্থিরতা ও পশ্চাৎপদ পলায়নমুখী মানসিকতা বর্ণনা করেছেন।

সূরা নিসায় তাদের 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর হুকুম লঙ্ঘনের' কথা বলেছেন।

---

১. মাদারিজুস সালিকীন : ১/৩৬৪।

সূরা মায়িদাহ-তে কাফিরদের নেতৃত্ব মেনে নেয়ার কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

সূরা আনফালে দীনের ওপর অবিচল থাকার সাথে আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতির প্রতি তাদের সন্দেহের কথা ফাঁস করে দিয়েছেন।

সূরা তাওবায় তাদের জিহাদ-বিমুখ মানসিকতা ও জিহাদের ব্যাপারে মুমিনদের প্রতি তাদের তিরস্কারের কথা বলেছেন।

সূরা হজ্জে তাদের ক্ষয়িষ্ণু মনোভাব তুলে ধরেছেন।

সূরা নূরে দীনের ব্যাপারে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা বর্ণনা করেছেন।

সূরা আনকাবুতে তাদের ধৈর্যহীনতা বর্ণনা করেছেন।

সূরা আহযাবে আল্লাহ তাআলার সাথে তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

সূরা মুহাম্মাদে তাদের কাপুরুষতা ফাঁস করে দিয়েছেন।

সূরা ফাতহে আল্লাহর প্রতি তাদের মন্দ ধারণা বয়ান করেছেন।

সূরা হাদীদে তাদের বিশ্বাসভঙ্গের কথা তুলে ধরেছেন।

সূরা মুজাদালায় তাদের মিথ্যা শপথের তথ্য তুলে ধরেছেন।

সূরা হাশরে দুর্বল মিত্রের প্রতি তাদের অসহযোগিতার বর্ণনা দিয়েছেন।

সূরা হাশরে আল্লাহর রাসূল ﷺ ও মুমিনগণের প্রতি তাদের অভদ্র আচরণের কথা উল্লেখ করেছেন।

এবং সূরা তাহরীমে তাদের ঘৃণ্য এবং অপাঙ্‌ক্তেয় হওয়ার কারণ উল্লেখ করেছেন।

পাঠক, এবার আঙুলের কড়ায় গুণে দেখুন, পনেরোটি সূরাতে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন এবং তাদের স্বভাব-চরিত্র সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন।

এরপরেও কি এ ধারণায় বসে থাকা যায় যে, এসব আয়াতের মর্মকথার বর্তমান যুগে আর কোনো আবেদন অবশিষ্ট নেই? এ সবই শুধু তিলাওয়াতের বরকত হাসিল বা ইতিহাসের কিচ্ছা-কাহিনি জানার জন্য!

নিফাক ও মুনাফিকির ভয়াবহতা অনুধাবন

ওপরের আলোচনার পর এ ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, আল্লাহ তাআলা নিফাকের ব্যাপারে এত বেশি আলোচনা এনেছেন আমাদেরকে সতর্ক করার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ

'আর এমনিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি, যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।'[২]

তাই আমাদের অবশ্যকর্তব্য হলো নিজেকে নিফাক ও মুনাফিকদের কবল হতে মুক্ত রাখা।

অন্তরে নিফাকের আশঙ্কা

এটা জেনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, মুনাফিকমাত্রই নিশ্চিতরূপে অধঃপতনের শিকার। সে অবশ্যই ধ্বংসের মধ্যে রয়েছে। জান্নাতের চিরস্থায়ী নিআমতের স্বপ্নময় জগৎ হতে জাহান্নামের অনন্তকালীন যাতনার এক যন্ত্রণায় সে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। মুমিন সব সময় নিফাকের আশঙ্কায় থাকে। পাশাপাশি মুমিন সাধারণত খুব সহজেই কাফির-মুশরিকদের ভিন্ন পথ ও পরিণতির কথা জেনে এবং বুঝে তাদের এড়িয়ে চলে।

কিন্তু এর মাঝে আবার মুনাফিকদের অবস্থান রয়ে গেছে। মুনাফিক তার নিরাপদ আখের গোছানোর ফন্দি-ফিকির আঁটতে গিয়ে জান্নাতের পথে কয়েক ধাপ ব্যবধানে আটকা পড়ে যায় । এই ধাপ ক'টি পেরোতে যে পুঁজি দরকার

---

২. সূরা আনআম ৬ : ৫৫

তা হলো ঈমানের নূর। আর এখানেই প্রকৃত মুমিন তার ঈমানের নূর দ্বারা সন্দেহ ও সংশয়ের আঁধারে দুলতে থাকা দুনিয়ামুখী মুনাফিকদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। অথচ দুনিয়ায় এই নিফাকের মধ্যে থাকা লোকেরা ভাবে যে তারা নিরাপদ। তাদের অনেকে এটাই জানে না যে, সে নিফাকের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। আবার অনেকে মনে করে, দুনিয়ায় যেমন মিথ্যা ও ধোঁকা ইত্যাদি দ্বারা পার পেয়ে যাচ্ছে, আখিরাতেও এমনই কিছু একটা করে সে উতরে যাবে। তারা মনে করে, তাদের এসব ভোজবাজি বুঝি আল্লাহু আযযা ওয়া জাল্লা'র সাথেও চলবে (নাউযুবিল্লাহ)। তাই মুনাফিকরা সেদিন তা-ই বলবে যা অনেক আগেই তাদের রব আল্লাহ তাআলা তাদের স্বভাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলে রেখেছেন।

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ

'সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করো, আমরাও কিছু আলো নেব তোমাদের জ্যোতি থেকে। বলা হবে, তোমরা পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর খোঁজ করো। অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা হবে। তার ভেতরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব।'[৩]

দুনিয়াতে তারা দীর্ঘ মেয়াদে আল্লাহর সাথে ফন্দি-ফিকির আঁটার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেদিন তারা আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর কৌশলে আটকা পড়বে।

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً

'অবশ্যই মুনাফিকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুত, তারা যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায়, একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।'[৪]

---

৩. সূরা হাদীদ ৫৭ : ১৩

৪. সূরা নিসা ৪ : ১৪২

কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে সব কৌশল ভেস্তে যাওয়ার পর তারা যখন আলো তথা নূরের খোঁজে নিআমতের ফোয়ারা পানে ছোটা সত্যিকারের নামাজী মুসলমানদের পিছু নেবে ঠিক তখনই এক অমোঘ নির্দেশ বার্তা বেজে উঠবে। এই আদেশ এ সকল মুনাফিকদেরকে এক বাধার দেয়াল দাঁড় করিয়ে জান্নাতের পথে এগিয়ে চলা মুমিনদের জামাআত হতে বড় হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা ঘটিয়ে আলাদা করে দেবে।

মুনাফিকের দল এক কঠিন ও তীব্র বজ্রনিনাদের কবলে আটকা পড়ে যাবে। আর তা হলো জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ঘোষণা। সেদিনের বিচ্ছেদটি হবে স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ এবং যন্ত্রণাদায়ক![৫]

প্রিয় পাঠক, চলুন নিজেকে প্রশ্ন করে দেখি, "আমি কোন দলে"?

আমি কি বিভাজক প্রাচীর দাঁড়ানোর আগেই পার পেয়ে গেছি? নিজের বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী নিজেকে একবার সেই ভয়াবহ দিনের কঠিন পরিস্থিতিতে কল্পনা করে দেখি। যদি বিভাজক প্রাচীরটি আমার পেছনে হয়ে থাকে তবে তো আমি মুক্তি পেয়ে গেলাম ! আমার তো তাহলে সিজদাবনত হয়ে রাব্বে কারীমের দরবারে মাথা ঠেকিয়ে অশ্রুসজল নয়নে বাঁধভাঙা আনন্দ নিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহ রহমান রহীমের নিআমতের শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

আর যদি...? যদি সেই বাধার বিন্ধ্যাচল নিফাকের প্রমাণ হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে! তবে আমার সবই শেষ! আমাকে উপুড় করে গলায় নাফরমানী আর শাস্তির শেকল পেঁচিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতল গভীরে ! জাহান্নামের সবচেয়ে নিকৃষ্ট অংশে!

আল্লাহ তাআলা আগেই বলে দিয়েছেন :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

'নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী কখনো পাবে না।'[৬]

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে প্রথম জামাআতের মধ্যে জায়গা করে দিন। আমীন!

---

৫. এখানে সূরা হাদীদ ৫৭ : ১২-১৬ এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৬. সূরা নিসা ৪ : ১৪৫

মুনাফিক হতে সাবধান

ইবনুল কাইয়্যিম ﷬ বলেন,

فَإِنَّ بَلِيَّةَ الْإِسْلَامِ بِهِمْ شَدِيدَةٌ جِدًّا، لِأَنَّهُمْ مَنْسُوبُونَ إِلَيْهِ، وَإِلَى نُصْرَتِهِ وَمُوَالَاتِهِ، وَهُمْ أَعْدَاؤُهُ فِي الْحَقِيقَةِ، يُخْرِجُونَ عَدَاوَتَهُ فِي كُلِّ قَالَبٍ يَظُنُّ الْجَاهِلُ أَنَّهُ عِلْمٌ وَإِصْلَاحٌ، وَهُوَ غَايَةُ الْجَهْلِ وَالْإِفْسَادِ

فَلِلَّهِ كَمْ مِنْ مَعْقِلٍ لِلْإِسْلَامِ قَدْ هَدَمُوهُ؟ ! وَكَمْ مِنْ حِصْنٍ لَهُ قَدْ قَلَعُوا أَسَاسَهُ وَخَرَّبُوهُ؟ ! وَكَمْ مِنْ عِلْمٍ لَهُ قَدْ طَمَسُوهُ؟ ! وَكَمْ مِنْ لِوَاءٍ لَهُ مَرْفُوعٍ قَدْ وَضَعُوهُ؟ ! وَكَمْ ضَرَبُوا بِمَعَاوِلِ الشُّبَهِ فِي أُصُولِ غِرَاسِهِ لِيَقْلَعُوهَا؟ ! وَكَمْ عَمَّوْا عُيُونَ مَوَارِدِهِ بِآرَائِهِمْ لِيَدْفِنُوهَا وَيَقْطَعُوهَا؟

فَلَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ وَأَهْلُهُ مِنْهُمْ فِي مِحْنَةٍ وَبَلِيَّةٍ، وَلَا يَزَالُ يَطْرُقُهُ مِنْ شُبَهِهِمْ سَرِيَّةٌ بَعْدَ سَرِيَّةٍ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ بِذَلِكَ مُصْلِحُونَ! أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

"ইসলামের বড় ধরনের বিপদগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো মুনাফিক শ্রেণি। কারণ, বাহ্যত এরা ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত। নিজেদেরকে তারা ইসলামের সাহায্যকারী এবং অনুগামী হিসেবে উপস্থাপন করে। কিন্তু এরা আসলে ইসলামের শত্রু। এরা সাধারণ মুসলমানদের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার সুযোগে নিজেদের শত্রুতা প্রকাশ করে থাকে। আর ভুলের মধ্যে থাকা মানুষজন একে বুদ্ধিবৃত্তিক সমৃদ্ধি ও সংস্কার মনে করে লুফে নেয়। অথচ বাস্তবতা হলো এ সবই চূড়ান্ত পর্যায়ের মূর্খতা এবং বিশৃঙ্খলা।

তাদের ছদ্মবেশী ষড়যন্ত্রে ইসলামের কী পরিমাণ দুর্গ ধ্বংস হয়েছে, কত বসতি উজাড় হয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কত সোপান আঁধারে তলিয়ে গেছে, বিজয় রথে চড়া কত সৈন্যদল পরাজয়ভারে ন্যুব্জ হয়েছে, কত সবুজ সুফলা ভূমি বিরান

হয়েছে, কত চক্ষুষ্মান দৃষ্টিহারা ও মূলধারাচ্যুত হয়ে স্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে তা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

ইসলাম ও মুসলমান সব সময়ই তাদের নীল নকশার শিকার। একের পর এক সৈন্যদল তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে। অথচ যুগ যুগ ধরে তাদেরকেই কল্যাণকামী মনে করা হচ্ছে ! অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

'মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।' (সূরা বাকারা ২ : ১২)।''[৭]

তাদের ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন :

هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

'তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। ধ্বংস করুন আল্লাহ তাদেরকে। তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে?'[৮]

এই আয়াতে মুনাফিকদের সাথে ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুতাকে এমন গুরুত্ব-সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে, যেন তারা ছাড়া আর কারও সাথে কোনো শত্রুতাই নেই। এর অর্থ হলো এরা নিকৃষ্টতম শত্রু।

রাসূল ﷺ বলেছেন- 'إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ' 'আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে যেসব বিষয়ের আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভয়ের কারণ হলো এমন মুনাফিক যে জবানের আলিম হয় (যার ইলম তার মুখের ভাষাতেই সীমাবদ্ধ; আমলে নয়)।'[৯]

এ সকল জবানের আলিম মুনাফিকের দল নিজেদের পাণ্ডিত্য দ্বারা সত্যকে কলুষিত করে মিথ্যাকে মহানরূপে উপস্থাপন করে থাকে। আর এভাবেই তারা

---

৭. মাদারিজুস সালিকীন : ১/৩৫৫।

৮. সূরা মুনাফিকুন ৬৩ : ৪

৯. মুসনাদে আহমাদ : ১৪৩। উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ হতে। সনদ নির্ভরযোগ্য। শুআইব আরনাউত্ব ﷺ। তাখরীজুল মুসনাদ : ১৪৩।

তাদের ধ্বংসাত্মক অপপ্রয়াস চালিয়ে যায়। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বলে দেওয়া বিধিবিধানের অপব্যাখ্যা দিয়ে এমন সব ক্ষেত্রে এর প্রায়োগিক প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, যেখানে আসলে এসব বিধিবিধান প্রযোজ্য নয়। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. চক্ষুষ্মানের দৃষ্টিহারা ও মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার উদাহরণ দিয়ে এ কথাই বুঝিয়েছেন।

জবানি ইলমের অধিকারী মুনাফিকরা দীনের খিদমতের নামে সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে বাস্তব সত্যকে চাপা দিয়ে মিথ্যা প্রতিষ্ঠার ঘৃণ্য এক লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সহজেই তারা সাধারণ মানুষের চোখে ধূলি দিয়ে বেড়াচ্ছে।

তারা এমন ক্ষতিকর বলেই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মুনাফিকদের প্রতি স্পষ্ট ও দৃঢ় মনোভাব পোষণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের ব্যাপারে মুমিনদের মধ্যে কোনোরূপ দ্বিধা-বিভক্তি আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً

'অতঃপর তোমাদের কী হলো যে, মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা দুদল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারণে! তোমরা কি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেন, তুমি তার জন্য কোনো পথ পাবে না।'[১০]

মুমিনদের জন্য সবচেয়ে উত্তম হলো মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে জিহাদ শুরু করা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

'হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কতই-না নিকৃষ্ট স্থান।'[১১]

১০. সূরা নিসা ৪ : ৮৮
১১. সূরা তাহরীম ৬৬ : ৯

আর যারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে চায় না, রাসূল ﷺ তাদের ঈমানের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ

'আল্লাহ তাআলা আমার পূর্বে যখনই কোনো জাতির মাঝে নবী প্রেরণ করেছেন তখনই উম্মাতের মধ্যে তাঁর এমন হাওয়ারী ও সাথি দিয়েছেন, যারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতেন, তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। অনন্তর তাদের পরে এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, যারা মুখে যা বলে বেড়াত কাজে তা পরিণত করত না, আর সেসব কর্ম সম্পাদন করত যেগুলোর জন্য তারা আদিষ্ট ছিল না। এদের বিরুদ্ধে যারা হাত দ্বারা জিহাদ করবে, তারা মুমিন; যারা এদের বিরুদ্ধে মুখের কথা দ্বারা জিহাদ করবে, তারাও মুমিন এবং যারা এদের বিরুদ্ধে অন্তরে (ঘৃণা পোষণ দ্বারা) জিহাদ করবে তারাও মুমিন। এর বাইরে সরিষার দানার পরিমাণও ঈমান নেই।'[১২]

আর আল্লাহ তাআলাও তাঁর নবী ও মুসলমানগণকে মুনাফিকদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

'আপনি কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না।'[১৩]

ওপরের নাতিদীর্ঘ আলোচনা থেকে এতটুকু তো স্পষ্ট যে, নিজের ঈমান ও আমল রক্ষা করার জন্য মুনাফিকদের পরিচয় জানা ছাড়া কোনো উপায় নেই। পাশাপাশি

---

১২. সহীহ মুসলিম : ৫০। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه হতে। অধ্যায় : ঈমান। অনুচ্ছেদ : মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা ঈমানের অঙ্গ, ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করা ওয়াজিব।
১৩. সূরা আহযাব ৩৩ : ৪৮

এদের নেতৃবৃন্দের ব্যাপারেও আমাদের যথাযথ ধারণা থাকা উচিত। যাতে ভুল করে আমরা আবার তাদের অনুগামী না বনে যাই।

তাদের ধোঁকা হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের সামনে মুনাফিকদের বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরেছেন। যেন আমাদের চারিপাশে ধোঁকার ফাঁদ পেতে বসে থাকা মুনাফিকদের জালে আমরা আটকে না যাই। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

'তুমি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের নিকট ছল-চাতুরি নিয়ে উপস্থিত হবে; তুমি বলো, ছল-চাতুরি কোরো না, আমি কখনো তোমাদের কথা শুনব না; আমাকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। আর এখন তোমাদের কর্ম আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই দেখবেন। তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত সত্তার নিকট। তিনিই তোমাদের বাতলে দেবেন যা তোমরা করছিলে।'[১৪]

ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জেনে থাকবেন যে, ইসলাম ও মুসলমানদের মাঝে ঘটে যাওয়া বড় বড় দুর্ঘটনাগুলো এদেরই ষড়যন্ত্রের ফসল।

ইতিহাসের রঙিন পাতা যেমন মুনাফিকদের মুখে চুনকালি মেখে দিয়েছে। তেমনি আল্লাহ তাআলাও তাদের গলায় অসম্মান আর ঘৃণার তকমা ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

ইসলামের ইতিহাসে নিফাক ও মুনাফিকির সূচনা হয় মদীনার মুনাফিক সর্দার 'আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলূল'-কে দিয়ে। সে এবং তার অনুসারীরা রাসূল ﷺ ও মুসলমানগণকে একের পর এক ষড়যন্ত্রে ব্যতিব্যস্ত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায়। যুগে যুগে তাদের অনুসারীও তৈরি হয়েছে প্রচুর। কিন্তু পরিণাম কী হয়েছে? দুনিয়ার ইতিহাসে আবর্জনার আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পাশাপাশি আখিরাতে জায়গা মিলেছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে।

---

১৪. সূরা তাওবা ৯ : ৯৪

রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম ﷺ-এর যুগে মুনাফিকদের নেতা হিসেবে আব্দুল্লাহ বিন সাবার আবির্ভাব ঘটে।[১৫] সে ও তার দল নানা চক্রান্ত ও ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা ও সংঘাত সৃষ্টি করে। যার অশুভ পরিণাম হিসেবে তৎকালীন ইসলামী সাম্রাজ্য ও মুসলমানগণ বিভিন্ন ঘটনা ও দুর্ঘটনার শিকার হন। মুনাফিকদের ফাঁদে পা দেওয়ার খেসারতস্বরূপ বিচিত্র সব যন্ত্রণা তাদের ভোগ করতে হয়।

সাহাবায়ে কেরামের পরে ইউরোপে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলা খ্রিষ্টানদের ক্রুসেড তথা কথিত ধর্মযুদ্ধের ইতিহাসে চোখ বুলিয়ে দেখুন। স্পেন ও তার আশপাশের কিছু মুসলিম নেতৃবৃন্দ সেখানে মুনাফিকের চরিত্রে আবির্ভূত হয়েছে। তারা আল্লাহ তাআলার দিকনির্দেশনা থেকে সরে গিয়ে হাত মিলিয়েছে শত্রুদের সাথে। নিজ নিজ প্রজাসাধারণকে মিথ্যা ধোঁকার ফাঁদে ফেলে জিহাদবিমুখ করেছে। ফলাফল কী দাঁড়িয়েছে?

মুসলিম উম্মাহ এ সকল মুনাফিক ও তাদের মাথা কিনে নেওয়া বাতিলের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়েছে। মুমিনের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে ইসলামী সাম্রাজ্য। বন্দীত্বের শেকলে আবদ্ধ হয়েছে তাওহীদের ঝান্ডাবাহীগণ।

হিজরি ৭ম শতকে বাগদাদের খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহর প্রধানমন্ত্রী 'উজিরে আজম' 'মুঈদুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আলকামীর কথাই চিন্তা করুন।[১৬] উম্মাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাতারদের সাথে হাত মিলিয়েছিল সে। তার মুনাফিকির কত চড়ামূল্য দিতে হয়েছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাতকে!

---

১৫. আব্দুল্লাহ বিন সাবা সম্পর্কে সঠিক সূত্রে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায় না। তবে ইবনুল হাজার আসকালানী ﷺ-এর মতে ইয়ামানের এক ইয়াহুদী পরিবার থেকে এসে সে নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবি করে। এবং পরবর্তীকালে ইসলামী খিলাফাতের মধ্যে বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। তাকে নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। লিসানুল মীযান : ৩/২৮৯। ব্যক্তি নং : ১২২৫।

১৬. মুঈদুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আলী আল-আলকামী (৫৯১/৯৩-৬৫৬ হি.), রাফেযী শিয়া ছিল। খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহর প্রধানমন্ত্রীর পদ দখল করে তাতারদের সাথে হাত মিলিয়ে মুসলিমবিশ্বের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনে। হালাকু খান বাগদাদ দখলের পর পুরস্কৃত করার বদলে নিজ জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার দরুন তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সিয়ারু আলামানি নুবালা : ২৩/৩৬১,৩৬২। জীবনী : ২৬১।

একবার ভেবে দেখুন 'মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আত-তূসীর কথা![১৭] কুরআন, হাদীস, যুক্তিবিদ্যা কিংবা দর্শন। কোথায় তার ব্যুৎপত্তি নেই। ইসলামী পাণ্ডিত্যের লেবাসে এই ব্যক্তি উম্মাহ'র মাঝে বড় ধরনের বিভক্তি সৃষ্টিকারী শিয়া সম্প্রদায়কে আরও দৃঢ়ভাবে শেকড় গাড়ায় সহযোগিতা করে গেছে আমরণ।

আফসোস! শত আফসোস!! মুনাফিকের দল দিব্যি দিবালোকে সবার চোখের সামনেই তাদের শঠতা আর ধোঁকার চাল চেলে গেছে। কিন্তু তাদের নাম আর নামের পাশে যুক্ত হওয়া বিদ্যা ও যোগ্যতার বহর দেখে মুসলমানদের অন্তরে তাদের প্রতি সামান্য সন্দেহ বা ঘৃণাটুকুও জন্মায়নি!

বরং তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জন্মানোর পাশাপাশি একাত্মতা ঘোষণা করতেও পিছপা হয়নি অনেকে। অথচ মুনাফিকদের মোটেও এমন কিছু প্রাপ্য ছিল না। ওপরে যাদের আলোচনা করা হয়েছে তাদের নাম লক্ষ করুন।

প্রথম দুজন 'আব্দুল্লাহ'! তৃতীয় ও চতুর্থজন 'মুহাম্মাদ'!! শুধুই কি মুহাম্মাদ? মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ! অথচ তারা সকলেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর শত্রু।

ইসলামী খিলাফত কায়েমের শুরুলগ্ন থেকে চলে আসা নিফাক ও মুনাফিকচক্র সর্বশেষ উসমানী খিলাফতের পতনেও মূল ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল। খিলাফতের পতন ঘটিয়ে তারা আজ অসহায় মুসলমানদেরকে বিশ্বব্যাপী খলনায়ক চরিত্রে উপস্থাপন করছে।

অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন জিহাদের ময়দানে মুসলমানদের অবস্থান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মুসলমানগণ তাদের মুষ্টিমেয় শক্তি নিয়ে যখনই শত্রুপক্ষের ওপর বিজয় লাভের নিকটে পৌঁছেছে ঠিক তখনই মুনাফিকদের বিশ্বাসঘাতক হাত পেছন হতে ছুরিকাঘাত করে কাফিরদের চক্ষু শীতল করেছে।

১৭. নাসিরুদ্দীন আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাসান তূসী (৫৯৭-৬৭২ হি.)। ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন ও গণিতে পারদর্শী ছিলেন। ইসমাইলী শিয়া ছিলেন। হালাকু খান বাগদাদ দখলের পর প্রথমে পালিয়ে গেলেও পরবর্তীকালে হালাকু খানের হয়ে কাজ করেন। সূত্র : উইকিপিডিয়া

প্রকাশ্য কুফরি শক্তি যখনই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থানকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেছে। তখনই তারা মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্টে 'পঞ্চম বাহিনী'র আশ্রয় নিয়েছে।[১৮]

মুসলিম নামধারী এই বিশ্বাসঘাতক শ্রেণি মুসলিম দেশগুলোতে বসে তাদের কাফির মিত্রদের সহযোগিতা করেছে। তাদের পক্ষে সাফাই গেয়ে বেড়িয়েছে। তাদের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে সতর্কবাণী শুনিয়েছে। এবং পরিশেষে কুফরি শক্তির জন্য নিজেদের দুয়ার খুলে দিয়েছে।

বর্তমান চেচনিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক ও ফিলিস্তিনসহ সকল মুসলিম ভূমিতে সেই পুরোনো নাটকেরই নতুন নতুন সংস্করণ দেখতে পাচ্ছি।

মুনাফিকদের অস্তিত্ব না থাকলে ইয়াহুদ ও ক্রুসেডারদের জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেদের চক্রান্ত বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব।

নিফাকের আশঙ্কা ও এর বাস্তবতা : যা অধিকাংশ মানুষ জানেই না

নিফাকের মতো ঈমান, ইসলাম ও মুসলমান বিধ্বংসী একটি আত্মার ব্যাধি হতে বাঁচতে হলে সর্বপ্রথম এর পরিচয়, উপসর্গ ও লক্ষণগুলো জেনে নিতে হবে। কারণ, রোগ সম্পর্কে ভালো ধারণা না থাকলে তার থাবা হতে রক্ষা পাওয়া মুশকিলই বটে। স্বভাবজাতভাবেই মানুষ নিজেদের মধ্যে শুধু ভালো কিছুই খুঁজে পায়। যার ফলে সে তার মধ্যে নিফাক থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে থাকে। কিন্তু দেখা গেছে তার অজ্ঞাতসারেই নিফাক তাকে গ্রাস করে বসে আছে। আর এর ধাপও মাত্র একটি নয়, বরং নিফাক একটি শাখা-উপশাখায় বিস্তৃত মারাত্মক ব্যাধি। প্রথমদিকে মানুষ তার ঈমানের শক্তি দিয়ে লুকিয়ে থাকা নিফাকের মোকাবিলা হয়তো করতে পারে। কিন্তু ধীরে ধীরে তা শক্তিশালী হতে থাকলে একসময় বিপর্যয় ঘটে। এবং একপর্যায়ে তার ঈমান নিফাকে পরিণত হয়। আর

১৮. পঞ্চম বাহিনী বা Fifth Column মূলত একটি রাজনৈতিক পরিভাষা। এর অর্থ হলো 'রাষ্ট্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এমন একটি শক্তি, যা মূলত বহিঃশত্রুর জন্য কাজ করে যায়। এর উৎপত্তি স্পেনে। ১৯৩৬ সালে স্পেনের জাতীয়তাবাদী নেতা 'এমিলিও মোলা' এক রেডিও ভাষণে 'Quinta columna' পঞ্চম বাহিনী' পরিভাষা ব্যবহার করেন। আরবিতে একে 'طابور الخامس' 'তবূরুল খামিস' বলে। সূত্র : উইকিপিডিয়া।

অজ্ঞতার দরুন সে নিফাকের বিষয়গুলোকে পছন্দ করতে শুরু করে আর ভাবে, 'আমার মধ্যে নিফাক থাকলে তো আমি অবশ্যই তা উপলব্ধি করতাম'। অথচ সে যে ইতিমধ্যে মুনাফিকে পরিণত হয়ে গেছে তাও সে জানে না। এ সবই অজ্ঞতার পরিণাম।

নিফাকের আশঙ্কা কখনোই উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। এমনকি সাহাবায়ে কেরাম ؓ-ও নিফাকের ব্যাপারে এত বেশি শঙ্কায় ভুগতেন যে, প্রায়ই নিজেদের অন্তরে নিফাক ঢুকে গেছে কি না তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়তেন।

মুনাফিক বলতে মানুষ সাধারণত এমন কারও কথা ভাবে, যার মধ্যে কোনো ভালো গুণ নেই, বিন্দু পরিমাণ ঈমান নেই, ইসলামের বিরোধিতা ও শত্রুতাই যার কাজ ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা হলো এ রকম নিফাক বা মুনাফিক সংখ্যায় খুবই নগণ্য যাদেরকে খুব সহজেই সাধারণ মানুষ চিনতে পারে।

আসলে নিফাকের চিত্রটা প্রকাশ্যে খুব কমই বোঝা যায়। তবে এর বিস্তার ও ভয়াবহতা মারাত্মক আকার ধারণ করে বসে আছে। আর তা এতটাই মারাত্মক যে সাহাবায়ে কেরাম ؓ-ও এর ভয়ে ভীত ছিলেন। কুরআনে বর্ণিত নিফাক সম্পর্কিত আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কেরামের কথা বলা হয়নি। এটা তারা জানতেন। তাদের ব্যাপারে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে তাও তারা জানতেন। তারপরেও নিফাকের আশঙ্কা তাদের এসব কিছু ভাবার সুযোগ দিত না।

তাই আমি আমার বন্ধুদের সামনে মুনাফিকদের স্বভাব-চরিত্র তুলে ধরার আগে এর কিছু ভয়াবহতা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আর তা হলো :

১. নিফাক একটি অবিচ্ছেদ্য ব্যাধি। এর কোনো সুনির্দিষ্ট অবস্থান নেই।

২. কখনো কখনো মানুষ ঈমান আর নিফাকের মাঝে পাল্টাপাল্টি করে ফেলে, অর্থাৎ ঈমান ও নিফাক ওঠানামা করে।

৩. কখনো এমনও হয় যে, মানুষ মুনাফিক হয়ে গেছে। অথচ সে নিজেই তা জানে না।

৪. সাহাবায়ে কেরাম ؓ-ও নিফাকের আশঙ্কায় সদা শঙ্কিত থাকতেন।

বিষয়গুলো একটু খুলে বলা যাক :

১. নিফাক একটি অবিচ্ছেদ্য ব্যাধি

মানুষের মাঝে একই সাথে ঈমান ও নিফাক থাকতে পারে।

ক) অহুদ যুদ্ধের দিন মুনাফিকদের অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন :

هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ

'সেদিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরির কাছাকাছি ছিল।'[১৯]

আয়াতের এই অংশের তাফসীরে আল্লামা ইবনুল কাসির ﷺ বলেন,

اسْتَدَلُّوا به علة أَنَّ الشَّخْصَ قَدْ تَتَقَلَّبُ بِهِ الْأَحْوَالُ، فَيَكُونُ فِي حَالٍ أَقْرَبَ إِلَى الْكُفْرِ، وَفِي حَالٍ أَقْرَبَ إِلَى الْإِيمَانِ

এ কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। কখনো তার অবস্থান কুফরের কাছাকাছি হয়। আবার কখনো ঈমানের কাছাকাছি।[২০]

ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﷺ বলেন,

فَقَدْ جَعَلَ هَؤُلَاءِ إِلَى الْكُفْرِ أَقْرَبَ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ فَعُلِمَ أَنَّهُمْ مخلطون وَكُفْرُهُمْ أَقْوَى وَغَيْرُهُمْ يَكُونُ مُخَلِّطًا وَإِيمَانُهُ أَقْوَى

'সেদিনের ঘটনা মুনাফিকদেরকে ঈমানের তুলনায় কুফরির অধিক নিকটবর্তী করে দেয়। এতে বোঝা যায় যে, তাদের মাঝে ঈমান ও কুফরির সংমিশ্রণ ছিল। তবে এক শ্রেণির মধ্যে কুফরির পরিমাণ বেশি ছিল। অন্য শ্রেণির মাঝে ঈমান শক্তিশালী ছিল।'

---

১৯. সূরা আলে-ইমরান ৩ : ১৬৭

২০. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২/১৪১।

উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও কিছু আলোচনার পর তিনি বলেন,

فَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ قَدْ يَكُونُ فِيهِ قِسْطٌ مِنْ وِلَايَةِ اللهِ بِحَسَبِ إِيمَانِهِ ؛ وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ قِسْطٌ مِنْ عَدَاوَةِ اللهِ بِحَسَبِ كُفْرِهِ وَنِفَاقِهِ

'আল্লাহ তাআলা এ কথা বুঝিয়েছেন যে, কখনো কখনো মানুষ তার ঈমানের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্যলাভের দিকে ঝুঁকে যায়। আবার কখনো কখনো নিজের কুফরি ও নিফাকের দরুন আল্লাহর সাথে শত্রুতার দিকে ঝুঁকে যায়।'[২১]

খ) রাসূল ﷺ বলেছেন,

أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا

'চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে খালিস মুনাফিক বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, আর অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে, প্রতিশ্রুতি দিলে বিশ্বাসঘাতকতা করে, যখন ঝগড়া করে গালাগালি করে। যার মধ্যে এগুলোর কোনো একটি স্বভাব পাওয়া যাবে, তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব পাওয়া গেল, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।'[২২]

দেখুন, রাসূল ﷺ নিজেই বলছেন যে পুরোপুরি মুনাফিক না হলেও মানুষের মাঝে কিছু নিফাক অর্থাৎ মুনাফিকির দু-একটি স্বভাব থাকতে পারে।

এখন এই হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে আমরা হয়তো বলতে পারি যে, কখনো কখনো আন্তরিকভাবে ও মৌখিক দাবিতে মুসলিম ব্যক্তির মাঝেও এসব অভ্যাস দেখা দিতে পারে। এতে করে তাকে এমন মুনাফিকের কাতারে হয়তো রাখা যাবে না যাদেরকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করা হবে।

---

২১. আল ফুরক্বান বাইনা আওলিয়াইর রহমানি ওয়া আওলিয়াইশ শাইত্বান : ১/২৮

২২. সহীহ বুখারী : ৩১৭৮। আব্দুল্লাহ বিন আমর رضي الله عنه হতে। অধ্যায় : জিযিয়া। অনুচ্ছেদ : যারা অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে তাদের গুনাহ।

আর বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে এটা প্রমাণ করা খুব সহজ যে, তার এই নিফাক আসলে কাজেকর্মেই সীমাবদ্ধ। বিশ্বাস ও চেতনায় সে মোটেও মুনাফিক নয়। আর উম্মাহর মূলধারা থেকে সে বিচ্যুতও নয়।

তবে আমরা এখানে চিন্তা-চেতনায় বা কাজেকর্মে ঢুকে পড়া নিফাকের মাঝে পার্থক্য টানতে চাই না। কেননা, এ ধরনের আলোচনায় একজন নিফাকের ফাঁদে পা দেয়া মুসলমানকে কাফির সাব্যস্ত করার মতো বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারে।

আমরা এখানে নিফাকের সাথে ঈমান ও কুফরের বাহ্যিক বা মৌলিক পার্থক্যের প্রসঙ্গ টানতে চাই না। এ ধরনের আলোচনার জন্য আরও বিস্তৃত ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনার প্রয়োজন।

এখানে আমরা নিফাক সম্পর্কে সে সকল মৌলিক সতর্কবাণীসমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করব, যে সকল সতর্কবার্তা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে এসেছে। যাতে আমাদের অন্তর নিফাকের কোনো অংশকে এমন ক্ষুদ্র ভেবে না বসে যে, 'আরে এ তো নিফাকের সামান্য একটি অংশ মাত্র। এ ধরনের নিফাকের দরুন উম্মাহ হতে বেরিয়ে যাওয়ার কিছু নেই!'

গ) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী ﷺ-এর সূত্রে রাসূল ﷺ-এর বাণী তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন,

الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ: قَلْبٌ أَجْرَدُ فِيهِ مِثْلُ السِّرَاجِ يَزْهَرُ، وَقَلْبٌ أَغْلَفُ مَرْبُوطٌ عَلَى غِلَافِهِ، وَقَلْبٌ مَنْكُوسٌ، وَقَلْبٌ مُصْفَحٌ، فَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَجْرَدُ: فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ سِرَاجُهُ فِيهِ نُورُهُ، وَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَغْلَفُ: فَقَلْبُ الْكَافِرِ، وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَنْكُوسُ: فَقَلْبُ الْمُنَافِقِ عَرَفَ، ثُمَّ أَنْكَرَ، وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمُصْفَحُ: فَقَلْبٌ فِيهِ إِيمَانٌ وَنِفَاقٌ، فَمَثَلُ الْإِيمَانِ فِيهِ كَمَثَلِ الْبَقْلَةِ يَمُدُّهَا الْمَاءُ الطَّيِّبُ، وَمَثَلُ النِّفَاقِ فِيهِ كَمَثَلِ الْقُرْحَةِ يَمُدُّهَا الْقَيْحُ وَالدَّمُ، فَأَيُّ الْمَدَّتَيْنِ غَلَبَتْ عَلَى الْأُخْرَى غَلَبَتْ عَلَيْهِ

'অন্তর চার প্রকার। (১) পরিষ্কার অন্তর, যা উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় ঝলমল করে। (২) আচ্ছাদিত অন্তর। যা কোনো কিছু দিয়ে ঢাকা রয়েছে। (৩) উল্টো অন্তর,

যা বিগড়ে গেছে। এবং (৪) মিশ্রিত অন্তর, যাতে একাধিক বিষয় মিশ্রিত রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে মুমিনের অন্তর যা নূরে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে কাফিরের অন্তর যা কুফরির অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। তৃতীয়টি খাঁটি মুনাফিকের অন্তর, যে জেনেবুঝে সবকিছু অস্বীকার করে। আর চতুর্থটি হচ্ছে সেই মুনাফিকের অন্তর যার মধ্যে ঈমান ও নিফাক দুটিই রয়েছে। ঈমানের উদাহরণ এমন সবুজ উদ্ভিদের ন্যায় যা নির্মল পানি দ্বারা বেড়ে ওঠে। আর নিফাকের উদাহরণ এমন ফোড়ার ন্যায় যার মধ্যে রক্ত ও পুঁজ বাড়তে থাকে। আর স্বাভাবিকভাবেই যে জিনিসের মূল বৃদ্ধি পায় তা অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।'[২৩]

এ জন্যই *তাফসীরে ইবনে কাসীরে* সূরা বাকারার শুরুর দিকে ইবনে কাসীর ﷺ বলেন,

وَمُنَافِقُونَ وَهُمْ قِسْمَانِ: خُلَّصٌ وَهُمُ الْمَضْرُوبُ لَهُمُ الْمَثَلُ النَّارِيُّ، وَمُنَافِقُونَ يَتَرَدَّدُونَ تَارَةً يَظْهَرُ لَهُمْ لُمَعُ الْإِيمَانِ وَتَارَةً يَخْبُو، وَهُمْ أَصْحَابُ الْمَثَلِ الْمَائِيِّ وَهُمْ أَخَفُّ حَالًا مِنَ الَّذِينَ قَبْلَهُمْ.

'মুনাফিক দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হচ্ছে খাঁটি মুনাফিক, এদের উদাহরণ দেয়া হয়েছে আগুনের আলো দ্বারা। দ্বিতীয় হচ্ছে সেই মুনাফিক, যে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। কখনো ঈমানের আলো জ্বলে, কখনো নিভে যায়। এদের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে বৃষ্টির সাথে। এরা প্রথম প্রকার মুনাফিকদের চাইতে কিছুটা কম দোষী।'[২৪]

আগুনের উদাহরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার বাণী :

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ

---

২৩. মুসনাদে আহমাদ : ১১১২৯। সনদ মুনকাতি' তথা বিচ্ছিন্ন। শুআইব আরনাউত্ব ﷺ যঈফ বলেছেন। তবে ইবনে কাসীর ﷺ হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৬/৫৬। সূরা নূর ২৪ : ৩৫ এর ব্যাখ্যায়। সূরা বাকারা ২ : ১৯, ২০ এর ব্যাখ্যাতেও এই হাদীস ও তার সনদের বিশুদ্ধতার কথা উল্লেখ রয়েছে।

২৪. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ১/১০১। সূরা বাকারা ২ : ১৯, ২০ এর ব্যাখ্যায়।

‘তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মতো, যে লোক কোথাও আগুন জ্বালাল এবং তার চারদিককার সবকিছুকে যখন আগুন স্পষ্ট করে তুলল, ঠিক এমনই সময় আল্লাহ তার চারদিকের আলোকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। ফলে, তারা কিছুই দেখতে পায় না।’[২৫]

আর বৃষ্টির পানির দ্বারা উদ্দেশ্য অপর আয়াত :

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واللّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ

‘আর তাদের উদাহরণ সেসব লোকের মতো যারা দুর্যোগপূর্ণ ঝড়ো রাতে পথ চলে, যাতে থাকে আঁধার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক। মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। অথচ সমস্ত কাফিরই আল্লাহ কর্তৃক পরিবেষ্টিত।’[২৬]

ঈমানের আলোয় পথ দেখা যাওয়ার বর্ণনা এসেছে পরের আয়াতে :

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

‘বিদ্যুৎচমক তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়ার উপক্রম হয়। যখনই তা তাদের জন্য আলো দেয়, তারা তাতে চলতে থাকে। আর যখন তা তাদের ওপর অন্ধকার করে দেয়, তারা দাঁড়িয়ে পড়ে। আর আল্লাহ যদি চাইতেন, অবশ্যই তাদের শ্রবণ ও চোখসমূহ নিয়ে নিতেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।’[২৭]

আমরা আমাদের বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার দিকে তাকালেই বিষয়টা বুঝতে পারি। সেখানে একাধিক বিয়ে, শরীয়তের দণ্ডবিধি ও নারীর উত্তরাধিকারসহ ইসলামের নানা বিধিবিধান নিয়ে লোকজন নানা রকম মন্তব্য করে থাকে।

---

২৫. সূরা বাকারা ২ : ১৭

২৬. সূরা বাকারা ২ : ১৯

২৭. সূরা বাকারা ২ : ২০ মূলত সূরা বাকারা ২ : ১৭-২০ এ বিষয়ক আলোচনা রয়েছে। তাফসীরে ইবনে কাসীরেও মুমিন, কাফির ও মুনাফিকের আলোচনা টানা হয়েছে।

কিন্তু উম্মাহর ওপর কুফরি শক্তির জুলুম-নিপীড়ন বৃদ্ধি পেলে তাদের ঈমানী চেতনা প্রবল হয়ে ওঠে। তারা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এটা অবশ্যই ঈমানের শক্তি যা তার দীনি আত্মমর্যাদাবোধকে জাগিয়ে তোলে। কিন্তু এতটুকুন ঈমানী শক্তি তাকে তার নিজের দীনের ব্যাপারে পুষে রাখা সংশয় হতে ফেরাতে পারে না।

সাবধান! কুরআন আপনাকেই সম্বোধন করে বলছে

এখানে একটি বিষয়ে সকলকে সতর্ক করতে চাই : এ কথা ভাবার কোনো সুযোগ নেই যে, কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত নিফাকের সকল আলামত আমাদের কারও মাঝে একসাথে পাওয়া না গেলে কোনো সমস্যা নেই। অর্থাৎ নিফাকের সব আলামত যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে না, তাই তাকে মুনাফিক বা নিফাকে আক্রান্ত বলার কোনো সুযোগ নেই। বরং যার মধ্যে সামান্য পরিমাণ ঈমান রয়েছে। তার জন্য নিফাকের আশঙ্কাও রয়েছে। আর কুরআনে নিফাকের ব্যাপারে যত হুমকি ধমকি রয়েছে, সে এর কোনোটি থেকেই শঙ্কামুক্ত নয়।

ওপরের কথার স্বপক্ষে আমরা সাহাবায়ে কেরামের উদাহরণ টানতে পারি। বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ *মুসতাদরাকু হাকিমের* একটি বর্ণনা,

اسْتَأْذَنَ سَعْدٌ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ وَتَحْتَهُ مَرَافِقُ مِنْ حَرِيرٍ، فَأَمَرَ بِهَا فَرَفَعْتُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مُطْرَفُ خَزٍّ فَقَالَ لَهُ: اسْتَأْذَنْتَ عَلَيَّ وَتَحْتِي مَرَافِقُ مِنْ حَرِيرٍ، فَأَمَرْتُ بِهَا فَرُفِعَتْ فَقَالَ لَهُ: نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا ابْنَ عَامِرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} [الأحقاف: ٢٠] وَاللهِ لَأَنْ أَضْطَجِعَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَضْطَجِعَ عَلَيْهَا

'একবার সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস ﵁ ইবনে আমের[২৮] দামেশকীর সাথে দেখা করতে এসে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। ইবনে আমের তখন রেশমি

---

২৮. আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন ইয়াজিদ আল-ইয়াহসুবিয়্যু ﵀ (২১-১১৮ হি.)। তাবেয়ী এবং দামেশকের গভর্নর ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম ﵃ হতে ইলম শিখেছেন এবং কিছু হাদীসও বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়ী ﵀ তাঁর বর্ণনাকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৫/২৯২,২৯৩। জীবনী : ১৩৮।

কাপড়ে মোড়ানো গদিতে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সকল রেশমি কাপড় সরিয়ে নেয়ার আদেশ দিলেন। আদেশমতো রেশমি কাপড় সরিয়ে নেয়ার পর সাদ ﷺ তার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন ইবনে আমেরের গায়ে রেশমি নকশাদার চাদর জড়ানো ছিল। তিনি সাদ ﷺ-কে বললেন, আপনি আসার আগে আমি রেশমি কাপড়ের গদিতে হেলান দিয়ে বসে ছিলাম। আপনি আসতে চাওয়ায় আমি সকল রেশমি কাপড় সরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছি। সাদ ﷺ বললেন, 'হে ইবনে আমের, কতই-না ভালো হতো, তুমি যদি সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত না হতে যাদের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হয়েছে, 'أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا' 'তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ।' (সূরা আহক্বাফ ৪৬ : ২০)। আল্লাহর কসম, রেশমি কাপড় পরিধানের চেয়ে ঝাউগাছের জ্বলন্ত লাকড়ির ওপর শুয়ে থাকা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।'[২৯]

চলুন দেখে নিই উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা আসলে কাদেরকে সম্বোধন করে এই কথা বলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ

'আর যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন বলা হবে, তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানজনক আযাবের শাস্তি দেয়া হবে; কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে এবং পাপাচার করতে।'[৩০]

আয়াতটিতে সুস্পষ্টভাবে কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর ইবনে আমের মোটেও কাফির ছিলেন না। তারপরেও সাদ ﷺ কাফিরদের জন্য নাযিল হওয়া আয়াতের অংশ দ্বারা ইবনে আমেরকে সতর্ক করতে পিছপা হননি।

---

২৯. মুসতাদরাকু হাকিম আলাস সহীহাইন : ৩৬৯৭। অধ্যায় : সূরা আহক্বাফের তাফসীর। বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ। তবে বুখারী বা মুসলিমে হাদীসটি বর্ণিত হয়নি।

৩০. সূরা আহক্বাফ ৪৬ : ২০

আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বীদা এটাই। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

'তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? তারা বলবে, আমরা নামাজ পড়তাম না।'[৩১]

উপর্যুক্ত আয়াত দ্বারা বে-নামাজি ব্যক্তিকে সতর্ক করা হয়ে থাকে। অথচ আমরা জানি যে এর সাথে আরও কিছু শর্ত রয়েছে। সব মিলিয়েই আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য পূরণ হয়। যেমন, এর দু-আয়াত পরেই বলা হয়েছে :

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ

'এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম।'[৩২]

অথচ অধিকাংশ বে-নামাজি ব্যক্তির মধ্যেই এই স্বভাবটি পাওয়া যাবে না।

এতসব আলোচনার মূল বক্তব্য হলো, কুরআনে যেসব কাজ বা স্বভাবের জন্য বিভিন্ন শব্দে ও বাক্যে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে তার সবগুলো একজনের মধ্যে পাওয়া যাওয়া জরুরি নয়। বরং যার মধ্যে যে বদ স্বভাবটি পাওয়া যাবে তাকে সেদিক থেকেই আক্রান্ত মনে করা চাই।

২. ঈমান ও নিফাকের মাঝে ওঠানামা

আহলুস-সুন্নাহ ওয়ালা জামাআতের আক্বীদা অনুযায়ী ঈমান যেমন বাড়ে-কমে, ঠিক তেমনি নিফাকও বাড়ে-কমে।

ক) মুনাফিকদের স্বভাব বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন :

مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

---

৩১. সূরা মুদ্দাসসির ৭৪ : ৪৩, ৪৪

৩২. সূরা মুদ্দাসসির ৭৪ : ৪৬

'এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত; এদিকেও নয় ওদিকেও নয়। বস্তুত যাকে আল্লাহ গোমরাহ করে দেন, তুমি তাদের জন্য কোনো পথই পাবে না কোথাও।'[৩৩]

ইবনে কাসীর ﷺ বলেন,

وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَرِيهِ الشَّكُّ، فَتَارَةً يَمِيلُ إِلَى هٰؤُلَاءِ وَتَارَةً يَمِيلُ إِلَى أُولَئِكَ

'তাদের মধ্যে কেউ আবার দোটানায় পড়ে যায়। একবার এদিকে (ঈমানদারদের) দিকে ভিড়ে তো আবার ওদের (কাফিরদের) দিকে ভিড়ে।'[৩৪]

আর তারা মুমিনদের কাছে দু-কারণে ভিড়তে পারে। এক. হঠাৎ কোনো কারণে তার ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন। দুই. মুসলমান ও কাফিরদের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার হীন মানসে।

রাসূল ﷺ বলেন,

مَثَلُ الْمُنَافِقِ، كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً

'মুনাফিকের উপমা ওই বকরির ন্যায়, যা দুই পালের মাঝে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকে। একবার এ দিকে আবার ওই দিকে।'[৩৫]

খ) সফওয়ান ইবনু আমের ﷺ সুলাইম ইবনু আমের ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন,

حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بنُ نُفَيْرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَهُوَ فِي آخِرِ صَلاَتِه، وَقَدْ فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ يَتعوَّذُ بِاللهِ مِنَ النِّفَاقِ، فَأَكْثَرَ التَّعوُّذَ مِنْهُ. فَقَالَ جُبَيْرٌ: وَمَا لَكَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَنْتَ وَالنِّفَاقَ؟ فَقَالَ: دَعْنَا عَنْكَ، دَعنَا عَنْكَ، فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُقْلَبُ عَنْ دِيْنِه فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ، فَيُخلَعُ مِنْهُ

'জুবাইর বিন নুফাইর ﷺ বর্ণনা করেন যে, তিনি আবু দারদা ﷺ কে নামাজের শেষ রাকাতে তাশাহহুদের পর নিফাক হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

৩৩. সূরা নিসা ৪ : ১৪৩

৩৪. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২/৩৮৯। সূরা নিসা ৪ : ১৪৩ এর ব্যাখ্যায়।

৩৫. সহীহ মুসলিম : ২৭৮৪। আব্দুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ হতে। অধ্যায় : মুনাফিকদের স্বভাব ও তাদের বিধান।

করে দুআ করতে শোনেন। তিনি খুব বেশি বেশি দুআ করছিলেন। জুবাইর ﷺ বললেন, ' হে আবু দারদা, আপনার কী হলো বলুন তো? আপনি আর নিফাক?' (আপনার আর নিফাকের মধ্যে কী সম্পর্ক? এও কি সম্ভব?) তিনি বললেন, আরে আমাদের কথা বাদ দাও, আল্লাহর কসম, মানুষ এক মুহূর্তে তার দীন থেকে সরে যেতে পারে। তখন তার নিকট হতে তা ছিনিয়ে নেয়া হয়।'[৩৬]

৩. কখনো এমন হয় যে, মানুষ মুনাফিক হয়ে গেছে; অথচ সে নিজেই তা জানে না

ক) আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

'আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলচাতুরি কোরো না, তোমরা যে কাফির হয়ে গেছো ঈমান প্রকাশ করার পর।'[৩৭]

এই আয়াত দুটিতে মুনাফিকদের ব্যাপারেও ধারাবাহিক আলোচনার প্রসঙ্গই টানা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﷺ বলেন,

فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ قَدْ أَتَوْا كُفْرًا بَلْ ظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِكُفْرٍ فَبَيَّنَ أَنَّ الِاسْتِهْزَاءَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُفْرٌ يَكْفُرُ بِهِ صَاحِبُهُ بَعْدَ إِيمَانِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ إِيمَانٌ ضَعِيفٌ فَفَعَلُوا هَذَا الْمُحَرَّمَ الَّذِي عَرَفُوا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَلَكِنْ لَمْ يَظُنُّوهُ كُفْرًا وَكَانَ كُفْرًا كَفَرُوا بِهِ

---

৩৬. সিয়ারু আলামীন নুবালা : ৬/৩৮২। পঞ্চম অধ্যায় : সফওয়ান বিন আমরের আলোচনায়। ইমাম জাহাবীর মতে সনদ সহীহ।

৩৭. সূরা তাওবা ৯ : ৬৫, ৬৬

‘এতে বোঝা যায় যে, তাদের অন্তরে কুফরি ছেয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা তা জানত না। তারা মনে করেছিল এসব বুঝি কুফরি নয়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এ কথাও প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ ও তাঁর আয়াতসমূহ নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করা কুফরি। যারা এসব করে তারা ঈমান থাকা সত্ত্বেও কুফরি করে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে তাদের ঈমান ছিল দুর্বল। যদ্দরুন তারা হারাম জানা সত্ত্বেও এসব করেছে। তবে তারা এসবকে হারাম জানলেও কুফরি মনে করত না। অথচ এ সবই স্পষ্ট কুফরি যা তারা করেছে।’[৩৮]

খ) *সহীহ বুখারী*তে ঈমান অধ্যায়ে “অজ্ঞাতসারে মুমিনের আমল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা” শিরোনামে আলাদা একটি অনুচ্ছেদই রয়েছে। (পাঠকের সুবিধার্থে অনুচ্ছেদের হাদীস দুটি তুলে ধরা হচ্ছে)।

ইবরাহিম তাইমী ﵀ বলেন, আমার আমলের সাথে যখন আমার কথা তুলনা করি, তখন আশঙ্কা হয়, আমি না মিথ্যাবাদী হই।

ইবনু আবী মুলাইকা ﵀ বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর এমন ত্রিশজন সাহাবীকে পেয়েছি, যারা সবাই নিজেদের সম্পর্কে নিফাকের ভয় করতেন। তাঁরা কেউ এ কথা বলতেন না যে, তিনি জিবরীল ﵇ ও মীকাঈল ﵇-এর তুল্য ঈমানের অধিকারী।

হাসান বসরী ﵀ থেকে বর্ণিত, নিফাকের ভয় মুমিনই করে থাকে। আর কেবল মুনাফিকই তা থেকে নিশ্চিন্ত থাকে। তাই তাওবা না করে পরস্পর লড়াই (দোষচর্চা ও কাঁদা ছোড়াছুড়ি) করা এবং পাপাচারে লিপ্ত থাকা হতে সতর্ক থাকা চাই। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

‘এবং তাঁরা (মুত্তাকিরা) যা করে ফেলে, জেনেশুনে তার (গুনাহর) পুনরাবৃত্তি করে না।’[৩৯]

---

৩৮. মাজমুউল ফাতাওয়া : ৭/২৭৩। অধ্যায় : ঈমানুল কাবীর। অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করার নির্দেশ।

৩৯. সূরা আলে ইমরান ৩ : ১৩৫

১। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁ বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসিকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরি।'

২। উবাদাহ ইবনু সামিত ﵁ বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ المُسْلِمِينَ فَقَالَ: «إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، التَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالخَمْسِ

'রাসূল ﷺ লায়লাতুল কদ্‌র সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য বের হলেন। তখন দুজন মুসলমান পরস্পর বিবাদ করছিল। তিনি বললেন, আমি তোমাদের লায়লাতুল কদ্‌র সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য বেরিয়েছিলাম; কিন্তু তখন অমুক অমুক বিবাদে লিপ্ত থাকায় তা (নির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান) উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর হয়তো-বা এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। তোমরা তা অনুসন্ধান করো ২৭, ২৯ ও ২৫ তম রাতে।'[৪০]

গ) আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেন,

وَأَمَّا النِّفَاقُ: فَالدَّاءُ الْعُضَالُ الْبَاطِنُ، الَّذِي يَكُونُ الرَّجُلُ مُمْتَلِئًا مِنْهُ، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

'নিফাক হলো এমন এক গোপন ও দুরারোগ্য ব্যাধি, যাতে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেও তা বুঝতে পারে না।'[৪১]

মুখগহ্বরে রোগাক্রান্ত মানুষ যেমন খাবারের স্বাদ অনুভব করতে পারে না। অনুরূপ অন্তরের ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিও ফিতনা ফাসাদকে সংস্কার মনে করে।

---

৪০. পুরো অনুচ্ছেদটি সহীহ বুখারীর ঈমান অধ্যায়ে রয়েছে। এতে থাকা হাদীস দুটির নম্বর যথাক্রমে ৪৮ ও ৪৯।
৪১. মাদারিজুস সালিকীন : ১/৩৫৪। নিফাক অধ্যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ

'আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি কোরো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।'[৪২]

ঘ) ওপরের আয়াতসমূহ এ কথাই প্রমাণ করে যে, মানুষ কখনো কখনো ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করে মনে করে যে সে মীমাংসা করছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (٣٦) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দিই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। শয়তানরাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।'[৪৩]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا

'যাকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়, সে তাকে উত্তম মনে করে।'[৪৪]

ঙ) মুনাফিকের স্বভাবের দিকে ইঙ্গিত করে রাসূল ﷺ বলেন,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি (মিথ্যা বলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও খিয়ানত করা), যদিও সে রোজা পালন করে এবং নামাজ আদায় করে আর মনে করে যে সে মুসলমান।'[৪৫]

---

৪২. সূরা বাকারা ২ : ১১, ১২

৪৩. সূরা যুখরুফ ৪৩ : ৩৬, ৩৭

৪৪. সূরা ফাতির ৩৫ : ৮

৪৫. সহীহ মুসলিম : ৫৯। আবু হুরাইরা ﷺ হতে। অধ্যায় : ঈমান। অনুচ্ছেদ : মুনাফিকের স্বভাব।

অতএব এটা পরিষ্কার যে কিছু মানুষ নিজেদেরকে নামাজ-রোজার কারণে মুসলমান দাবি করে থাকলেও তাদের এ খবর নেই যে তারা নিফাকে আক্রান্ত।

৪. সাহাবায়ে কেরামের নিফাকভীতি

ক) ইমাম বুখারী ﷬ প্রখ্যাত তাবেয়ী ইবনু মুলাইকা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

أَدْرَكْتُ ثَلاَثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ،

'আমি এমন ত্রিশজন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছি যারা প্রত্যেকেই নিজেদের ব্যাপারে নিফাকের ভয় করতেন।'[৪৬]

খ) রাসূল ﷺ-এর গোপন তথ্যের ভান্ডার হুজাইফা ﷺ বলেন,

دُعِيَ عُمَرُ لِجَنَازَةٍ، فَخَرَجَ فِيهَا أَوْ يُرِيدُهَا، فَتَعَلَّقْتُ بِهِ فَقُلْتُ: اجْلِسْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ مِنْ أُولَئِكَ، فَقَالَ: نَشَدْتُكَ بِاللهِ أَنَا مِنْهُمْ؟ قَالَ: لَا، وَلَا أُبَرِّئُ أَحَدًا بَعْدَكَ

'একটি জানাযায় হাযির হওয়ার জন্য ওমর ﷺ-কে ডাকা হয়। তিনি তাতে অংশ নেয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আমি তখন তাঁকে আঁকড়ে ধরে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি বসুন। কেননা, এই মৃত লোকটা ওদের অর্থাৎ মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত। আমার কথা শুনে ওমর ﷺ বললেন, তোমাকে আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি কি তাদের একজন? আমি বললাম, না। অবশ্য আপনার জীবনাবসানের পর আমি আর কাউকে নির্দোষ আখ্যায়িত করব না।'[৪৭]

সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন অবস্থা শুনে আমরা নিশ্চয় জানতে পারছি যে, তারা নিফাককে কী পরিমাণ ভয় পেতেন এবং তা হতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তা বোঝা হয়তো পুরোপুরি সম্ভব না। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন

---

৪৬. সহীহ বুখারী : ১/১৮। ঈমান অধ্যায়ঃ ঈমান। অনুচ্ছেদ : অজ্ঞাতসারে মুমিনের আমল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা।

৪৭. মজমাউজ জাওয়াইদ : ৪২২৫। ইমাম বাজ্জার ﷬-এর সূত্রে বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। অধ্যায় : জানাযা। অনুচ্ছেদ : মুনাফিকের জানাযা পড়তে নিষেধ প্রসঙ্গ।

এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বিচক্ষণ। তাই তাঁরাও এর যথার্থতা আন্দাজ করতে পেরেই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপকভাবে শঙ্কিত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের ঈমানের স্তর অনুযায়ী বিষয়টিকে নিয়ে ভেবেছেন এবং ভয় করেছেন।

তাঁদের সময়কার নিফাকের ক্ষেত্র ও সম্ভাবনা নিয়ে তারা শঙ্কিত ছিলেন। আমাদেরকে আমাদের সময়কার বিষয়গুলো নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তা ছাড়া নিফাকের প্রতি ঘৃণা ও ভয় ঈমান ও ঈমানী বিচক্ষণতা অনুযায়ী বাড়বে বা কমবে।

গ) নিফাকের ব্যাপারে হাসান বসরী ﵀ হতে বর্ণিত আছে যে,

مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلاَ أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ

'নিফাকের ভয় মুমিনই করে থাকে। আর কেবল মুনাফিকই তা থেকে নিশ্চিন্ত থাকে।'[৪৮] অর্থাৎ মুমিন মাত্রই নিফাককে ভয় করে থাকে আর মুনাফিক নিফাকের ভয় হতে নিজেকে মুক্ত ভাবে।

ঘ) তাবেয়ীন উলামায়ে কেরামের বক্তব্য :

মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন ﵀ বলেন, 'কুরআনের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে ভীতিজাগানিয়া আয়াত হলো :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

'আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়।"[৪৯]

আইয়ূব সখতিয়ানী ﵀ বলেন, 'কুরআনের প্রতিটি আয়াতে আমি নিজের জন্য নিফাকের আশঙ্কা অনুভব করি।'

মুআবিয়া বিন কুরাতা ﵀ বলেন, 'উমর ﵁ যেখানে নিফাকের ভয়ে ভীত ছিলেন সেখানে আমি কীভাবে নিরাপদ থাকি?'[৫০]

---

৪৮. সহীহ বুখারী : ১/১৮। অধ্যায় : ঈমান। অনুচ্ছেদ : অজ্ঞাতসারে মুমিনের আমল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা।
৪৯. সূরা বাকারা ২ : ৮
৫০. ফতহুল বারী : ১/১৭৮। গ্রন্থকার : ইবনু রজব হাম্বলী ﵀। অধ্যায় : ঈমান। অনুচ্ছেদ : অজ্ঞাতসারে মুমিনের আমল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা।

মুনাফিকের স্বভাব-চরিত্র তুলে ধরার আগে উপর্যুক্ত চার বিষয়ে আলোচনা করাটা জরুরি ছিল। তাই আলোচনাকে এতদূর টেনে আনতে চেয়েছি।

মুনাফিকদের স্বভাব

০১। দীনের ব্যাপারে সংশয়বাদী হওয়া।

০২। কুরআন-সুন্নাহর বিধান পরিহার করা।

০৩। ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা।

০৪। শক্তিমত্তার বিচারে পক্ষ পরিবর্তন করা।

০৫। মিথ্যা বলা।

০৬। জিহাদ হতে পিছু হটা।

০৭। নিজের জন্য ইবাদাত কষ্টকর মনে হওয়া।

০৮। এমন কাজের প্রশংসা ও কৃতিত্ব চাওয়া যা তারা করে না।

০৯। আনুগত্যের প্রতি মানুষকে নিরুৎসাহিত করা ও উপহাস করা।

১০। আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও দীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কৃত প্রতিশ্রুতির প্রতি সন্দেহ পোষণ করা।

১১। দুনিয়ার প্রতি লোভ ও বিপদাপদে ক্ষোভ প্রকাশ করা।

১২। কাপুরুষতা ও অপমানের জীবন মেনে নেওয়া।

১৩। ক্ষমতাসীনদের তোষামোদ করা।

১৪। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি আদবস্বল্পতা।

১৫। মুমিনগণকে ঘৃণা করা এবং তাদের খ্যাতিতে নাক সিটকানো।

১৬। ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টিতে আগ্রহী হওয়া।

১৭। কুরআনের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব পোষণ করা।

১৮। গুনাহকে সামান্য মনে করা এবং আমলকে কঠিন মনে করা।

১৯। তাওবা করতে অনীহা প্রকাশ করা।

২০। স্বেচ্ছায় ফিতনা ফাসাদে জড়ানো।

২১। ঝগড়া-বিবাদের সময় অন্যায় পথ অবলম্বন করা।

২২। আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা।

২৩। কথাবার্তায় চতুর হওয়া।

২৪। আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যাওয়া।

১

সংশয়বাদ

মুনাফিকমাত্রই আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসূল ﷺ বা ইসলামের যথার্থতা নিয়ে সংশয়ে ভুগে থাকে। বর্তমান যুগের ধর্মনিরপেক্ষবাদের স্লোগান তোলা পণ্ডিতগণ তাদের মতামতের মাধ্যমে মূলত এ ধরনের সংশয়বাদই প্রচার করে চলেছেন। আর এই সংশয়বাদই মুনাফিকের সবচেয়ে ভয়াবহ স্বভাব। কেননা, এটাই নিফাকের মূল শেকড়। আর এটাই অন্যান্য সমস্যাগুলোর কারণ। সামনের আলোচনাতেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

মুনাফিকদের সংশয়বাদী হওয়ার প্রমাণ

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের স্বভাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

'তাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুত তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন।'[৫১]

ইবনে কাসীর রহ. সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর এক জামাআতের পক্ষ হতে আয়াতে উল্লেখিত 'مَرَضٌ' অর্থাৎ 'ব্যাধি' র তাফসীর করেছেন 'সন্দেহ'।[৫২]

আল্লাহ তাআলা মুমিন ও মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্যের প্রাচীর তোলার উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন :

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ
وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

৫১. সূরা বাকারা ২ : ১০

৫২. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ১/৮৯। সূরা বাকারা ২ : ১০ এর ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আনাস বিন মালিক ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. প্রমুখ সাহাবী রা. হতে বর্ণনা করেছেন।

'তারা মুমিনদেরকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশার পেছনে বিভ্রান্ত হয়েছ, অবশেষে আল্লাহর আদেশ পৌঁছেছে। এই সবই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে।'[৫৩]

এখানে 'اِرْتِيَابٌ' বা 'رَيْبٌ' শব্দের অর্থ সন্দেহ প্রকাশ করা। একেই বলে সংশয়বাদ।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

وَثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللهَ رِدَاءَهُ، فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ، وَرَجُلٌ شَكَّ فِي أَمْرِ اللهِ وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ

'তিন ব্যক্তিকে কোনোরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। (সোজা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে) ১। যে ব্যক্তি আল্লাহর চাদর নিয়ে টানাহেঁচড়া করে। আর তাঁর চাদর হচ্ছে অহংকার এবং তাঁর পরিধেয় হচ্ছে তাঁর ইজ্জত। ২। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমের মধ্যে সন্দেহ পোষণ করে। ৩। যে ব্যক্তি আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ হয়।'[৫৪]

এখানে 'তাদেরকে কোনোরূপ জিজ্ঞাসা করা হবে না' বাক্য দ্বারা এটা সুস্পষ্ট যে, তারা ধ্বংস।

---

৫৩. সূরা হাদীদ ৫৭ : ১৪

৫৪. আদাবুল মুফরাদ : ৫৯০। ফুযালা বিন উবাইদ ﷺ হতে। অনুচ্ছেদ : বিদ্রোহ। শুআইব আরনাউত্ব ﷺ-এর মতে সনদ সহীহ। তাখরীজে মুসনাদ : ২৩৯৪৩। অধ্যায় : মুসনাদে ফুযালা বিন উবাইদ আনসারী ﷺ। মুনজিরী ﷺ-এর সূত্রে শাইখ আলবানীর মতেও সহীহ। সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব : ২৯০০।

সংশয়বাদ থেকেই অন্যান্য সমস্যার উৎপত্তি

ক) এই সংশয়বাদের কারণেই তারা শরীয়ত হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ (٤٨) وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (٤٩) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٥٠)

'তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি রোগ আছে? না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে? না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তারাই তো অবিচারকারী?'[৫৫]

খ) জিহাদ হতে পিছু হটে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ

'নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে (জিহাদ হতে) অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে।'[৫৬]

গ) দীনের প্রতি সংশয় থাকায় কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَـكِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

---

৫৫. সূরা নূর ২৪ : ৪৮-৫০

৫৬. সূরা তাওবা ৯ : ৪৫

'যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।'[৫৭]

ঘ) আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতিশ্রুতির প্রতি সন্দিহান হওয়ায় মুনাফিকরা ইবাদাতে অলসতা করে। রাসূল ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ، فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لاَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ بَعْدُ

'মুনাফিকদের জন্য ফজর ও 'ইশার সালাত অপেক্ষা অধিক ভারী সালাত আর নেই। এ দু-সালাতের কী ফযীলাত, তা যদি তারা জানত, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হতো। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন) আমি ইচ্ছে করেছিলাম যে, মুয়াযযিনকে ইকামাত দিতে বলি এবং কাউকে লোকদের ইমামত করতে বলি, আর আমি নিজে একটি আগুনের মশাল নিয়ে গিয়ে অতঃপর যারা সালাতে আসেনি, তাদের ওপর আগুন ধরিয়ে দিই।'[৫৮]

অথচ সংশয়ে পড়ে থাকার দরুন মুনাফিকেরা এত পুণ্যময় একটি কাজে আলসেমি করে থাকে।

ঙ) সংশয়বাদ মুনাফিককে পার্থিব বস্তুবাদের দিকে ঠেলে দেয়।

বস্তুবাদ ও পার্থিব চিন্তাধারার মাধ্যমে তার সংশয়বাদী অন্তরে আল্লাহ তাআলার প্রতি ভরসা ও আস্থা দুর্বল হতে থাকে। নেক আমলের সাওয়াব ও আখিরাতের ভয়াবহ পরিণতির বিশ্বাস দুর্বল হতে শুরু করে। তখন মানুষ তার পার্থিব জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য হালাল-হারামের বাছবিচার করে না। সুদ, ঘুষ আর ধোঁকাবাজির মতো অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে অবলীলায়।

---

৫৭. সূরা মায়েদা ৫ : ৮১

৫৮. সহীহ বুখারী : ৬৫৭। আবু হুরাইরা ؓ হতে। অধ্যায় : আযান। অনুচ্ছেদ : ইশার নামাজ জামাআতে পড়ার ফযীলত।

কথা হলো, মুনাফিক হলে সমস্যা কোথায়?

বর্তমানে আমাদের সমাজের লোকজন ইসলামকে অস্বীকার করা বা নাস্তিকতা নিয়ে পড়ে থাকার মধ্যে খুব দোষের কিছু দেখেন না। এবং একে শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধও মনে করেন না।

অধিকাংশই এই প্রশ্ন ছুড়ে দেন যে, কেউ যদি ইসলাম নিয়ে মাথা খাটিয়ে তাতে আল্লাহর অস্তিত্ব, রাসূল ﷺ-এর নবুওয়াতের বাস্তবতা এবং দীন ইসলামের যথার্থতা উপলব্ধি করতে না পারে। কিন্তু নিজ থেকে সে সৎ ও শুদ্ধ থাকার চেষ্টা করে। তবে সমস্যাটা কোথায়?

এর উত্তর হলো আল্লাহ তাআলা প্রতিটি সুস্থ-সজ্ঞান মানুষকে একটি সুস্থ-সুন্দর বিবেচনাবোধ দান করছেন। এমন উত্তম বিবেচনাবোধ নিয়ে কেউ আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীকে অপছন্দ করতে পারেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসংগত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখো।'[৫৯]

কারও সুস্থ বিবেচনাবোধ এই আয়াতকেও অপছন্দ করতে পারে না :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোনো বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ করো, তখন মীমাংসা করো ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।'[৬০]

---

৫৯. সূরা নাহল ১৬ : ৯০

৬০. সূরা নিসা ৪ : ৫৮

অতএব যে অন্তর দীনের ব্যাপারে পরিতৃপ্ত হতে পারেনি, তা মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর। বুঝতে হবে এর মালিক অবিরত পাপাচারের মাধ্যমে তার অন্তরকে নষ্ট করে ফেলেছে। আঘাতে আঘাতে মানুষ যেমন জ্ঞান হারায় বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে অনুভূতি হারিয়ে ফেলে। ঠিক তেমনি সে তার গুনাহের কারণে ভালোমন্দ পার্থক্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে।

বিখ্যাত আরব কবি আবু তাইয়্যিব আল-মুতানাব্বী বলেছেন,

وَمَنْ يَكُ ذَا فَمٍ مُرٍّ مَرِيضٍ*** يَجِدْ مُرّاً بِهِ المَاءَ الزُّلَالَا

মুখের ভেতর তিক্ত রোগে কী হবে তা জানি,

লাগবে তেতো যতই দাও মিষ্টি মধুর পানি।[৬১]

সুতরাং আল্লাহ তাআলার দীনের মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই। কোনো ত্রুটি নেই এর যৌক্তিকতায়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ فَلِلَّه الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

'আপনি বলে দিন, অতএব, পরিপূর্ণ যুক্তি আল্লাহরই। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে পথপ্রদর্শন করতেন।'[৬২]

আর আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষকে দীনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার যোগ্যতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا

---

৬১. দিওয়ানু মুতানাব্বী : ১৪১।

*কবি আবু তাইয়্যিব আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল মুতানাব্বী আল কিন্দী হিজরি চতুর্থ শতকের একজন আলোচিত-সমালোচিত আরব কবি। ইরাকের কুফায় ৩০৩ হিজরিতে জন্ম নেওয়া প্রতিভাবান এই কবি জীবনের বিচিত্র বাক্‌পথে চলতে চলতে একসময় মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করে বসেন। পরবর্তী সময়ে অবশ্য তিনি তাওবা করে ইসলাম কবুল করেন। তার মেধা ও ধী-শক্তির নানা গল্প শোনা যায়। ৩৫৪ হিজরিতে ৫০ বছর বয়সে ইরাকের নুমানিয়া নামক স্থানে অজ্ঞাত কারণে মারা যান। তার মৃত্যুরহস্য উন্মোচিত হয়নি। তার বিখ্যাত কবিতার বই হলো 'দিওয়ান এ মুতানাব্বী। সূত্র : উইকিপিডিয়া ও শরহু দিওয়ান এ মুতানাব্বী।

৬২. সূরা আনআম ৬ : ১৪৯

غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (١٧٣)

'আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের ব্যাপারে তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলল, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি। আবার না কেয়ামতের দিন বলতে শুরু করো যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। অথবা বলতে শুরু করো যে, অংশীদারত্বের প্রথা তো আমাদের বাপ-দাদারা উদ্ভাবন করেছিল আমাদের পূর্বেই। আর আমরা হলাম তাদের পশ্চাদ্‌বর্তী সন্তান-সন্ততি। তাহলে কি সে কর্মের জন্য আমাদেরকে ধ্বংস করবেন, যা পথভ্রষ্টরা করেছে?'[৬৩]

যে অন্তর আল্লাহ তাআলার দীনের প্রতি বিরূপ ধারণা ও অসন্তোষ প্রকাশ করবে, ত্রুটি তো মূলত তার।

গুনাহের পরিণাম হলো অন্তরের ব্যাধি

অন্তরের ব্যাধি মূলত মানুষের সীমাহীন পাপাচারের ভয়াবহ কুফল। কুরআন ও সুন্নাহতে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

'অতঃপর তোমাদের কী হলো যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দুদল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারণে! তোমরা কি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেন, তুমি তার জন্য কোনো পথ পাবে না।'[৬৪]

---

৬৩. সূরা আরাফ ৭ : ১৭২, ১৭৩
৬৪. সূরা নিসা ৪ : ৮৮

শাশ্বত দীনকে প্রত্যাখ্যান করে বিভ্রান্তি ও কুফরির আঁধারে হুমড়ি খেয়ে পড়ার নেপথ্যে রয়েছে সীমাহীন পাপাচার। আল্লাহ তাআলা বলেন :

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

'এটা এ জন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফির হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বোঝে না।'[৬৫]

অতএব বোঝা গেল যে, কুফরি সবচেয়ে বড় গুনাহ, যা তাদেরকে অন্তরের ব্যাধিতে আক্রান্ত করে তার অনুগামী বানিয়ে ছেড়েছে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

'কেমন করে আল্লাহ এমন জাতিকে হেদায়েত দান করবেন, যারা ঈমান আনার পর এবং রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর কাফির হয়েছে। আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না।'[৬৬]

আল্লাহ তাআলা মানুষের সামনে সত্যকে শুধু যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাই নয়; বরং স্পষ্ট করে দেওয়ার পাশাপাশি মানুষকে তার যাবতীয় সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে সত্যকে গ্রহণ করার সামর্থ্যও দিয়ে দিয়েছেন। এরপরেও যাদেরকে পার্থিব জীবনের মোহ, সচ্ছলতা আর আত্ম-অহংকার অন্ধ বানিয়ে রেখেছে, তারা অন্তরের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে এই বাস্তবতাকে ভুলে বসে আছে। এ কথার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

---

৬৫. সূরা মুনাফিকুন ৬৩ : ৩

৬৬. সূরা আলে ইমরান ৩ : ৮৬

'আমি ঘুরিয়ে দেবো তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে, যেমন তারা এর প্রতি প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্ত ছেড়ে দেবো।'[৬৭]

তাই প্রত্যেকের এমন অন্ধের ভাগ্যবরণ হতে প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকা উচিত যা তার নিকট হতে হক বা সত্যকে উপলব্ধি করার যোগ্যতা ছিনিয়ে নিতে উদ্‌গ্রীব। সতর্ক না হলে গুনাহের বাঁধভাঙা স্রোত তাকে সত্যের পথ ভুলিয়ে দিতে পারে বাকি জীবনের জন্য।

উল্লেখিত আয়াতসমূহ এটাই প্রমাণ করে যে গুনাহই এ সকল অন্তরের ব্যাধির মূল কারণ। আর এই ব্যাধি মানুষকে কোন পথে ঠেলে দেয় তা আল্লাহ তাআলাই বলে দিচ্ছেন :

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

'অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।'[৬৮]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্রে বলেন :

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

'আপনি কি তার প্রতি লক্ষ করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনেশুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথপ্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা করো না?'[৬৯]

---

৬৭. সূরা আনআম ৬ : ১১০
৬৮. সূরা সফ ৬১ : ৫
৬৯. সূরা যাসিয়া ৪৫ : ২৩

তিনি আরও বলেন :

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

'তাদের নির্মিত গৃহটি তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের উদ্রেক করে যাবে, যে পর্যন্ত না তাদের অন্তরগুলো চৌচির হয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।'[৭০]

অর্থাৎ মুনাফিকরা যখন মসজিদে যিরার নির্মাণ করল। তখন থেকেই এই গুনাহ তাদেরকে সংশয়বাদ আর নিফাকের উত্তরাধিকার দিয়ে রেখেছে। তাই প্রতিটি মানুষকেই অন্তরের ব্যাধি বৃদ্ধি পাওয়ার মতো গুনাহগুলো নির্ণয় করে তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। তা না হলে একসময় হয়তো গুনাহগার ব্যক্তি তার গুনাহের কথা ভুলে যাবে। কিন্তু অন্তরের ব্যাধি ও তার মূল কারণগুলো সম্পর্কে সতর্ক না থাকার দরুন সেই গুনাহের প্রভাবে অন্তরে ও সমাজে যে ব্যাধি সৃষ্টি হয়েছে তা রয়ে যাবে।

যেমন মনে করুন কেউ একটি বই লিখল। যে বইতে সে এমন জাতির কথা তুলে ধরল যাদের অনুসরণের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। অথবা ইসলামবিরোধী গোষ্ঠীর প্রশংসা করল। এই বইটি যখন ছাপা হবে। প্রচার হবে। সমাজে এর একটি প্রভাব পড়বে। যদ্দরুন মুসলিম যুবসমাজ বিভ্রান্ত হবে। এখন এই বইয়ের প্রকাশনা ও প্রচারণা যতদিন চলবে, এর প্রভাবও ততদিন বহাল থাকবে। গ্রন্থকার হয়তো একসময় তার দেখানো 'মন্দ পথ'টির কথা ভুলে যাবে। কিংবা মারা যাবে। কিন্তু তার লেখা গ্রন্থ মানুষকে বিভ্রান্ত করেই চলবে। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই নিজের ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত।

রাসূল ﷺ-এর হাদীস দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, গুনাহ মানুষের মাঝে অন্তরের ব্যাধি এবং নিফাক সৃষ্টি করে। রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَأْتِهَا ، ثُمَّ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهَا ، ثُمَّ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ

'যে ব্যক্তি জুমআর আযান শুনে (জুমআয়) এল না। (পরের সপ্তাহে) পুনরায়

---

৭০. সূরা তাওবা ৯ : ১১০

জুমআর আযান শুনে এল না। তারপরে আবারও জুমআর আযান শুনে এল না, আল্লাহ্ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন এবং তার অন্তরকে মুনাফিকের অন্তর বানিয়ে দেন।'[৭১]

এমনিভাবে অন্তরে গুনাহর ফিতনা ছড়িয়ে যাওয়া সম্পর্কে আরও দুটি বিখ্যাত হাদীস রয়েছে। ফিতনা সম্পর্কিত এক দীর্ঘ হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন,

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ، مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ

'চাটাই বুননের মতো এক এক করে ফিতনা মানুষের অন্তরে আসতে থাকে। যে অন্তরে তা গেঁথে যায় তাতে একটি করে কালো দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করবে তাতে একটি উজ্জ্বল দাগ পড়বে। এমনি করে দুটি অন্তর দু-ধরনের হয়ে যায়। একটি সাদা পাথরের ন্যায়; আসমান ও জমিন যতদিন থাকবে ততদিন কোনো ফিতনা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর অপরটি হয়ে যায় উল্টানো সাদা মিশ্রিত কালো কলসির ন্যায়, তার প্রবৃত্তির মধ্যে যা গেছে তা ছাড়া ভালো-মন্দ বলতে সে কিছুই চেনে না।'[৭২]

আরেক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ "كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ"

---

৭১. আত তারগীব ওয়াত তারহীব : ৭৩৫। উমর ইবনুল খাত্তাব ؓ হতে। সনদ সহীহ। অধ্যায় : জুমআ। অনুচ্ছেদ : বিনা অজুহাতে জুমআর নামাজ পরিত্যাগের ব্যাপারে সতর্কতা।

৭২. সহীহ মুসলিম : ১৪৪। হুযাইফা ؓ হতে। সনদ সহীহ। অধ্যায় : ঈমান। অনুচ্ছেদ : ইসলাম অপরিচিত হিসেবে শুরু হয়েছে এবং পুনরায় অপরিচিত হয়ে যাবে। আর তা দুই মসজিদের মাঝে আশ্রয় নেবে।

'বান্দা যখন কোনো গুনাহ করে তখন তার হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে। পরে যখন সে গুনাহ থেকে বিরত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তাওবা করে তখন তার হৃদয় উজ্জ্বল হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি পুনরাবৃত্তি করে তবে কালো দাগ বৃদ্ধি পায়। এমনকি তার হৃদয়ের ওপর তা প্রবল হয়ে ওঠে। এই অবস্থাটিকেই আল্লাহ তাআলা রা'ন (মরচে পড়া) বলে উল্লেখ করেছেন : (كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) - 'কখনো নয়, বরং এদের কৃতকর্মের দরুন এদের হৃদয়ে জং ধরেছে।' (সূরা মুতাফফিফীন ৮৩ : ১৪)।'[৭৩]

এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, প্রবৃত্তির ফিতনা মানুষকে সংকটাপন্ন পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দেয়। গুনাহ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঁচড় কাটতে থাকে। তাই কেউ যেন এ কথা মনে না করে যে, আকণ্ঠ গুনাহে ডুবে থাকলেও তার ঈমান ঠিকই আছে! আর যে ব্যক্তি মনে করে যে, সম্ভাব্য সব অর্থহীন গুনাহে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তার ঈমানের মধ্যে এর খারাপ প্রভাব না পড়া সম্ভব। তার এমন উদ্ভট ধারণা তাকে মারাত্মক এক নতুন আপদে গ্রেফতার করে রেখেছে। এ ধরনের লোকেরা আসলে আল্লাহর দেওয়া ইহকালীন ছাড় ভোগ করছে। যদ্দরুন আপাত দৃষ্টিতে তারা আল্লাহর কৌশল বা ধরপাকড় হতে নিরাপদ বোধ করছে। এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং সতর্ক করে বলছেন :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।'[৭৪]

ফিতনার সবচেয়ে মন্দ দিক হলো আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ এদেরকে নিফাক ও কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

আর আল্লাহর ধরপাকড় হতে নিরাপদ থাকার অর্থ হলো, আপনি গুনাহে লিপ্ত থেকেও এই ভয় করছেন না যে, আল্লাহু আযযা ওয়া জাল্লা দুনিয়া ও আখিরাতে আপনাকে শাস্তি দেবেন। আর এই আশঙ্কাও করছেন না, গুনাহের

---

৭৩. সুনানে তিরমিযি : ৩৩৩৪। আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে। সনদ হাসান সহীহ। অধ্যায় : তাফসীর। অনুচ্ছেদ : সূরা ওয়াইলুল লিল মুতাফফিফীন।

৭৪. সূরা নুর ২৪ : ৬৩

অশুভ পরিণামে আল্লাহ তাআলা আপনার অন্তর্দৃষ্টি কেড়ে নিতে পারেন। অর্থাৎ ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারেন। যেমন : কেউ তাঁর দুচোখ আল্লাহর নির্ধারিত হারাম কাজে লিপ্ত রেখে এই কথা বলে যে, এতে আমার ঈমানের ওপর কোনো খারাপ প্রভাব পড়ে না। অর্থাৎ গুনাহ করলে কী হবে, আমার ঈমান ঠিক আছে। তাদের জন্য আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁-এর বাণী,

الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ

'কবীরা গুনাহ হলো, আল্লাহর সাথে শিরক করা, আল্লাহর ধরপাকড় হতে নিজেকে নিরাপদ মনে করা (নির্ভয় থাকা), আল্লাহর রহমত হতে হতাশ হওয়া এবং তাঁর প্রশস্ততা হতে নিরাশ হওয়া।'[৭৫]

মোদ্দাকথা হলো গুনাহ মানুষের অন্তরে ব্যাধি সৃষ্টি করে। অন্তরের ব্যাধি মানুষকে দীনের ব্যাপারে সংশয়ে ফেলে দেয়। আর সংশয়বাদ মানুষের মাঝে নিফাকের প্রথম বীজ। যা থেকে নিফাকের অন্যান্য আলামতগুলো প্রকাশ পেতে থাকে।

আর বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের বহু জায়গায় ধারাবাহিকভাবে আমরা তার প্রমাণ দেবো ইনশাআল্লাহ।

গুনাহ কীভাবে মানুষের অন্তরে ব্যাধি এবং সংশয় সৃষ্টি করে?

গুনাহগার ব্যক্তি তার অন্তরে তিনবার ঈমানের আহ্বান উপলব্ধি করে থাকে। গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আগে, যখন সে গুনাহের ইচ্ছা করে। গুনাহ করার সময়। এবং গুনাহের পরে কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ বোধ করে। তবে ঈমানের আহ্বান ও বাধা উপেক্ষা করে মানুষ যখন গুনাহ করতে থাকে, তখন তার ঈমান অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। আর এই সুযোগে গুনাহ তার অন্তরে আত্মার ব্যাধি আর সংশয়ের বীজ বুনে দেয়।

---

৭৫. মজমাউজ জাওয়াইদ : ৩৯২। সনদ সহীহ। এ ছাড়াও তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/২৪৪ পৃষ্ঠায় সূরা নিসা ৪ : ৩১ এর ব্যাখ্যায় সহীহ সনদে ভিন্ন মতনে একই বক্তব্য রয়েছে।

যেমন : দেখা যায় যায় যে একজন গুনাহগার ব্যক্তি প্রথম প্রথম গুনাহের দরুন আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো আযাব বা শাস্তি না আসায় আল্লাহ রহমানুর রহীমের দয়া ও অনুগ্রহের প্রশংসা করে থাকে। কিন্তু বারবার গুনাহ করার পরেও যখন আল্লাহ তাকে ছাড় দেন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে কোনো আযাব-গযব আসে না। তখন তার মধ্যে সাওয়াব ও শাস্তির বাস্তবতা ও সত্যতা নিয়ে সংশয় জাগতে শুরু করে।

আপনি কি খেয়াল করে দেখেছেন, যখন শিশুকে তার ভুলের জন্য ধমক দেয়া হয় তখন সে প্রথম প্রথম ভয় পায়। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন সে লক্ষ করে যে, তার বাড়াবাড়ির জন্য শুধু ধমকই দেওয়া হয়। কার্যত কোনো শাস্তি তাকে পেতে হচ্ছে না। তখন তার সাহস বেড়ে যায়। এবং সে ধমকের মধ্যে যেসব শাস্তির কথা বলা হয়, তার প্রতি সন্দিহান হয়ে ওঠে। যার ফলাফলস্বরূপ তার দৌরাত্ম্য বাড়তে থাকে।

রাসূল ﷺ-এর সাথে ইয়াহুদীদের প্রহসনমূলক সালামের হাদীসটি নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে। একজন ইয়াহুদী এসে নিয়মমাফিক সালাম না দিয়ে বলল, 'اَلسَّامُ عَلَيْكَ' যার অর্থ 'আপনার অমঙ্গল হোক'। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়জনের এ রকম বেয়াদবির পরে আম্মাজান আয়িশা رضي الله عنها সমুচিত জবাব দেন।[৭৬]

এ ধরনের বেয়াদবির পরও আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আযাব বা শাস্তি না আসায় তাদের মনে রাসূল ﷺ-এর নবুওয়াত সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হয়। অথচ ঈমান না আনলেও এর আগে তারা তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করত। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ

'আপনি কি ভেবে দেখেননি, যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, সীমালঙ্ঘন এবং

৭৬. মুসনাদে আহমাদ : ২৫০২৯। আয়িশা رضي الله عنها হতে। সনদ সহীহ। অধ্যায় : মুসনাদে আয়িশা رضي الله عنها।

রাসূলের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাঘুষা করে। তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন ভাষায় সালাম করে, যদ্দ্বারা আল্লাহ আপনাকে সালাম করেননি। তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি, তজ্জন্যে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের জন্যে যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। কতই-না নিকৃষ্ট সেই জায়গা।'[৭৭]

অর্থাৎ তারা নিজেরা বলাবলি করত যে, তিনি যদি আসলেই নবী হয়ে থাকেন তবে তার উদ্দেশ্যে এমন বেয়াদবিমূলক কথা বলার পরেও আল্লাহ আমাদের ওপর আযাব পাঠালেন না কেন?

পক্ষান্তরে ইবাদাত ও আনুগত্য মানুষের মাঝে দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি করে

গুনাহ ও গুনাহগারের বিপরীতে একজন অনুগত বান্দা তার ঈমানের ডাকে সাড়া দিয়ে নেক আমলের প্রতি ঝুঁকে যায়। অতঃপর সে তা বাস্তবে আমল করে দেখায়। এবং নেক আমল করতে পারায় নিজেকে ধন্য মনে করে।

আল্লাহু মালিকুত তাওফীক বলেন :

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্যে তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মতো, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়; অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হালকা বর্ষণই যথেষ্ট। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন।'[৭৮]

---

৭৭. সূরা মুজাদালাহ ৫৮ : ৮

৭৮. সূরা বাকারা ২ : ২৬৫

আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় তাদের ঈমানকে মজবুত করে।

তিনি আরও বলেন :

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا

'আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, নিজেদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও কিংবা নিজেদের নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তবে তারা তা করত না; অবশ্য তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন। যদি তারা তা-ই করে যা তাদের উপদেশ দেয়া হয়, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এবং তাদেরকে নিজের ধর্মের ওপর সুদৃঢ় রাখার জন্য তা উত্তম হবে।'[৭৯]

ঈমান ও নিফাক উভয় ক্ষেত্রেই বান্দা আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী। তিনি যার অন্তরে ইচ্ছা ঈমানের নূর দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্তির আঁধারে ছুড়ে ফেলে দেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا

'যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের পথপ্রাপ্তি বৃদ্ধি করেন এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে সাওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ।'[৮০]

আমরা আমাদের কর্মফল অনুযায়ী নিজেদের অন্তরে হিদায়াতের পরশ বা গুমরাহির ঘনঘটা অনুভব করে থাকি। তবে হিদায়াত ও বিভ্রান্তির শুরু এবং শেষ পুরোটাই আল্লাহ তাআলার হাতে।

---

৭৯. সূরা নিসা ৪ : ৬৬

৮০. সূরা মারঈয়াম ১৯ : ৭৬

আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

'তিনি যা করেন, তৎসম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।'[৮১]

গুনাহ এবং সংশয়ের মধ্যে ওতপ্রোত সম্পর্ক বুঝতে পারার পর গুনাহগার ব্যক্তি যখন বলে, 'গুনাহ করার পরও তার অন্তরে পূর্ণ ঈমান রয়েছে'; তখন আমরা সহজেই ধরতে পারি যে, তার এই দাবি একেবারেই অমূলক।

আমি এক সংশয়বাদীকে চিনি। যিনি ভালোমন্দ মিলিয়ে কঠিন ফিতনার গ্যাঁড়াকলে আটকা পড়ে আছেন। তাকে এসব উল্টাসিধা কাজকর্ম ছেড়ে দেওয়ার উপদেশ দিলাম। তিনি আমার উপদেশ উপেক্ষা করে যা জানালেন তা হলো, বর্তমান সমাজে সম্মানজনক জীবনব্যবস্থা সামলে চলতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন; তার জোগান দেওয়ার স্বার্থে হলেও তার পক্ষে চলমান অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। এর অল্পদিন পরেই তিনি ই-মেইল মারফত আমাকে অবহিত করেন যে, তার ঈমান চরম সংকটপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। তিনি নিজেকে খাঁটি মুনাফিক বলে উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। এখন সে সংশয়বাদ নিয়ে রাসূল ﷺ-এর সতর্কবাণীগুলো শুনে শুনে নিজের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছেন।

আপনি কি বেপর্দা ও অঙ্গসজ্জা দেখিয়ে বেড়ানো নারীদের বিষয়টা লক্ষ করেছেন? প্রথম প্রথম তারা নিজেদের গুনাহকে স্বীকার করে এবং এর থেকে ফিরে আসার ব্যাপারে সবার কাছে দুআ চেয়ে থাকে। এর কিছুদিন পরে তারা বলে বেড়ায় যে, হিজাব বা পর্দা আসলে কিছুই না। আর পর্দা না করে আমি কোনো ফরজ ছেড়ে দিচ্ছি না। অর্থাৎ এটা ফরজ বা জরুরি কিছু নয়। এর কিছুদিন পর তারা পর্দাবতী নারীদের নানা দোষত্রুটি খুঁজে বের করে সেসব উল্লেখ করে হিজাব বা পর্দার সমালোচনা শুরু করে। আর নিজেকে তাদের চেয়ে ভালো বলে ঘোষণা দিয়ে বেড়ায়। তার কিছুদিন পর শুরু হয় নতুন কথা। এবার তারা হিজাব ও পর্দা এবং এর বিধানকে অবজ্ঞা করে বলে বেড়ায় যে, 'আপনারা কি আমাদের 'চলমান তাঁবু' বানিয়ে রাখতে চান?'

৮১. সূরা আম্বিয়া ২১ : ২৩

পাঠক, আপনি এই সকল নারীর দীনের বিধানকে অবজ্ঞা করার স্তর পর্যন্ত আসার পর্যায়ক্রম অবস্থাগুলো আবার কল্পনা করে দেখুন। একসময় সে গুনাহকে গুনাহ বলে স্বীকার করে দুআ চাইত। আর এখন সে শরীয়তের হুকুমকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করে তার বিরুদ্ধে কথা বলছে! এ সবই তার গুনাহের মধ্যে ডুবে থাকার কুফল। যা তার অন্তর্দৃষ্টিকে সংশয় ও নিফাকের কালো চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। অতএব বুদ্ধিমান পুরুষ ও বুদ্ধিমতী নারীমাত্রই সাবধান!

যে তার সংশয় দূর করতে চায়

যে ব্যক্তি তার অন্তরের সন্দেহ-সংশয় দূর করতে চায়, তার প্রথম কাজ হলো দুআ করা। কারণ, মানুষের অন্তর আল্লাহ তাআলার দু-আঙুলের মাঝে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তন করতে পারেন। এক হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ

'হে আমার বান্দাগণ, আমি যাকে হিদায়াত দান করি সে ব্যতীত তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। তোমরা আমার কাছে হিদায়াত চাও। আমি তোমাদের হিদায়াত দান করব।'[৮২]

দ্বিতীয় কর্তব্য হলো বিচক্ষণ উলামায়ে কেরামের দ্বারস্থ হওয়া। বিখ্যাত তাবেয়ী আবু যহহাক বিন ফাইরূয আদ-দাইলামী ﵀ বলেন,

وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ، خَشِيتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ دِينِي وَأَمْرِي، فَأَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ: أَبَا الْمُنْذِرِ، إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ، فَخَشِيتُ عَلَى دِينِي وَأَمْرِي، فَحَدِّثْنِي مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ

৮২. সহীহ মুসলিম : ২৫৭৭। আবু যর গিফারী ﵁ হতে। অধ্যায় : সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তা রক্ষা ও শিষ্টাচার। অনুচ্ছেদ : জুলুম হারাম।

‘আমার মনে এই তাকদীর সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ দানা বাঁধে। তাই আমি এই ভেবে শঙ্কিত হই যে, তা আমার দীন ও অন্যান্য কার্যক্রম নষ্ট করে দেয় কি না। তাই আমি উবাই ইবনু কাব ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আবুল মুনযির! আমার মনে এই তাকদীর সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ দানা বেঁধেছে, তাই আমি এই ভেবে শঙ্কিত হই যে, তা আমার দীন ও অন্যান্য কার্যক্রমকে নষ্ট করে দেয় কি না। অতএব এ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। আশা করি আল্লাহ তা দ্বারা আমার উপকার করবেন।’[৮৩]

এখানে লক্ষণীয় বিষয় ইবনু দাইলামী ﷺ নিজের অন্তরে সংশয় দেখা দেওয়ার পর তাকে অন্তরের ক্ষতি করার সুযোগ দেননি। বরং একজন সাহাবীর কাছে ছুটে গিয়েছেন। যেন রাসূল ﷺ-এর অহীর ইলম শুনে নিজের সন্দেহ দূর করতে পারেন।

ঈমানদারের অন্তরে বিভিন্ন ধারণার উদ্রেক হওয়া স্থায়ী সংশয় নয়

এতক্ষণ যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো তা হলো, গুনাহের কারণে দীন ও দীনি বিষয়ে অন্তরে সংশয় সৃষ্টি হওয়া। শয়তানের কুমন্ত্রণা বা ওয়াসওয়াসা এই আলোচনার বিষয় নয়। কেননা, শয়তানের পক্ষ হতে মুমিনের মনে ঢেলে দেওয়া এসব কুমন্ত্রণা আল্লাহ তাআলা দূর করে দেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

‘যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের ওপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।’[৮৪]

---

৮৩. সুনানে ইবনে মাজাহ : ৭৭। সনদ সহীহ। অধ্যায় : ভূমিকা। অনুচ্ছেদ : তাকদীর।

৮৪. সূরা আরাফ ৭ : ২০১

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন :

جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: «وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ

'নবী ﷺ-এর কতিপয় সাহাবী তাঁর সমীপে এসে বললেন, আমাদের অন্তরে এমন কিছু সংশয়ের উদয় হয়, যা আমাদের কেউ মুখে উচ্চারণ করতেও মারাত্মক মনে করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, সত্যিই তোমাদের তা হয়? তারা জবাব দিলেন, জি, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটাই স্পষ্ট ঈমান। (কারণ, ঈমান আছে বলেই সে সম্পর্কে ওয়াসওয়াসা ও সংশয়কে মারাত্মক মনে করা হয়।)'[৮৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُحَدِّثُ نَفْسِي بِالشَّيْءِ، لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ

'রাসূল ﷺ-এর কাছে একজন লোক আগমন করে বলল, আমার মনে কখনো এমন কথার উদয় হয়, যা উচ্চারণ করার চেয়ে আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া আমার কাছে বেশি ভালো মনে হয়। রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি এই বিষয়টিকে নিছক একটি মনের ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।'[৮৬]

৮৫. সহীহ মুসলিম : ১৩২। অধ্যায় : ঈমান। অনুচ্ছেদ : ঈমানের মধ্যে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়া এবং যে তা টের পাবে সে যা বলবে।

৮৬. মুসনাদে আহমাদ : ২০৯৭। সনদ সহীহ। অধ্যায় : মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ।

আরেক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন,

لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ: هَذَا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ

'মানুষের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। একপর্যায়ে এমন প্রশ্নেরও সৃষ্টি হয় যে, এ সৃষ্টিজগৎ তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যার অন্তরে এমন প্রশ্নের উদয় হয়, সে যেন বলে, "আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।"'[৮৭]

উপসংহার

যারা এমন বন্ধুবান্ধবের সাথে চলেন যাদের মন্দভাগ তার দীনের মধ্যে সংশয় তৈরি করে আর উত্তমভাগ হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে; তাদের জন্য ইবনুল জারীর তাবারী ও ইবনুল মুনজির ﵀-এর পক্ষ থেকে একটি হাদীস তুলে ধরলাম। হাদীসটি তারা কাতাদা ﵀ হতে বর্ণনা করেছেন,

وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَضْرِبُ مَثَلًا لِلْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ وَالْكَافِرِ , كَمَثَلِ رَهْطٍ ثَلَاثَةٍ دَفَعُوا إِلَى نَهْرٍ , فَوَقَعَ الْمُؤْمِنُ فَقَطَعَ , ثُمَّ وَقَعَ الْمُنَافِقُ حَتَّى إِذَا كَادَ يَصِلُ إِلَى الْمُؤْمِنِ , نَادَاهُ الْكَافِرُ: أَنْ هَلُمَّ إِلَيَّ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ , وَنَادَاهُ الْمُؤْمِنُ: أَنْ هَلُمَّ إِلَيَّ فَإِنَّ عِنْدِي وَعِنْدِي , يُحْصِي لَهُ مَا عِنْدَهُ. فَمَا زَالَ الْمُنَافِقُ يَتَرَدَّدُ بَيْنَهُمَا حَتَّى أَتَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَغَرَّقَهُ , وَإِنَّ الْمُنَافِقَ لَمْ يَزَلْ فِي شَكٍّ وَشُبْهَةٍ حَتَّى أَتَى عَلَيْهِ الْمَوْتُ وَهُوَ كَذَلِكَ

'আমাদেরকে বলা হয়েছে যে রাসূল ﷺ মুমিন, মুনাফিক ও কাফিরের একটি দৃষ্টান্ত দিতেন। যেমন : তিন ব্যক্তি একটি নদীর তীরে এসে পৌঁছল। মুমিন ব্যক্তি নদীতে নামল এবং অপর তীরে গিয়ে পৌঁছল। এরপর মুনাফিক নদীতে

---

৮৭. সহীহ মুসলিম : ১৩৪। আবু হুরাইরা ﵁ হতে। অধ্যায় : ঈমান। অনুচ্ছেদ : ঈমানের মধ্যে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়া এবং যে তা টের পাবে সে যা বলবে।

নামল এবং মুমিন ব্যক্তির কাছাকাছি পৌঁছে গেল। তখন অপর পার হতে কাফির লোকটি তাকে ডেকে বলল, 'আমার নিকট ফিরে আসো, আমার নিকট ফিরে আসো, আমি তোমার জন্য আশঙ্কা করছি।' অপর তীর থেকে মুমিন তাকে ডেকে বলছিল, 'আমার নিকট আসো, আমার নিকট সুখ-শান্তি আছে।' সে মুমিনের জন্য প্রতিশ্রুত নিআমতের কথা বলে তাকে ডাকছিল। মুনাফিক ব্যক্তি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে লাগল। এমন সময় পানির স্রোত এসে তাকে ডুবিয়ে দিলো। মুনাফিক সব সময়ই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। আর এই অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়।'[৮৮]

কুরআন-সুন্নাহর বিধান পরিহার করা

মূল কারণ : নিফাকের আলামত বা মুনাফিকের স্বভাবগুলোর যে ধারাবাহিক আলোচনা আমরা করছি, তার অন্যতম একটি হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিধিবিধানকে পরিত্যাগ করা। এর মূলে রয়েছে পূর্বে বর্ণিত সংশয়। রয়েছে গুনাহের দরুন অন্তরে বাসা বাঁধা ব্যাধির প্রভাব।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

'তারা কি জাহিলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?'[৮৯]

এভাবেই তাদের বিশ্বাস ক্ষয় হয়। সন্দেহ সৃষ্টি হয়। আর জাহিলী যুগের নিয়মকানুনের প্রতি তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

---

৮৮. তাফসীরে তাবারী : ৭/৬১৬। সূরা নিসার ৪ : ১৪৩ এর ব্যাখ্যায়। তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২/৩৯০। একই আয়াতের ব্যাখ্যায়। তাফসীরে তাবারীর সনদ সহীহ। কাতাদা ﷺ-এর দিকে সনদের ইঙ্গিত থাকলে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ-এর পক্ষ হতে হাদীসটি মুরসাল। উমদাতুত তাফসীর : ১/৫৯১।

৮৯. সূরা মায়েদা ৫ : ৫০

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ (٤٨) وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (٤٩) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٥٠)

'তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি রোগ আছে? না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে? না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তারাই তো অবিচারকারী?'[১০]

বোঝা গেল যে, তাদের এই শরীআহ-বিমুখ চিন্তাভাবনা তাদের মধ্যে থাকা সংশয় ও অন্তরের ব্যাধিরই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

'আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন যেন তারা আপনাকে এমন কোনো নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহের কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান।'[১১]

---

১০. সূরা নুর ২৪ : ৪৮-৫০
১১. সূরা মায়েদা ৫ : ৪৯

এ থেকে স্পষ্ট হলো যে, তাদের এই অন্তরের রোগ তাদের ইতিপূর্বের গুনাহের কুফল ছাড়া আর কিছু নয়।

দীনের ব্যাপারে সংশয় মুনাফিককে পুরোদস্তুর পার্থিব জীবনমুখী ও বস্তুবাদী বানিয়ে দেয়। তখন সে আল্লাহর হুকুম কিংবা আখিরাতমুখী জীবনের মাঝে ভালো কিছু দেখতে পায় না। শয়তান তাকে এই ধোঁকা দেয় যে, খাহিশাত তথা প্রবৃত্তির আনুগত্যে পার্থিব জীবনের যাবতীয় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মুনাফিকরা পৌত্তলিকদের সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলার দীনের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধকে এড়িয়ে যেতে উদ্‌গ্রীব থাকে। শুধু তা-ই নয়; তারা তা এমনভাবে প্রকাশ করে যে, যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের সাথে তাদের কোনো সম্পর্কই নেই। এটা অবশ্যই তাদের মূর্খতার একটি বড় পরিচয়।

তাদের মিথ্যা অজুহাত

আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٦٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا (٦١) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (٦٢)

'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধী বিষয়কে (বিচারের জন্য) শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর নির্দেশের দিকে এসো যা তিনি রাসূলের প্রতি

নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফিকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন বিপদ আরোপিত হয়, তবে তাতে কী হলো! অতঃপর তারা আপনার কাছে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে খেয়ে ফিরে আসবে যে, মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আমাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।'[৯২]

উল্লেখিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল কাসীর রহ. বলেন,

أَيْ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكَ وَيَحْلِفُونَ مَا أَرَدْنَا بِذَهَابِنَا إلى غيرك، وتحاكمنا إلى أعدائك إِلَّا الْإِحْسَانَ وَالتَّوْفِيقَ، أَيِ الْمُدَارَاةَ وَالْمُصَانَعَةَ لَا اعْتِقَادًا مِنَّا صِحَّةَ تِلْكَ الْحُكُومَةِ

'(মুনাফিকের দল বিপদে পড়লে ও রাসূল ﷺ-এর প্রয়োজন দেখা দিলে) তারা আপনার নিকট ফিরে আসে। ফিরে এসে শপথ করে বলে যে, আপনাকে ছেড়ে অন্য কোনো দিকে যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই আমাদের নেই। আর আমরা যে অন্যদের কাছে ভিড়েছিলাম, তার উদ্দেশ্য ছিল শুধুই কল্যাণ আর সম্প্রীতি। অর্থাৎ তাদের মধ্যস্থতা ও বাহ্যিক সম্পর্ক রক্ষা। তাদের প্রতি আমাদের মোটেও আন্তরিকতা নেই।'[৯৩]

এ ধরনের বিষয় নিয়ে মুনাফিকরা প্রায়ই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। তাদের জানা আছে যে, মাথা ও চোখ অর্থাৎ সব বিষয়েই আল্লাহু আহকামুল হাকিমীনের বিধিবিধান রয়েছে। তারপরও তারা কাফিরদের পক্ষ হতে রাজনৈতিক ও দাতব্য সুযোগসুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে মুসলিম রাষ্ট্রে বিদেশি আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করার পক্ষে সাফাই গেয়ে থাকে। আর যেখানে আগেই এসব আইন প্রণয়ন হয়েছে, সেখানে তা বহাল রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যায়।

ইমাম ইবনুত তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন,

فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول

---

৯২. সূরা নিসা ৪ : ৬০-৬২

৯৩. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২/৩০৫। সূরা নিসা ৪ : ৬০-৬২ এর ব্যাখ্যায়।

وإرادة التحاكم إلى غيره مع أن هذا ترك محض وقد يكون سببه قوة الشهوة فكيف بالتنقص والسب ونحوه؟.

'যখন রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদের বিধিবিধান গ্রহণ করার দ্বারা নিফাক প্রমাণিত হয় এবং ঈমান নষ্ট হয়, তাহলে রাসূল ﷺ-এর মর্যাদাহানি ও গালিগালাজ দ্বারা নিফাক হবে না কেন?'[১৪]

এখানে তিনি বলেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান পরিত্যাগ করে, তবে এটাই তার নিফাক বা মুনাফিকির প্রমাণ। চাই সে দীন ইসলামকে সঠিক মনে করুক, প্রবৃত্তিপূজারি না হোক, মিথ্যাবাদী না হোক কিংবা দীনের জন্য কষ্ট-মুজাহাদা করুক।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (٦٣) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (٦٤)

'এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের মনের গোপন বিষয় সম্পর্কেও আল্লাহ তাআলা অবগত। অতএব, আপনি ওদেরকে উপেক্ষা করুন এবং ওদেরকে সদুপদেশ দিয়ে এমন কোনো কথা বলুন যা তাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুত আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। আর সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও যদি তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন—অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত।'[১৫]

---

১৪. আস-সারিমুল মাসলূল আ'লা শাতিমির রাসূল : ১/৩৮।
১৫. সূরা নিসা ৪ : ৬৩, ৬৪

আশ্চর্যের বিষয় হলো কিছু লোক রাসূল ﷺ-এর প্রতি পূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করে তার প্রণীত যুদ্ধ ও শান্তি এবং অর্থনীতি ও অপরাধ-বিষয়ক বিস্তারিত বিধিবিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এতে করে তার শ্রদ্ধা ও ভক্তির আর কী মূল্য রইল? সে তো বরং বিরোধী আর বিদ্রোহী হয়ে গেল!

মুনাফিক আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ অপছন্দ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

'অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনোরকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।'[৯৬]

এখানে আল্লাহ তাআলা ঈমানের জন্য তিনটি শর্ত বেঁধে দিয়েছেন। এর একটিও যদি কেউ ত্যাগ করে তবে তার ঈমান পূর্ণ হবে না। এখানে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন, "فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا" "অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনোরকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।"[৯৭]

সে তার এই ঘৃণা বা অপছন্দ অভিযোগ আকারে প্রকাশ করে থাকে। যেমন কোনো কোনো নারীকে দেখবেন যে, সে একাধিক বিয়ে সম্পর্কে কুরআনের আয়াতের প্রতি অভিযোগের তির ছুড়ে বসে। কুরআনের এই হুকুমটিকে সে বিধান হিসেবে

---

৯৬. সূরা নিসা ৪ : ৬৫
৯৭. সূরা নিসা ৪ : ৬৫

মেনে নিতেই পারে না। সে শুধু তার স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েকে অপছন্দ করে তা নয়; বরং সে একাধিক বিয়ের পুরো হুকুমকেই অপছন্দ করে।[৯৮]

আবার কেউ কেউ দেখবেন বলে যে, 'নারী হিসেবে কি ইসলামে আমার কোনো সম্মান বা মানবিক অবস্থান নেই? অবশ্যই আছে। তাহলে কুরআন কেন বলে যে, "وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ" যার অর্থ "আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং প্রহার করো?"[৯৯]

আবার কেউ বলে যে, 'আমি একজন ডক্টর। উচ্চশিক্ষিতা নারী। কিন্তু শুধু নারী হয়ে জন্মেছি বলে ইসলাম আমার সাক্ষ্যদান ক্ষমতাকে পুরুষের অর্ধেক করে দিয়েছে। এটা কোন ধরনের ইনসাফ ?[১০০]

এ সবই নিফাক। তাদের এসব 'ইসলাম বনাম সভ্যতা ও আধুনিকতা বনাম পশ্চাৎপদ কর্মকাণ্ড' বিতর্কে আমরা ঈমান বিল গায়িব তথা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান দ্বারাই নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি।

মুহাদ্দিসগণ উল্লেখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট বা শানে নুযুল হিসেবে মুনাফিকদের আচার-স্বভাবে থাকা অভ্যাস দুটির (গুনাহের দরুন অন্তরের ব্যাধি ও সংশয়বাদ) কথা উল্লেখ করেছেন।

---

৯৮. সূরা নিসা ৪ : ৩ আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াত ও তার অর্থ নিম্নরূপ :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ

আর যদি তোমরা ভয় করো যে, এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা করো যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সংগত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে, একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।

৯৯. সূরা নিসা ৪ : ৩৪

১০০. সূরা বাকারা ২ : ২৮২ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতের উল্লেখিত অংশ ও অনুবাদ নিম্নরূপ:

وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

দুজন সাক্ষী করো, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে। যদি দুজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা।

অন্তরের ব্যাধিই মুনাফিকের মধ্যে আল্লাহ তাআলার হুকুমের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে। যদ্দরুন সে আল্লাহ তাআলার বিধিবিধানকে পরিত্যাগ করে।

আল্লাহ তাআলা কাফিরদের ব্যাপারে বলেন :

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

'এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। অতএব, আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন।'[১০১]

আর মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ (٢٥) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (٢٦)

'নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্যে তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা তাদেরকে বলে, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করে, আমরা কোনো কোনো ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করব। আল্লাহ তাদের গোপন পরামর্শ অবগত আছেন।'[১০২]

অতএব মুনাফিকের দল যখন আল্লাহর হুকুমের প্রতি অনীহা প্রকাশে কাফিরদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে এবং কাফিরদের প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা দিয়ে বসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের অন্তরে ওহীবিরোধী রোগ বাসা বাঁধতে থাকে।

এর বিপরীতে প্রকৃত মুমিন আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যাবতীয় বিধিবিধানকে অন্তর থেকে ভালোবাসে।

---

১০১. সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ৯

১০২. সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ২৫,২৬

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (٧) فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٨)

'তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন। তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের আবদার মেনে নেন, তবে তোমরাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী। এটা আল্লাহর কৃপা ও নিয়ামত, আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।'[১০৩]

মুনাফিক নিজের পক্ষে থাকা আল্লাহর বিধানকে মেনে নেয়

অনেক সময় দেখবেন মুনাফিকের দল কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তাদের কথার স্বপক্ষে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকে। এই কাজটি তারা তখনই করে থাকে যখন কুরআন ও সুন্নাহর বিধান তাদের পক্ষে যায়। আর এর মাধ্যমেও তারা মূলত আল্লাহ ও তাঁর মুমিন বান্দাদের সাথে ধোঁকাবাজি করতে চায়। যদিও বাস্তবতা হলো এসব ধোঁকাবাজির খেলা সে নিজের সাথেই খেলছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ

---

১০৩. সূরা হুজুরাত ৪৯ : ৭,৮

اللهِ شَيْئًا أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'হে রাসূল, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়; যারা মুখে বলে আমরা মুসলমান, অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় এবং যারা ইয়াহুদী; মিথ্যা বলার জন্যে তারা গুপ্তচরবৃত্তি করে। তারা অন্যদলের গুপ্তচর, যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে। তারা বলে, যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও, তবে কবুল করে নিয়ো এবং যদি এ নির্দেশ না পাও, তবে বিরত থেকো। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্যে আল্লাহর কাছে আপনি কিছু করতে পারবেন না। এরা এমনই যে, আল্লাহ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে বিরাট শাস্তি।'[১০৪]

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাসীর ﷺ বলেছেন,

قَالُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ: تَعَالَوْا حَتَّى نَتَحَاكَمَ إِلَيْهِ، فَإِنْ حَكَمَ بِالْجَلْدِ وَالتَّحْمِيمِ فَخُذُوْا عَنْهُ وَاجْعَلُوهُ حُجَّةً بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللهِ، وَيَكُونُ نَبِيٌّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ قَدْ حَكَمَ بَيْنَكُمْ بِذَلِكَ، وَإِنْ حَكَمَ بِالرَّجْمِ فَلَا تَتَّبِعُوهُ فِي ذَلِكَ.

(ইয়াহুদীদের মধ্যে দুজন নারী-পুরুষ ব্যভিচার করলে বিচারের উদ্দেশ্যে) 'তারা পরস্পর বলাবলি করল যে, 'চলো, আমরা তাঁর (মুহাম্মদ ﷺ) কাছে বিচারের আবেদন করি। তিনি যদি রক্তপণ ও জরিমানা ধার্য করেন, তবে তোমরা তা মেনে নেবে। আর তখন এই রায় তোমাদের মধ্যে এবং আল্লাহ তাআলার মধ্যে একটি প্রমাণ হয়ে থাকবে। কেননা, তোমাদের এই বিচার একজন নবী ﷺ করেছেন। আর যদি তিনি রজম তথা পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন, তবে তোমরা তা মেনো না।'[১০৫]

---

১০৪. সূরা মায়েদা ৫ : ৪১

১০৫. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৩/১০২,১০৩। সূরা মায়েদা ৫ : ৪১ এর ব্যাখ্যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ

'তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না; অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না।'[১০৬]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'হে রাসূল, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়; যারা মুখে বলে আমরা মুসলমান, অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় এবং যারা ইয়াহুদী; মিথ্যা বলার জন্যে তারা গুপ্তচরবৃত্তি করে। তারা অন্যদলের গুপ্তচর, যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে। তারা বলে, যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও, তবে কবুল করে নিয়ো এবং যদি এ নির্দেশ না পাও, তবে বিরত থেকো। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্যে আল্লাহর কাছে আপনি কিছু করতে পারবেন না। এরা এমনই যে, আল্লাহ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে বিরাট শাস্তি।'[১০৭]

দীনের মধ্যে তাদের এমন যাচাই-বাছাই ও পছন্দ-অপছন্দ এসবই অন্তরে ডালপালা মেলা ব্যাধির বহিঃপ্রকাশ।

---

১০৬. সূরা বাকারা ২ : ৯

১০৭. সূরা মায়েদা ৫ : ৪১

আল্লাহ তাআলা বলেন :

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

'এরা মিথ্যা বলার জন্যে গুপ্তচরবৃত্তি করে, হারাম ভক্ষণ করে। অতএব, তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। যদি তাদের থেকে নির্লিপ্ত থাকেন, তবে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে। যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন।'[১০৮]

আর অন্তরের ব্যাধির মূল কারণ হলো ওপরে বর্ণিত গুনাহ। পাপাচার। বাতিলের কথামতো ওঠাবসা আর সুদ-ঘুষ ইত্যাদি হারাম মাল ভক্ষণ।

মুনাফিকদের এই যাচাই-বাছাইয়ের বদ স্বভাব নিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ (٤٨) وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (٤٩)

'তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে।'[১০৯]

মুসলিমবিশ্বের ইসলামপন্থী ক্ষমতাসীনদের দিকে তাকান। তারা বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা সমাধানে গলদ্‌ঘর্ম। কুরআন ও হাদীসকে ব্যানার আর ফেস্টুনের বাহারি স্লোগানে লটকে দিয়ে এর বাস্তবায়নকে তারা হিমাগারে পাঠিয়ে দিয়েছে। ইসলাম ও তার মর্মকথাকে তারা গরিব-দুঃখীর মাঝে ত্রাণ বিতরণ আর দুস্থ মানুষের মুখে খাদ্য তুলে দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। অথচ এই দরিদ্রতা ও অন্নের সংকট তাদের অনাচার আর দুর্নীতির ফসল।

---

১০৮. সূরা মায়েদা ৫ : ৪২

১০৯. সূরা নূর ২৪ : ৪৮-৫০

কিন্তু এর বিপরীতে কুরআন ও হাদীসের দলিল দিয়ে যখন তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও ইয়াহুদ-নাসারার সঙ্গ ত্যাগের আহ্বান জানানো হয়, তখন তারা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে !

সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ ﷺ বলেন, "সেবক বা হুকুমের গোলামের ভূমিকায় থেকে আল্লাহ তাআলার দীন কোনো সংশোধন করতে পারবে না। মানুষের জীবনে দীন ইসলামের ভূমিকা সেবক বা পরিচারকের মতো নয়। দীন এমন ভৃত্য নয়, যে মনিবের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে। আদেশ করলে 'যথাজ্ঞা' বলে পিছিয়ে এসে তা পালন করবে। এবং এক আদেশ পালন করার পর পরবর্তী আদেশে 'জি হুজুর' বলে সাড়া দেয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে। যেমনটা বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় ব্যক্তিদের করতে দেখা যায়!

দীন ইসলাম কিছুতেই হুকুমের গোলাম হতে পারে না। বরং আল্লাহ তাআলার মনোনীত দীন তো আদেশদাতার ভূমিকা পালন করবে। এই দীন হবে অমিত শক্তিধর, নির্দেশ দানকারী এবং অনন্য মর্যাদার অধিকারী। এই দীন সকলকে শাসন করবে। শাসিত হবে না। সকলকে পরিচালনা করবে। পরিচালিত হবে না।"[১১০]

আর ব্যক্তিপর্যায়ে তাকালে দেখবেন যে, কেউ কেউ 'নারীকে শাসন করার' আয়াতকে ক্ষতিকর ভাবছে। কেউ 'দুই, তিন বা চার বিয়ের' আয়াত নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। আবার তার সামনেই যখন আপনি তিলাওয়াত করবেন :

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا

'তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কোরো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বোলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না এবং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলো।'[১১১]

---

১১০. আল মুসতাকবিলু লি হাজাদ-দীন : ৭৬। অধ্যায় : সতর্কবার্তা।

১১১. সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭ : ২৩

তখন একজন মা বা বাবা হিসেবে সে এই আয়াতকে খুব গুরুত্ব দেবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ فَمَا لِهَـؤُلاَءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

'বলে দাও, এ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কী হবে, যারা কখনো কোনো কথা বুঝতে চেষ্টা করে না।'[১১২]

আপনি সেসব সাংস্কৃতিক কর্মী বা শিল্পীদের বিষয়টাই লক্ষ করুন, যারা ইসলামের পরমত সহিষ্ণুতা বা সৌন্দর্য নিয়ে বুলি আওড়ায়। কিন্তু তার বাস্তব বেশভূষা এবং কাজকর্ম সম্পূর্ণ ইসলাম-বিরোধী। নিত্যই সে মানুষকে গুনাহ ও অবাধ্যতার দিকে ডেকে বেড়াচ্ছে!

বিচারব্যবস্থায় বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়ানো নিফাকের অবস্থাই বা দেখুন! 'মুসলিম পার্সোনাল ল' নামে ইসলামী আইনব্যবস্থার কিছু মুলো এরা জনগণের নাকের ডগায় ঝুলিয়ে দিয়ে বলছে যে, আমরা মদীনা সনদে দেশ চালাচ্ছি বা কুরআন-বিরোধী আইন করছি না। অথচ এ সবই তারা নিজেদের স্বার্থে করছে। তা ছাড়া এই আংশিক ইসলাম প্রতিষ্ঠা কিংবা কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা সার্বিকভাবে কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না।

জনৈক মার্কিন ভদ্রলোক একবার আমাকে তাদের গণতন্ত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, 'আমি মনে করি যে, আমাদের জীবনব্যবস্থায় আমাদের ইচ্ছেমতো আল্লাহর বিধান থাকতে পারে। অর্থাৎ আমরা যতটুকু চাই ততটুকুই। এর বেশি না'। "وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ" "তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি"।[১১৩]

একজন উদারপন্থী যখন মার্কিন ভদ্রলোকের কথাটি পড়বেন, তখন তিনি এই ভেবে চমকে উঠবেন যে, আরে! এ তো দেখি আমাদের কথারই সুন্দর বিশ্লেষণ।

এ সকল নিফাক-জাতীয় স্বভাবের কারণেই মানুষ ইসলাম-বিরোধী মতবাদকে সমর্থন করে। গণতন্ত্রের মতবাদকে সমর্থন করে। যেখানে খুবই সীমিত আকারে

---

১১২. সূরা নিসা ৪ : ৭৮

১১৩. সূরা যুমার ৩৯ : ৬৭

তার জন্য কিছু ইসলামী বিধান থাকে। কিন্তু বাকি পুরোটাই ইসলাম-বিরোধী। যেমন : কোনো বিষয়ে আল্লাহ তাআলার পূর্ণ নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে আংশিক বিধিবিধান প্রয়োগ করা। উদাহরণস্বরূপ খ্রিষ্টানদের সাথে বন্ধুত্বের বিষয়টা ভেবে দেখুন।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশকে গুরুত্বহীন মনে করা

অনেক মহিলা আছে যারা দেবরের সাথে পর্দা করে না। বরং দেখা-সাক্ষাৎ করে। এ ব্যাপারে তাদের কিছু বললে তারা বলে, 'ও তো আমার ভাইয়ের মতো'! অথচ আল্লাহ তাআলা দেবরের সাথে সাক্ষাৎ করা তার জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

আবার দেখবেন বিয়েশাদিতে এমন অনেকে পাত্রী দেখতে যায় যাদের জন্য পাত্রী দেখা জায়িজ না। এ ব্যাপারে তাদের কিছু বললে তারা বলে, এটা তো পুরোনো রেওয়াজ বা কালচার ইত্যাদি'!

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ

'তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ করো, তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যে বিষয়ের ওপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে দাওয়াত দেয়, তবুও কি?'[১১৪]

অতএব প্রত্যেকেরই সতর্ক থাকা উচিত। নিজের অজান্তেই আমরা যেন নিফাকে জড়িয়ে না পড়ি। আল্লাহ হিফাজত করুন।

১১৪. সূরা লুকমান ৩১ : ২১

৩

ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও কাফিরদের সাথে সখ্য গড়ে তোলা

নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল করে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের অধিকাংশ স্বভাবের কথাই বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন :

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (٨٠) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ (٨١)

'আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচারী।'[১১৫]

মুজাহিদ ﵀ বলেন, 'তাদের অনেককে বলতে মুনাফিকদের বোঝানো হয়েছে'।[১১৬]

এখানে আয়াতের উদ্দেশ্য যদি ইয়াহুদী বলে মেনে নেয়া হয়, তারপরও সাধারণ বিবেচনা বলে যে ইয়াহুদী বা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষাকারী ব্যক্তির ঈমান বলতে কিছু নেই। আর এটা তো সত্য যে, মুনাফিকমাত্রই তার সংশয় আর অন্তরের ব্যাধির কারণে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে থাকে।

এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ

---

১১৫. সূরা মায়েদা ৫ : ৮০, ৮১

১১৬. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৩/১৪৮। সূরা মায়েদা ৫ : ৮০, ৮১ এর ব্যাখ্যায়।

الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখো, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।'[১১৭]

মুনাফিকের দল যখন আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে ওঠে তখন সে পুরোদস্তুর বস্তুবাদী বনে যায়। আর বস্তুবাদের দৃষ্টিতে যখন দুনিয়াকে দেখে, তখন স্বাভাবিকভাবেই পার্থিব শক্তি-সামর্থ্যের পুরোটাই কাফিরদের দখলে রয়েছে বলে মনে হয়। আর তখন এটাও মনে হয় যে, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষার মধ্যেই ইজ্জত-সম্মান রয়েছে।

অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন :

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٣٨) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (١٣٩)

'সেসব মুনাফিককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধু আল্লাহরই জন্য।'[১১৮]

---

১১৭. সূরা মুজাদালাহ ৫৮ : ২২

১১৮. সূরা নিসা ৪ : ১৩৮

আমরা অবশ্য ইতিপূর্বেই তাদের এসব রোগের মূল কারণ হিসেবে সংশয়বাদের কথা উল্লেখ করেছি।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ

'বস্তুত যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে, আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তাআলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে।'[১১৯]

এই আয়াত প্রমাণ করে, মুনাফিকরা যে কুফফার শক্তির সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করে, এটাও তাদের অন্তরের ব্যাধির ফলাফল।

এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি

ক) উদারপন্থার নামে কুফফার ঘেঁষা মুনাফিকের দল তাদের শরীয়াহ-বিরোধী বন্ধুত্বের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে বলে থাকে যে, তারা যদি কুফরি শক্তির সাথে বন্ধুত্ব বা সখ্য ত্যাগ করে তবে তাদের ওপর বিপদের ঘনঘটা দেখা দেবে। এমন সংকটাপন্ন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে যা কল্পনাতীত। ওপরে উল্লেখিত সূরা মায়েদার মধ্যে যে বলা হয়েছে :

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ

'বস্তুত যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে, আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই।'

১১৯. সূরা মায়েদা ৫ : ৫২

এক বর্ণনামতে এই আয়াতটি মদীনার ইয়াহুদী গোত্র 'বনু কাইনুকার' বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান চলাকালে মুনাফিক সর্দার 'আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই বিন সালূলের' ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। এই সময় সে বলে, "إِنِّي أَخْشَى الدَّوَائِرَ" "আমি সময়ের পরিবর্তনে বিপদের আশঙ্কা করছি"।[১২০]

আরও তাজ্জব বনে যাওয়ার মতো কথা, যা আমি এক পাকিস্তানির মুখে শুনেছি। সে তার দেশের মুনাফিকি আচরণকে সমর্থন করে বলছিল যে, বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ক্রুসেডার তথা কুফফার শক্তির সাথে মৈত্রী রক্ষা করতে না পারলে তার দেশের পারমাণবিক বোমা প্রকল্প হুমকির মুখে পড়ে যাবে!

শুনে যারপরনাই বিস্মিত হলাম! ভেবে দেখুন, মুসলিমবিশ্বের পরমাণু প্রকল্প কী পরিমাণ দুর্বল, কাপুরুষ আর চরিত্রহীনদের হাতে পড়ে রয়েছে!

খ) কুফফার শক্তির সাথে সখ্যের সুবাদে এরা মুমিন ও কাফিরদের মাঝে সন্ধি স্থাপন করে। অতঃপর এর ফায়েদা লুটে নিজেদের মিত্রদের নিয়ে ভোগবিলাসে মত্ত থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

'আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙামা সৃষ্টি কোরো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি।'[১২১]

'আমরা মীমাংসার পথ অবলম্বন করছি' এই কথার ব্যাখ্যায় ইবনুল কাসীর ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

أَيْ إِنَّمَا نُرِيدُ الْإِصْلَاحَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ

'অর্থাৎ আমরা মুমিন এবং আহলুল কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান) এর মাঝে মীমাংসা করতে চাই।'[১২২]

---

১২০. সীরাতে ইবনে হিশাম : ২/৪৯। তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৩/১২২।

১২১. সূরা বাকারা ২ : ১১

১২২. তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/৯২। উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের এই কুফফার ঘেঁষা স্বভাবকে জমিনের বুকে বিশৃঙ্খলার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

অন্য এক আয়াতে মুমিনদের জন্য একে অপরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণের দায়িত্ব বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

'আর যারা কাফির তারা পরস্পর সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না করো, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে।'[১২৩]

মুনাফিক নেতৃবৃন্দ কুফফার শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে

মুনাফিকদের স্বভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

'আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র।'[১২৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ

১২৩. সূরা আনফাল ৮ : ৭৩

১২৪. সূরা বাকারা ২ : ১৪

هَـذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'হে রাসূল, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়; যারা মুখে বলে আমরা মুসলমান, অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় এবং যারা ইয়াহুদী; মিথ্যা বলার জন্যে তারা গুপ্তচরবৃত্তি করে। তারা অন্যদলের গুপ্তচর, যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে। তারা বলে, যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও, তবে কবুল করে নিয়ো এবং যদি এ নির্দেশ না পাও, তবে বিরত থেকো। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্যে আল্লাহর কাছে আপনি কিছু করতে পারবেন না। এরা এমনই যে, আল্লাহ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে বিরাট শাস্তি।'[১২৫]

মুনাফিকের দল যখন তাদের বন্ধু বরং প্রভু শ্রেণির কুফফার ও আহলুল কিতাবের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন তারা মুমিনদের সাথে ধোঁকাবাজির জন্য গর্ব করে থাকে। পাশাপাশি প্রভুদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিত্যনতুন ফন্দি আঁটার শলাপরামর্শ দেয়।

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের মসজিদে যিরার নির্মাণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

'আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে জিদের বশে এবং কুফরির তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ওই লোকের জন্য ঘাঁটিস্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে

---

১২৫. সূরা মায়েদা ৫ : ৪১

যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক।'[১২৬]

অর্থাৎ আবু আমের রাহিবের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোমান সৈন্যদের সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা ও আশ্রয় দেয়ার উদ্দেশ্যে তারা মসজিদে যিরার নির্মাণ করে।[১২৭]

বরং তারা তো তাদের কথিত প্রভুদের কামনার চেয়ে বেশি আনুগত্য দেখিয়ে থাকে। বাতিলের ভৃত্য হয়ে মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি খুঁজে ফিরে এ সকল আত্মমর্যাদাহীন কাপুরুষের দল।

ড. আলী আল করনী বলেন, 'কুফফার শক্তি মুনাফিকের দলকে ভাইরাস হিসেবে ব্যবহার করে মুসলমানদের মাঝে এক ধ্বংসাত্মক মহামারি সৃষ্টি করতে চায়। এই অপকৌশলে তারা মুনাফিকদের নিজেদের মুখপাত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। অথচ মুনাফিকের দল তাদের জিহ্বা, চোখ, কান, হাত, পা, করাত, কুঠার আর হাতুড়িসহ সব হয়ে বসে আছে!

পার্থিব জীবনে তারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা তাদের আখিরাতেও একত্র করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ দোযখের মাঝে মুনাফেক ও কাফিরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।'[১২৮]

দুনিয়াতে তারা যেভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও উপহাসের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছাচ্ছে। অতিসত্বর আখিরাতেও আল্লাহ তাআলা তাদের একত্র করবেন। সেখানে তারা একে অপরকে অভিসম্পাত করবে আর একে অন্যের বিরোধিতা করবে।

---

১২৬. সূরা তাওবা ৯ : ১০৭

১২৭. সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বিস্তারিত রয়েছে তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৪/১৮৪-১৮৬। সূরা তাওবা ৯ : ১০৭ এর ব্যাখ্যায়।

১২৮. সূরা নিসা ৪ : ১৪০

কাফিরদেরকে বন্ধু বানানোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কোরো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না।'[১২৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা কাফিরদের বন্ধু বানিয়ো না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের ওপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলিল কায়েম করে দেবে?'[১৩০]

অন্যত্র তিনি বলেন :

لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ

'মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোনো কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা করো, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।'[১৩১]

---

১২৯. সূরা মায়েদা ৫ : ৫১
১৩০. সূরা নিসা ৪ : ১৪৪
১৩১. সূরা আলে ইমরান ৩ : ২৮

অতএব যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে আল্লাহ তাআলা তার দায়িত্ব হতে মুক্ত ও পবিত্র। আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের এসব অপবিত্র বন্ধুত্ব হতে আলাদা ও সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

মুমিনের মধ্যে দীনের প্রতি যে আন্তরিক ভালোবাসা রয়েছে, তাতে আল্লাহ তাআলা এই উদ্দীপনাও দান করেছেন যে, মুমিনমাত্রই জানে আল্লাহ তাআলা ও দীনের প্রতি ভালোবাসা আর এই দীন নিয়ে ঠাট্টা মশকরাকারীদের প্রতি ভালোবাসা এক অন্তরে জমা হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (৫৭) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ (৫৮)

'হে মুমিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হও।

আর যখন তোমরা নামাজের জন্যে আহ্বান করো, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ, তারা নির্বোধ।'[১৩২]

বরং আল্লাহ তাআলা তো যে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করেছে তার সাথেও বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ কোরো না। তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোনো ত্রুটি করে না। তোমরা কষ্টে থাকো,

---

১৩২. সূরা মায়েদা ৫ : ৫৭, ৫৮

তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরও অনেকগুণ বেশি জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।'[১৩৩]

আর তারা হলো মুনাফিক।

এখন যারা 'আহলে কিতাবদের' 'আমাদের খ্রিষ্টান ভাই' বলে থাকেন তাদের কী হবে? খ্রিষ্টান জাতি তো বাস্তবে আল্লাহ তাআলার শরীকবিহীন একত্ববাদ ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করে থাকে। আর আল্লাহ তাআলা মুমিনকে কখনোই কাফিরের ভাই বানাননি। এমনটা বরং মুনাফিকরাই করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

'আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেননি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফির ভাইদেরকে বলে, তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনো কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।'[১৩৪]

ইদানীং আবার বুদ্ধিজীবী নামের জ্ঞানপাপীদের মাঝে একটি ব্যাপক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে, তারা ক্রুসেডারদের দেশে থাকা মুসলমানদেরকে ইসলাম ও মুসলমান-বিরোধী যুদ্ধে তাদের সেনাবাহিনীতে যোগদানের ফতোয়া দিয়ে বেড়াচ্ছেন। যাতে দেশের প্রতি তার নিঃসন্দেহ ভালোবাসা ও আনুগত্যের প্রমাণ মিলে। এবং তার দেশপ্রেম নিয়ে কোনোপ্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে। রাসূল ﷺ যথার্থ এবং সত্য কথাই বলেছেন,

---

১৩৩. সূরা আলে ইমরান ৩ : ১১৮

১৩৪. সূরা হাশর ৫৯ : ১১

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ

'আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে যেসব বিষয়ের আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভয়ের কারণ হলো এমন মুনাফিক যে জবানের আলিম হয় (যার ইলম তার মুখের ভাষাতেই সীমাবদ্ধ; আমলে নয়)।'[১৩৫]

ইমাম বুখারী ﷺ বর্ণনা করেন,

أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ، فَيَقْتُلُهُ ء أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ فَأَنْزَلَ اللهُ :إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا

(আবুল আসওয়াদ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুর রহমান ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, একদল সৈন্য পাঠানোর জন্যে মদীনাবাসীদের ওপর নির্দেশ দেয়া হলে আমাকেও তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। আমি ইবনু আব্বাস ﷺ-এর মুক্ত গোলাম ইকরামাহ ﷺ-এর সঙ্গে দেখা করলাম এবং তাঁকে এ ব্যাপারে জানালাম। তিনি আমাকে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন, তারপর বললেন,) 'কিছুসংখ্যক মুসলিম মুশরিকদের সঙ্গে থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের দল ভারী করেছিল, তির এসে তাদের কারও ওপর পড়ত এবং তাকে মেরে ফেলত অথবা তাদের কেউ মার খেতো এবং নিহত হতো তখন আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন :

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا

---

১৩৫. মুসনাদে আহমাদ : ১৪৩। উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ হতে। সনদ নির্ভরযোগ্য। শুআইব আরনাউত্ব ﷺ। তাখরীজুল মুসনাদ : ১৪৩।

“যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশ ত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। (সূরা নিসা ৪ : ৯৭)”’[১৩৬]

আল্লামা ইবনুল কাসীর ﷺ বলেন,

فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَامَّةً فِي كُلِّ مَنْ أَقَامَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَيْسَ مُتَمَكِّنًا مِنْ إِقَامَةِ الدِّينِ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُرْتَكِبٌ حَرَامًا بِالْإِجْمَاعِ، وَبِنَصِّ هَذِهِ الْآيَةِ

‘এই আয়াতটি মুশরিক রাষ্ট্রে অবস্থানকারী এমন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে সেখান থেকে হিজরত করতে সক্ষম। সেখানে অবস্থানের দরুন সে দীন কায়িম করতে পারছে না। এমতাবস্থায় সেখানে অবস্থানের কারণে সর্বসম্মতভাবে সে নিজের ওপর জুলুম করছে এবং হারামে লিপ্ত রয়েছে। এই আয়াতই তার অকাট্য প্রমাণ।’[১৩৭]

অতএব এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কুফফার রাষ্ট্রে অবস্থান করার কারণে যাদের দীন-ধর্ম হুমকির মুখে রয়েছে তাদের জন্য নিজের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পরিবারে, অর্থনীতিতে এবং মাতৃভূমিতে দীন কায়িমের লক্ষ্যে হিজরত করা ফরজ। বিশেষ করে মুশরিক বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়ানোর বাধ্যবাধকতা এড়ানোর জন্য হলেও হিজরত করা চাই। যেমনটা বদরের যুদ্ধে হয়েছে।[১৩৮] সেখানে তো নিজেদের ওপর জুলুমের কারণে যারা নিহত হওয়ার হয়েছে।

---

১৩৬. সহীহ বুখারী : ৪৫৯৬। অধ্যায় : তাফসীর। অনুচ্ছেদ : সূরা নিসা ৪ : ৯৭ এর ব্যাখ্যায়।

১৩৭. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২/৩৪৪। সূরা নিসা ৪ : ৯৭ এর ব্যাখ্যায়।

১৩৮. বদরের যুদ্ধে ‘আলী ইবনে উমাইয়া ইবনে খলফ, আবু কায়েস ইবনে ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা, আবুল আস ইবনে মুনাব্বিহ ইবনে হাজ্জাজ এবং হারিস ইবনে জামআ’ প্রমুখ ব্যক্তিগণ কালিমা পড়া সত্ত্বেও হিজরত না করার দরুন বাধ্য হয়ে মুশরিক বাহিনীর সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উপস্থিত হন। তাদের কেউ কেউ মুসলমানদের হাতেই নিহত হন। তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২/৩৪৪। সূরা নিসা ৪ : ৯৭ এর ব্যাখ্যায়।

আর ওইসব জ্ঞানপাপীদের জন্য শত ধিক্কার! যারা মার্কিন মুসলমানদেরকে তাদের সৈন্যদলে যোগ দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই ও আমেরিকা রক্ষায় জীবনদানের ফাতওয়া দিয়ে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

'তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা বিচক্ষণ হৃদয় ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।'[১৩৯]

এই অবস্থায় এসে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ অবস্থানের প্রতি লক্ষ করা উচিত। আমি যদি মনে করি যে, আমি কাফির, মুশরিক আর জালিম অত্যাচারীদের আশ্রয়ে নিরাপদ বোধ করছি। তবে আমাকে এটাও বুঝে নিতে হবে যে, আমি একজন মুনাফিক! আসল ইজ্জত-সম্মান আল্লাহ্ তাআলার কাছে। তিনি বলেন :

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

'তারাই বলে, আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে। শক্তি তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরই; কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।'[১৪০]

এরপরেও যার এই দৃঢ় বিশ্বাস নেই যে, ইজ্জত সম্মান আল্লাহ তাআলার হাতে। কুফফার শক্তির হাতে নয়; সে তো স্পষ্ট মুনাফিক।

শাইখ আলী আল করনী বলেন,

اَلْعِزُّ فِيْ كَنْفِ الْعَزِيْزِ وَمَنْ *** عَبَدَ الْعَبِيْدَ أَذَلَّهُ اللهُ

---

১৩৯. সূরা হাজ্জ ২২ : ৪৬

১৪০. সূরা মুনাফিকুন ৬৩ : ৮

'মান রয়েছে আজীজ রবের ছায়ায়, বান্দা পুঁজে মান খোয়াবে রবের অবহেলায় (সম্মান একমাত্র সম্মানের মালিক আল্লাহর হাতেই রয়েছে। আর যে ব্যক্তি মানুষের গোলামি করে, আল্লাহ তাকে অপদস্থ করেন)।'[১৪১]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (٥٥) وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (٥٦)

তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনবৃন্দ যারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী। [১৪২]

৪

শক্তিমত্তার বিচারে পক্ষ পরিবর্তন করা

মুনাফিকদের নীচু মানসিকতা ও সস্তা চরিত্রের অন্যতম একটা দিক হলো 'শক্তের ভক্ত নরমের যম'। বস্তুবাদী এবং পার্থিব জীবনে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে তারা সব সময়ই অর্থনৈতিক শক্তির প্রতি লালায়িত থাকে। যদি ঘুণাক্ষরেও তারা এটা টের পায় যে তাদের মিত্রদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়, তবে তৎক্ষণাৎ এতদিনের মিত্রদের পিঠ দেখিয়ে সরে যেতে দ্বিধা করে না। আর এই মুখ ফিরিয়ে নেয়াও এমনভাবে নেয়, যেন এদের মাঝে কোনোকালে কোনো সম্পর্কই ছিল না। কেউ যদি মনে করে থাকেন যে, কুফফার শক্তির সাথে মুনাফিকদের এই সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ সূত্রে বাঁধা! তবে তা ভুল। বরং এই সম্পর্কের পুরোটাই দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য। তহবিল সংগ্রহ আর উদরপূর্তি। মুনাফিকের দল আসলে বন্ধুত্বের মর্যাদা, উদারতা, মাহাত্ম্য, গুরুত্ব এবং আন্তরিকতা ইত্যাদির গভীরতাই উপলব্ধি করতে

---

১৪১. দুরূসুন লিশ-শাইখ আলী আল-করনী : ১০/১১।

১৪২. সূরা মায়েদা ৫ : ৫৫, ৫৬

পারে না। আর কেউ যদি এ ব্যাপারে মুনাফিকের দলকে পরামর্শ দিতে চায় তবে তো তার সে চেষ্টার পুরোটাই 'অরণ্যে রোদন'। কোনো কাজেই দেবে না।

স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

'আপনি কি মুনাফিকদের দেখেননি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফির ভাইদেরকে বলে, তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনো কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।'[১৪৩]

এই হলো তাদের বড় বড় প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি। তবে আল্লাহ তাআলা তাদের এসব প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা অন্যত্রে বলেন :

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ

'যদি তারা বহিষ্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর কাফিররা কোনো সাহায্য পাবে না।'[১৪৪]

শুধু কুফফার শক্তির মর্যাদাহানিই মুনাফিকদের এই স্বভাব ও অধঃপতন প্রকাশ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এর কারণ হিসেবে আল্লাহ তাআলা বলেন :

---

১৪৩. সূরা হাশর ৫৯ : ১১

১৪৪. সূরা হাশর ৫৯ : ১২

لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ

'নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।'[১৪৫]

মুনাফিক যখন কাফিরের বন্ধুত্ব গ্রহণ করে তখন যেমন আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধের পরোয়া করে না। তেমনিভাবে যখন সে কাফিরদের সঙ্গ ত্যাগ করে তখনো তা আল্লাহর ভয়ে করে না। বরং মুমিনদের ভয়ে করে থাকে। মোদ্দাকথা হলো মুনাফিক কোনো অবস্থাতেই আল্লাহকে স্মরণ করে না। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে 'নির্বোধ সম্প্রদায়' বলে অভিহিত করেছেন।

মুনাফিকদের এই দল বদলের স্বভাবটি কুফরির চেয়েও মারাত্মক। বনু কুরাইযার যুদ্ধে 'হুয়াই ইবনু আখতাবের' বিষয়টি চিন্তা করে দেখুন। সে বনু কুরাইযাকে এই প্রতিশ্রুতি দিলো যে, তাদের বিপদাপদে পাশে থাকবে। তাদের দুর্গে অবস্থান করবে। কিন্তু যখন বনু কুরাইযার বিরুদ্ধে অভিযান ও তাদেরকে দমনের আয়াত নাযিল হলো। তখন মুনাফিকের দল আর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি।[১৪৬]

মুনাফিকের দল অতিশয় ধূর্ততার সাথে বাতাসের সাথে সাথে নিজেদের পক্ষ পরিবর্তনে বরাবরই সিদ্ধহস্ত। আল্লাহ তাআলা তাদের এই স্বভাব বর্ণনা করে বলেন:

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

---

১৪৫. সূরা হাশর ৫৯ : ১৩

১৪৬. হুয়াই বিন আখতাব (মৃ : ৫ম হি.) মদীনার ইয়াহুদী গোত্র বনু নাজীরের সর্দার। খন্দকের যুদ্ধে ইসলাম-বিরোধী শক্তির পক্ষে সমন্বয়ের ভূমিকার জন্য বিখ্যাত। মদীনা থেকে রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে ইতিপূর্বেই গোত্রটি নির্বাসিত হয়ে খাইবারে অবস্থান করছিল। খন্দক যুদ্ধের সময় মক্কার কুরাইশদের প্ররোচিত করার পাশাপাশি মদীনায় অবস্থানকারী অপর ইয়াহুদী গোত্র 'বনু কুরাইযা'কেও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করতে প্ররোচিত করে। পরে অবশ্য সে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। ৫ম হিজরিতে তাকে হত্যা করা হয়। বিস্তারিত সীরাতে ইবনে হিশাম : ২/২২০। তার মৃত্যুর ঘটনা রয়েছে ২/২৪১ এ।

'যারা তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতীক্ষায় ওত পেতে থাকে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের যদি কোনো বিজয় অর্জিত হয়, তবে তারা বলে, আমরাও কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? পক্ষান্তরে কাফিরদের যদি আংশিক বিজয় হয়, তবে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে ঘিরে রাখিনি এবং মুসলমানদের কবল থেকে রক্ষা করিনি? সুতরাং আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কেয়ামতের দিন মীমাংসা করবেন এবং কিছুতেই আল্লাহ কাফিরদেরকে মুসলমানদের ওপর বিজয় দান করবেন না।'[১৪৭]

মূলকথা মুনাফিকমাত্রই তাকে যে সাহায্য করে তার পাশে দাঁড়ায়। এবার সে যে-ই হোক না কেন?

আমি তো বলি যে, মুনাফিকের উদাহরণ হলো লালা ঝরতে থাকা উন্মাদের মতো। যে হাতে একটি শূন্য থালা নিয়ে সাহায্যের আশায় দাতাগোষ্ঠীর দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়। এই আশায় যে, তারা তার পাত্র পূর্ণ করে দেবে। আপনি যদি তাকে 'আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে জান্নাতে' বা 'দীনী মর্যাদাবোধের' কথা বলেন, তখন সে জড়তাভরা কণ্ঠে মুখ খুলবে (তোতলাবে) আর আপনার দিকে এমনভাবে তাকাবে যেন সে আপনার কথার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারেনি। এরপর আপনার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলবে, 'আমার এই থালা কি তুমি ভরে দেবে?'

রাসূল ﷺ বলেন,

مَثَلُ الْمُنَافِقِ، كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً

'মুনাফিকের উপমা ওই বকরির ন্যায়, যা দুই পালের মাঝে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকে। একবার এ দিকে আবার ওই দিকে।'[১৪৮]

*সুনানে নাসায়ী*র বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে 'لَا تَدْرِي أَيَّهَا تَتْبَعُ' 'সে বুঝতে পারে না, সে কোন দলের সাথে থাকবে'।[১৪৯]

---

১৪৭. সূরা নিসা ৪ : ১৪১

১৪৮. সহীহ মুসলিম : ২৭৮৪। আব্দুল্লাহ ইবনু উমর ؓ হতে। অধ্যায় : মুনাফিকদের স্বভাব ও বিধান

১৪৯. সুনানে নাসায়ী : ৫০৩৭। ইবনু উমর ؓ হতে। অধ্যায় : ঈমান ও এর বিধানাবলি। অনুচ্ছেদ : মুনাফিকের উদাহরণ।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا

'আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে এবং তোমাদের ওপর কোনো বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে যাইনি।'[১৫০]

অর্থাৎ মুনাফিকের দল তাদের এই অবক্ষয়কে হিকমত বা বিচক্ষণতা মনে করে। এমনকি তারা একে আল্লাহর নিআমতও ভেবে থাকে!

পরের আয়াতেই আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا

'পক্ষান্তরে তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো অনুগ্রহ এলে তারা এমনভাবে বলতে শুরু করবে যেন তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে কোনো মিত্রতাই ছিল না। (বলবে) হায়, আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমিও যে সফলতা লাভ করতাম।'[১৫১]

দোদুল্যমান অবস্থায় থাকতে থাকতে যখন তারা দেখে যে, মুমিনদের প্রতি আল্লাহ তাআলার সাহায্য চলে এসেছে। ইজ্জত ও সম্মান শুধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ আর মুমিনদের জন্য। তখন অনুতাপ ও হতাশা প্রকাশ করে। নিজেদের ভুল পথ ও ভ্রান্ত মতের দিকে ছুটে চলা ধ্বংসাত্মক অতীত নিয়ে পরিতাপ করে বেড়ায়। তবে তাদের হাতড়ে বেড়ানো সম্মান নিতান্তই সীমিত। তাই তো আফসোস করে বলে বেড়ায় 'فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا' 'তাহলে আমিও যে সফলতা লাভ করতাম'। অর্থাৎ গনীমতের কিছু মাল, কিছু অর্থ ও সম্পদ লাভ করতাম!

---

১৫০. সূরা নিসা ৪ : ৭২
১৫১. সূরা নিসা ৪ : ৭৩

নাতিদীর্ঘ এই আলোচনার পর আমাদের বুদ্ধিজীবী মহলের উচিত আল্লাহকে ভয় করা। সেই সাথে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর দীনের প্রতি নিবেদন করা উচিত।

মুনাফিকদের ধর্মই হলো দীনের নামে শক্তিশালীর আনুগত্য ও বন্ধুত্ব গ্রহণ করা। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা তাদের এসব কর্মকাণ্ড হতে পবিত্র ও মুক্ত। রাসূল ﷺ ভদ্র ও বিশ্বস্ত লোকদের নেতা। আর মুমিনগণই প্রকৃত সত্যবাদী।

৫

মিথ্যা বলা

নিফাক আর মিথ্যা সমার্থক শব্দ : আপনাকে যদি এক শব্দে মুনাফিকদের স্বভাবচরিত্র তুলে ধরতে বলা হয়, আপনি বলতে পারেন 'মিথ্যাবাদী'।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

'এটা এ জন্য যাতে আল্লাহ, সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার কারণে প্রতিদান দেন এবং ইচ্ছা করলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১৫২]

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকের দলকে সত্যবাদীদের বিপরীত অবস্থানে ছুড়ে দিয়েছেন। তাদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর বিখ্যাত বাণী,

أَرْبَعُ خِلاَلٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا

---

১৫২. সূরা আহযাব ৩৩ : ২৪

'চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে খালিস মুনাফিক বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, আর অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে, প্রতিশ্রুতি দিলে বিশ্বাসঘাতকতা করে, যখন ঝগড়া করে গালাগালি করে। যার মধ্যে এগুলোর কোনো একটি স্বভাব পাওয়া যাবে, তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব পাওয়া গেল, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।'[১৫৩]

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে উল্লেখিত চারটি স্বভাবই মিথ্যার ফসল। প্রথমে তো মিথ্যার কথা বলাই হয়েছে। দ্বিতীয়তে অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করাও একপ্রকার মিথ্যা। তৃতীয়তে বিশ্বাসঘাতকতা একধরনের মিথ্যা। চতুর্থ নম্বরে ঝগড়াঝাঁটির সময় যে গালিগালাজ করা হয়, তার অধিকংশই মিথ্যা হয়ে থাকে। মূল কথা হলো, কথা ও কাজে অমিল পাওয়া গেলেই তা মিথ্যা।

আমরা জানি যে, আল্লাহ তাআলা কথা ও কাজের অমিলকে অপছন্দ করেন। এমনকি তিনি তাঁর পবিত্র কালামে মুমিনগণকে এ ধরনের বদ অভ্যাস এবং মুনাফিকি স্বভাবের ব্যাপারে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)

'মুমিনগণ, তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।'[১৫৪]

বর্তমান সময়ের কী বিপুল পরিমাণ মুসলমানের মধ্যে আমরা এই কথা ও কাজের অমিল দেখতে পাই বলুন! বিপুল পরিমাণ মানুষকে দেখা যায় যে, তারা এমন গর্হিত কাজের নিন্দা করে বেড়াচ্ছেন অথচ তারা নিজেরাই এর মধ্যে ডুবে আছেন!

---

১৫৩. সহীহ বুখারী : ৩১৭৮। আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ হতে। অধ্যায় : জিযিয়া। অনুচ্ছেদ : যারা অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে তাদের গুনাহ।

১৫৪. সূরা সফ ৬১ : ২, ৩

ফিলিস্তিনি কবি ইবরাহীম তূকান বলেন,

كم قلت أمراض البلاد وأنت من أمراضها
والشؤم علتها فهل فتشت عن أعراضها
يا من حملت الفأس تهدمها على أنقاضها
اقعد فما أنت الذي يسعى إلى إنهاضها
وانظر بعينيك الذئاب تعب في أحواضها

আর কতকাল বলবে তুমি দেশটা গেছে পচে?
এই পচনে তুমি কি ভাই খুব গিয়েছ বেঁচে?
এই বিপাকের মূলে যে কী তা কি তুমি জানো?
হতাশা যে খাচ্ছে কুড়ে এই কথা কি মানো?
কুঠার হাতে কে হে তুমি রুদ্রমূর্তি ধরে?
হানছো আঘাত শেকড়ে দেশের কিসের নেশায় পড়ে?
বসেই তুমি ঝিমুচ্ছো যে কিসের অলক্ষণে?
দেশটি যখন চাচ্ছে খানিক সামনে এগিয়ে যেতে!
তাকিয়ে দেখো জায়নগুলো খাটছে কেমনতর,
স্বপ্ন বুঝি দেখেছে তারাই ভীষণ বড়সড়?[১৫৫]

কত মুসলমানকে দেখবেন নিজ দেশের দুর্নীতির নিন্দা করে শত্রুরাষ্ট্রের গুণগান গাইছে। নিজ দেশের শাসকশ্রেণিকে তুলোধুনো করছে। যদি বলেন আপনি এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চান? সাথে সাথে সে এ ধরনের চিন্তাভাবনাকে প্রত্যাখ্যান

১৫৫. কবিতাংশটি ফিলিস্তিনী কবি ইবরাহীম তূকানের 'কাফকাফ দমউকা' কবিতা থেকে নেওয়া। ইবরাহীম তূকান (১৯০৫-১৯৪১) ফিলিস্তিনের নাবলূসে জন্ম নেওয়া বিখ্যাত একজন আরব কবি। দিওয়ানে ইবরাহীম নামে তার কবিতার সংকলন রয়েছে। তিনি মাত্র ৩৬ বছর বয়সে ফিলিস্তিনের আল-কুদসে ইন্তিকাল করেন। তার এই কবিতাটি সহ বিভিন্ন লেখা আরববিশ্বের পাঠ্যপুস্তকে জায়গা করে নিয়েছে। সূত্র : শরহু কাফকাফ দমউকা ও উইকিপিডিয়া।

করবে। নিজের দেশের দুর্নীতি বা শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম তো দূরের কথা, এরা বরং শত্রু ও ক্রুসেডারদের দেশ থেকে আমদানিকৃত সিগারেট ফুঁকে ফুঁকে নিজের দেহের কোষগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যস্ত! আর সিগারেটের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তাদের এসব গালভারী করা স্লোগান বাতাসে মিলিয়ে যায়। বড় বড় কথা বলে বেড়ালেও এরা কখনোই জিহাদ বা সংগ্রামের চিন্তাও করে না। বরং যা বলে বেড়ায় বাস্তবে তার বিপরীত কাজ করে। আল্লাহ তাআলা এ ধরনের মানুষজনকে হিদায়াত দান করুন। তাদের কাজকর্ম শুধরে দিন। আমীন!

মুনাফিক সর্বপ্রথম নিজের সাথে মিথ্যা বলে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

انظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

'দেখো তো, কীভাবে মিথ্যা বলছে নিজেদের বিপক্ষে? এবং যেসব বিষয় তারা আপনার প্রতি মিছেমিছি রচনা করত, তা সবই উধাও হয়ে গেছে।'[১৫৬]

এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী ﵀ বলেন,

وَكَذِبُ الْمُنَافِقِينَ بِاعْتِذَارِهِمْ بِالْبَاطِلِ، وَجَحْدِهِمْ نِفَاقَهُمْ

'আর মুনাফিকদের অজুহাতের কারণ হলো বাতিলের সাথে সঙ্গ দেয়ার ব্যাপারে তাদের মিথ্যাচার এবং তা অস্বীকার করা তাদের নিফাক।'[১৫৭]

মুনাফিক আসলে নিজের বাতিলঘেঁষা অবস্থানের জন্য নিজের মধ্যে নানা অজুহাত তৈরি করে, নিজেকে নিফাক থেকে মুক্ত মনে করে, সত্যের ব্যাপারে নিজেকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখে, অন্যায় অপকর্ম দিয়ে নিজেকে সুসজ্জিত করে, নিজের ভেতরে জেগে ওঠা ঈমানের ডাক অবহেলা করে আর নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে, নিফাকের পথে শান্তি ও সমৃদ্ধি রয়েছে। নিফাককে তো নিফাকই মনে করে না। সে অন্তরকে এমন অসাড় অনুভূতিহীন করে রাখে আর নিজেকে এই প্রবোধ দেয় যে, তার মধ্যে অনেক প্রশংসনীয় গুণাবলি রয়েছে। আর সে ভালো পথেই আছে!

---

১৫৬. সূরা আনআম ৬ : ২৪

১৫৭. তাফসীরে কুরতুবী : ৬/৪০২।

মুনাফিক তার অপকর্মের বৈধতা দিতে মিথ্যা বলে : নিজের সাথে মিথ্যাচারের পরপরই মুনাফিকের আরেক মিথ্যাচারের শিকার হলো মুমিন মুসলমানগণ। মুনাফিকের দৃষ্টিতে মুমিনমাত্রই সাদাসিধা সহজ সরল মানুষ। মুমিনের মধ্যে তার মতো বিচক্ষণতা নেই। তাই সস্তা যুক্তিতর্ক বা প্রতারণার মাধ্যমে মুমিনের সাথে মিথ্যা বলাকে সে জরুরি মনে করে। নিজেকে রক্ষায় তারা মুমিনগণের সাদাসিধে আবেগকে পুঁজি করতে পিছপা হয় না। আর তাই মুনাফিকের দল মুমিনের সাথে মিথ্যা শপথ করতে দ্বিধা করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ।'[১৫৮]

তারা সব ধরনের অপকর্ম আর ভণ্ডামিতে লিপ্ত থাকে। আবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, সে ভালো কাজ ছাড়া মন্দ কিছুই করেনি!

সহজ সরল মুমিন হয়তো কল্পনাও করতে পারে না যে, কেউ মিথ্যা শপথ করতে পারে! সাধারণ মানুষের এই সত্য মনে করার সুযোগে মুনাফিক তার পাপাচারপূর্ণ ভণ্ডামি চালিয়ে যায়।

দেখুন আল্লাহ তাআলা তাদের এহেন নোংরা অপকর্মকে কীভাবে বাতিল করে দিচ্ছেন। তারা যখন আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল খরচে বাধা দেয়, আল্লাহ তাআলা বলেন :

اشْتَرَوْاْ بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

'তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে, অতঃপর লোকদের নিবৃত্ত রাখে তাঁর পথ থেকে, তারা যা করে চলছে, তা অতি নিকৃষ্ট।'[১৫৯]

---

১৫৮. সূরা মুনাফিকুন ৬৩ : ২

১৫৯. সূরা তাওবা ৯ : ৯

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

'তারা তাদের শপথকে ঢাল করে রেখেছে, অতঃপর তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করে। অতএব, তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।'[১৬০]

অতএব বোঝা গেল এসব মিথ্যাবাদীর ঈমান হলো দুনিয়ার জীবনে নিজেকে রক্ষার জন্য ঢালমাত্র। পাশাপাশি নিজের অপকর্মগুলো ঢেকে রাখার পর্দামাত্র। তবে আখিরাতে চিরস্থায়ী জাহান্নামের বিভীষিকা নিশ্চিত।

এবার চলুন জানা যাক, মুনাফিক কীভাবে মিথ্যা দিয়ে নিজের নিফাককে গোপন রাখে।

ক) দীনের ব্যাপারে মুনাফিকের সংশয় : আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

'আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়।'[১৬১]

আরও বলেন :

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

'মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।'[১৬২]

---

১৬০. সূরা মুজাদালাহ ৫৮ : ১৬
১৬১. সূরা বাকারা ২ : ৮
১৬২. সূরা মুনাফিকুন ৬৩ : ১

খ) কুরআন ও সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী বিচারে অস্বীকৃতি : আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٦٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا (٦١) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (٦٢)

'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধী বিষয়কে (বিচারের জন্য) শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর নির্দেশের দিকে এসো যা তিনি রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফিকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন বিপদ আরোপিত হয়, তবে তাতে কী হলো! অতঃপর তারা আপনার কাছে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে খেয়ে ফিরে আসবে যে, মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আমাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।'[১৬৩]

তারা তাগুতের বিধান মেনে নেয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে মিথ্যা শপথের আশ্রয় নেয়।

গ) ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও বিধর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা : আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

---

১৬৩. সূরা নিসা ৪ : ৬০-৬২

‘আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ করেননি, যারা আল্লাহর গযবে নিপতিত সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও দলভুক্ত নয়। তারা জেনেশুনে মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে।’[১৬৪]

ঘ) জিহাদের বিরোধিতা : আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ

‘এবং তাদেরকে যাতে সনাক্ত করা যায় যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদেরকে বলা হলো এসো, আল্লাহর রাহে লড়াই করো কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত করো। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম যে লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সে দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরির কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে। বস্তুত আল্লাহ ভালোভাবে জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে।’[১৬৫]

অন্যত্রে বলেন :

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

‘তারা তোমার সামনে কসম খাবে যাতে তুমি তাদের প্রতি রাজি হয়ে যাও। অতএব, তুমি যদি রাজি হয়ে যাও তাদের প্রতি তবু আল্লাহ তাআলা রাজি হবেন না, এ নাফরমান লোকদের প্রতি।’[১৬৬]

ঙ) আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ-এর সাথে অভদ্র আচরণ করে : আল্লাহ তাআলা বলেন :

---

১৬৪. সূরা মুজাদালাহ ৫৮ : ১৪

১৬৫. সূরা আলে ইমরান ৩ : ১৬৭

১৬৬. সূরা তাওবা ৯ : ৯৬

يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ

'তারা কসম খায় যে, আমরা বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফরি বাক্য এবং মুসলমান হবার পর অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী হয়েছে। আর তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর যা তারা প্রাপ্ত হয়নি। আর এসব তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন নিজের অনুগ্রহের মাধ্যমে। বস্তুত এরা যদি তাওবা করে নেয়, তবে তাদের জন্য মঙ্গল। আর যদি তা না মানে, তবে তাদেরকে আযাব দেবেন আল্লাহ তাআলা, বেদনাদায়ক আযাব দুনিয়া ও আখেরাতে। অতএব, বিশ্বচরাচরে তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী-সমর্থক নেই।'[১৬৭]

মুনাফিকের দল রাসূল ﷺ -কে গালিগালাজ করে এবং নবী হিসেবে অস্বীকৃতি জানায়। পরবর্তী সময় এ বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা পরিষ্কার শপথ করে বলে দেয় যে, তারা এমন কিছুই করেনি!

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي ظِلِّ حُجْرَتِهِ: قَدْ كَادَ يَقْلِصُ عَنْهُ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: يَجِيئُكُمْ رَجُلٌ يَنْظُرُإِلَيْكُمْ بِعَيْنِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَلَا تُكَلِّمُوهُ فَجَاءَ رَجُلٌ أَزْرَقُ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ، فَقَالَ: عَلَامَ تَشْتُمُنِي أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيَكَ بِهِمْ، قَالَ: فَذَهَبَ، فَجَاءَ بِهِمْ، فَجَعَلُوا يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا، وَمَا فَعَلُوا، وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (المجادلة: ١٨)

---

১৬৭. সূরা তাওবা ৯ : ৭৪

‘রাসূল ﷺ নিজের কোনো এক হুজরার (কক্ষ) ছায়ায় বসে ছিলেন। তার পাশে কিছু লোকজনও ছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, ‘তোমাদের নিকট একজন লোক আসবে যে তোমাদের শয়তানের দৃষ্টিতে দেখবে। তোমরা যখন তাকে দেখবে, তার সাথে কোনো কথা বলবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই নীলাভ বর্ণের এক ব্যক্তি এল। রাসূল ﷺ তাকে দেখতেই ডাক দিয়ে বললেন, ‘তুমি আর তোমার সাথিরা আমাকে গালমন্দ করলে কেন? সে বলল, ‘তাদেরকে নিয়ে আসার আগেই আপনার কাছে এ খবর কীভাবে পৌঁছল?’ এই বলে সে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর নিজের সঙ্গীসাথি নিয়ে এল। এসেই তারা শপথ করে বলতে লাগল যে, ‘তারা এমন কিছু বলেনি বা করেনি।’ এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন :

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ

‘যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তারা আল্লাহর সামনে শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে। তারা মনে করবে যে, তারা কিছু সৎপথে আছে। সাবধান, তারাই তো আসল মিথ্যাবাদী। (সূরা মুজাদালাহ ৫৮ : ১৮)’[১৬৮]

হাদীসে উল্লেখিত লোকটির কথা চিন্তা করুন। রাসূল ﷺ-এর সামনে সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও সে কসম কেটে মিথ্যা বলছে। শুধু সে একা নয়, তার সঙ্গীসাথি নিয়ে এসে শপথ করে বলছে যে, তারা গালিগালাজ করেনি! তারা জানে যে, একজনের মিথ্যার চেয়ে দলবদ্ধ মিথ্যায় হয়তো কাজ হবে। তাই পুরো দল চলে এসেছে মিথ্যা শপথ করতে।

রাসূল ﷺ শান্তচিত্তে তাদের এই নিকৃষ্ট প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

---

১৬৮. মুসনাদে আহমাদ : ৩২৭৭। হাইছামী রহ ও শুআইব আরনাউত্ব ﷺ-এর মতে সনদ সহীহ। অধ্যায় : মুসনাদে ইবনে আব্বাস।

কল্পনা করুন যে, রাসূল ﷺ-এর মতো মীমাংসাকারী ব্যক্তির সামনে তাদের যাবতীয় কীর্তিকলাপ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও, তার ভয়ে ভীত হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের কৃতকর্ম নিয়ে শপথ করে মিথ্যা বলতে শুরু করল!

তাদের একজন আসমানের দিকে আঙুল তুলে আল্লাহর কসম খায় তো আরেকজন তাঁর দুহাত ধরে নিজের দিকে সম্প্রসারিত করে নিজের কৃতকর্মকে অস্বীকার করে। তৃতীয়জন আবার নিজের কলুষিত বুকের দিকে ইঙ্গিত করে তার অন্তরে কী আছে সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করার অভিনয় করে। কসম শপথের এই অভিনয় দিয়ে তারা বোঝাতে চায় যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসে এবং তাদেরকে সম্মান করে। অথচ এর পুরোটাই মিথ্যা।

চ) মুমিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে : আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

'আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জিদের বশে এবং কুফরির তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ওই লোকের জন্য ঘাঁটিস্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক।'[১৬৯]

তারা এমনই। ঘৃণ্য মানসিকতা, বিকৃত চাহিদা আর অপকর্মের মাধ্যমে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাই এদের উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

---

১৬৯. সূরা তাওবা ৯ : ১০৭

‘তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর কসম খেয়ে বলে যে, আপনি তাদেরকে আদেশ করলে তারা সবকিছু ছেড়ে বের হবেই। বলুন, তোমরা কসম খেয়ো না। নিয়মানুযায়ী তোমাদের আনুগত্য, তোমরা যা কিছু করো নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে জ্ঞাত।’[১৭০]

মুনাফিকের দল মুমিনদের ভয়ে মিথ্যা বলে। অথচ আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশি ভয় করা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

‘এখন তারা তোমার সামনে আল্লাহর কসম খাবে, যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা করো নিঃসন্দেহে এরা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসাবে তাদের ঠিকানা হলো দোযখ।’[১৭১]

অন্যত্র তিনি বলেন :

يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ

‘তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম খায় যাতে তোমাদের রাজি করতে পারে। অবশ্য তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে, তবে আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলকে রাজি করা অত্যন্ত জরুরি।’[১৭২]

তিনি আরও বলেন :

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِئُواْ إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ

‘মুনাফিকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলমানদের ওপর না এমন কোনো সূরা নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করা হবে। সুতরাং

---

১৭০. সূরা নুর ২৪ : ৫৩
১৭১. সূরা তাওবা ৯ : ৯৫
১৭২. সূরা তাওবা ৯ : ৬২

আপনি বলে দিন, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে থাকো; আল্লাহ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন যার ব্যাপারে তোমরা ভয় করছ।'[১৭৩]

তারা আসলে মানুষজন ছাড়া অন্য কাউকেই ভয় করে না। তাদের মধ্যে এবং আল্লাহ তাআলার মধ্যে যে নীরব নির্জন সাক্ষাতের ব্যাপার রয়েছে তার কোনো পরোয়াই এরা করে না। এসব করে করে তাদের চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। অন্তর্দৃষ্টি হারিয়ে গেছে।

আমরা মহান আল্লাহু রহমানুর রহীমের দরবারে অন্তরের বক্রতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমরা যেন পথভ্রষ্ট না হই। আত্মতৃপ্তিতে ভুগে নিজেদেরকে যেন নিশ্চিত হিদায়াতপ্রাপ্ত বলে মনে না করি। আমীন!

কখনো কখনো মুমিন মুনাফিককে সত্যবাদী মনে করে বসে থাকে :

মুমিন সাধারণত তার পবিত্র মানসিকতা ও আল্লাহু আযযা ও জাল্লার সম্মানের দরুন এ কথা ধারণাও করতে পারে না যে, কেউ আল্লাহর নামে শপথ করে মিথ্যা বলতে পারে! যেমনটা এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ

'আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক।'[১৭৪]

কেউ যখন বলে যে, 'আমি আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষী দিই, আমি তাঁর প্রতি ঈমান রাখি, তাঁর রাসূল ﷺ -কে সত্য বলে মানি এবং তাঁর দীনকে পছন্দ করি'; এর পরে কারও পক্ষে কি এই ধারণা করা সম্ভব যে, লোকটি আল্লাহর দুশমন এবং তাঁর দীনের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী?

---

১৭৩. সূরা তাওবা ৯ : ৬৪
১৭৪. সূরা বাকারা ২ : ২০৪

তার 'আল্লাহ তাআলাকে' মেনে নেয়ার পেছনে মুমিনদের পক্ষ হতে কঠোর পদক্ষেপ থেকে রক্ষা পাওয়ার ভয় কাজ করেছে। এটা কি কেউ জানে? অথচ তার ঠিকই জানা আছে যে তার অন্তর অপবিত্রতা আর নিফাকের কালিমায় কালিমাচ্ছন্ন। অর্থাৎ তার এই ঈমান মূলত আল্লাহ তাআলার প্রতি উপহাসমাত্র। এর জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেন :

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

'বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে।'[১৭৫]

তারা আসলে কেমন তা আল্লাহ তাআলাই বলে দিচ্ছেন :

يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ

'তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী।'[১৭৬]

তাই মুমিন কখনো কখনো মুনাফিকদের কপট অভিনয় বুঝতে না পেরে তাদের মুখের মিষ্টি কথায় খুশি হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ

'আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শুনেন।'[১৭৭]

রাসূল ﷺ-এর কবি হাসসান বিন সাবিত رضي الله عنه বলেন,

لَا بَأْسَ بِالْقَوْمِ مِنْ طَوْلٍ وَمِنْ عَظْمٍ *** جِسْمُ الْبِغَالِ وَأَحْلَامُ الْعَصَافِيرِ

চর্মচোখে ফারাক কিসের দৈর্ঘ্যে কিবা হাড়ে ?
গাধাও যা, চড়ুইও তা ফারাক কর্মভারে।

---

১৭৫. সূরা বাকারা ২ : ১৫
১৭৬. সূরা তাওবা ৯ : ৮
১৭৭. সূরা মুনাফিকুন ৬৩ : ৪

(সাধারণ দৃষ্টিতে মুনাফিক ও মুমিনদের মধ্যে বাহ্যিক কোনো পার্থক্য নেই। দেখতে একই রকম। একই সাথে নামাজ রোজা ইত্যাদি করছেন। কিন্তু পার্থক্য তাদের মানসিকতায়। গাধা বা খচ্চরের মতো দেহ নিয়ে ঘুরলেও মুনাফিকদের মানসিকতা আসলে চড়ুই পাখির চেয়েও ছোট এবং অস্থির) [১৭৮]

অতএব যখন এ সকল লোকের নিফাক এবং কথা ও কাজের অমিল প্রকাশ পেয়ে যায়, তখন আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হলো, আমরা যেন তাদেরকে বিশ্বাস না করি এবং তাদেরকে সত্য মনে না করি। তিনি বলেন :

قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ

'তুমি বলো, ছল কোরো না, আমি কখনো তোমাদের কথা শুনব না; আমাকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন।'[১৭৯]

মুনাফিক কখনোই আল্লাহ তাআলার নাম, মর্যাদা ও তাঁর রাজত্বের নামে কসম খেতে দ্বিধা করে না। আর সে এ কথাও স্বীকার করে না যে, সে আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান রাখে না। তবে তার বাস্তবতা থেকে সবই বোঝা যায়। আর বাস্তবতা মুখের ভাষার চেয়েও বেশি গুরুত্ব রাখে। জনৈক কবি বলেন,

مَنْ يَدَّعِي حُبَّ الْحَبِيْبِ وَلَمْ يَفِدْ مِنْ هَدْيِهِ فَسَفَاهَةً وَهِرَاءً

فَالْحُبُّ أَوَّلُ شَرْطِهِ وَفُرُوْضِهِ إِنْ كَانَ صِدْقًا طَاعَةً وَوِفَاءً

নবীপ্রেমের দাবি করে তাঁর হাদীয়া রুচেনা যার,

তার এ দাবী মিথ্যা নেহাত, মন্দ এবং খুব অসার।

ভালোবাসার শর্ত এবং দাবি কি তার কথা কয়?

সত্য এবং আনুগত্যে, ওয়াদা যদি সত্যি হয়?

(যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ -কে ভালোবাসে বলে দাবি করে, কিন্তু নবীজির সুন্নাত অনুসরণ করে না। তার এ দাবি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। কেননা, ভালোবাসার

---

১৭৮. তাফসীরে রুহুল বয়ান : ৩/৩৫৫। সূরা আনফাল ৮ : ৪৮ এর ব্যাখ্যায়।

১৭৯. সূরা তাওবা ৯ : ৯৪

দাবিতে যে সত্যবাদী, অনুগত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী হয়, তার জন্য প্রথম শর্ত ও কর্তব্য হলো রাসূল ﷺ-এর আদর্শ গ্রহণ করা।)[১৮০]

আমাদের সময়ের মুনাফিকদের দম্ভোক্তি :

মুসলমানদের গৌরব ও মর্যাদাপূর্ণ সময়ে মুনাফিকের দল তাদের মন্দাচার প্রকাশ করেনি। বরং তাদের সব কার্যক্রম ছিল গোপন। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ

'আপনি কি ভেবে দেখেননি, যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, সীমালঙ্ঘন এবং রাসূলের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাঘুষা করে।'[১৮১]

তখনকার দিনের মুনাফিকদের উদাহরণ হলো উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রদের মতো, যাদের নতুন নতুন ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়া ছেলেরা রমজান মাসে শৌচাগারে লুকিয়ে লুকিয়ে ধূমপান করে।

বর্তমানে আমাদের সময়ে এসে কুফফার শক্তির অপচ্ছায়া বহু চেষ্টা ও সাধনার পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুনাফিকের দল এবং তাদের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা এখন আর নিজেদের অপকর্ম গোপন রাখা প্রয়োজন মনে করছে না।

অধিকাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠীর শীর্ষস্থান দখল করে, সার্বভৌমত্ব রক্ষার নামে এরা দীনের বিরুদ্ধে দাম্ভিক আচরণ, শরীয়তের বিধিবিধানকে প্রত্যাখ্যান, কুফফার শক্তির সাথে সখ্য আর জিহাদকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে উঠেপড়ে লেগেছে। এ ছাড়াও মুনাফিকের দল মুসলমানদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ হতে গা বাঁচানোর প্রয়োজনে মিথ্যা বলতে পরোয়া করে না। এ জন্য তারা দীনের প্রতি দরদমাখা কিছু তোষামোদি কথা বলে বেড়ায়। অথচ বাস্তবতা হলো তারা সুস্পষ্ট নিফাকের স্রোতে গা ভাসিয়ে রেখেছে। যা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে পারেন।

---

১৮০. সিলসিলাতু ঈমানিয়াত : ৭/৩। অধ্যায় : রাসূল ﷺ-এর সত্য হওয়ার প্রমাণাদি। অনুচ্ছেদ : রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসার দাবির বাস্তবতা।

১৮১. সূরা মুজাদালাহ ৫৮ : ৮

এ কারণেই মুনাফিকের দল 'সুফী ও সাধক' শ্রেণির লোকদের রাগাতে চায় না। তারা তাদের সাদাসিধা চিন্তা ও নূরানী আবেগকে বিগড়ে দিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনতে চায় না। তাদের দৃষ্টিতে এরা খুবই সহজ সরল। এদের আবেগকে সহজেই পুঁজি বানানো যায়।

মুনাফিকমাত্রই আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে নির্লজ্জ মিথ্যাচারে অভ্যস্ত

মানবতার সবচেয়ে বিস্ময়কর অধঃপতন হলো 'মহামহিম আল্লাহর' মর্যাদাকে সামান্য মনে করা। ব্যাপারটা আমার কোনোভাবেই বুঝে আসে না! বিশেষ করে যখন রোজ হাশরের ময়দানের কথা আলোচনা করি। সেদিন সব রহস্যের পর্দা খুলে যাবে, দৃষ্টি হয়ে যাবে লোহার মতো জড় পদার্থ। গোপন থাকবে না আর কিছুই। মুনাফিকের দল তাদের সন্দেহের বিষয়গুলোর সত্যতা দেখতে পাবে। জানতে পারবে যে, আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট সত্য এক সত্তা। এতকিছুর পরও কি কেউ মিথ্যা বলতে পারে? কিন্তু এতসবের পরেও তারা মিথ্যা বলবে! মিথ্যা কসম খাবে। কিন্তু কাকে ধোঁকা দেয়ার জন্য আজকের মিথ্যাচার? আল্লাহ তাআলাকে ধোঁকা দিতে চায়? আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ

'যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তারা আল্লাহর সামনে শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে। তারা মনে করবে যে, তারা কিছু সৎপথে আছে। সাবধান, তারাই তো আসল মিথ্যাবাদী।'[১৮২]

কত নীচু ও হীন মানসিকতার প্রকাশ! এমন এক সত্তার সামনে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার বিশ্বাস নিয়ে শপথ করে যাবে, যিনি সকল গোপন রহস্যের খবর জানেন!

ইহকালীন জীবনে মাত্রাতিরিক্ত ও নির্বিচার মিথ্যাচারই সেদিন তার এমন দৈন্যদশার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের পূর্বে হাজার হাজার

১৮২. সূরা মুজাদালাহ ৫৮ : ১৮

বছর সে কবরের জগতে থাকবে। তারপরেও হাশরের ময়দানে তার মিথ্যাচারিতা থামবে না। এ সবই পার্থিব জীবনে মিথ্যা কথা ও মিথ্যা শপথে তার সাবলীল অভ্যাস গড়ে তোলার কুফল। দুনিয়ার জীবনে তারা কেমন ছিল তা আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন :

وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

'যখন তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন পরস্পরের সাথে নিভৃতে অবস্থান করে, তখন বলে, পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যা প্রকাশ করেছেন, তা কি তাদের কাছে বলে দিচ্ছ? তাহলে যে তারা এ নিয়ে পালকর্তার সামনে তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তোমরা কি তা উপলব্ধি করো না?'[১৮৩]

ইয়াহুদীদের মধ্য হতে একদল মুনাফিক তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল ﷺ-এর নবুওয়াত ও তাতে বর্ণিত তাঁর প্রশংসার কথা স্বীকার করে নেয়। তখন অন্য একদল ইয়াহুদী এই বলে তাদের গালমন্দ করে যে, 'এসব বোলো না। কেননা, তোমাদের এসব স্বীকারোক্তি হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাআলার সামনে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে মুমিনদের শক্তিশালী প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে।' দ্বিতীয় দলটি রাসূল ﷺ-এর নবুওয়তের বিষয়টি উড়িয়ে দিয়ে প্রথম দলকে বলে 'أَفَلاَ تَعْقِلُونَ' 'তোমরা কি বোঝো না'?

কথাগুলো তারা এমনভাবে বলাবলি করে যেন তাদের এই সংলাপ শোনার মতো কোনো উপাস্য নেই! বা কিয়ামতের দিন তাদের অন্তরে থাকা কথাগুলো তুলে ধরার মতো কেউ নেই! তারা কিয়ামতের দিন দীনের ব্যাপারে মিথ্যাচার ও মুসলমানদের যুক্তিতর্ককে দুর্বল করার ব্যাপারেও চিন্তিত! অথচ এক অবিনশ্বর সত্তা যে সব শোনেন এবং জানেন তাঁর পরোয়া নেই! এই হলো তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার নমুনা! আল্লাহ তাআলা তাদের নির্লজ্জ বোকামির কথা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন :

---

১৮৩. সূরা বাকারা ২ : ৭৬

أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

'তারা কি এতটুকুও জানে না যে, আল্লাহ সেসব বিষয়ও পরিজ্ঞাত যা তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে?'[১৮৪]

তাদের এই নৈতিক অবক্ষয় দীর্ঘমেয়াদি মিথ্যাচারের কুফল। প্রথমে নিজের সাথে প্রতারণা, এরপরে মানুষের সাথে, তারপর পার্থিব জীবনে আল্লাহু আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাহর সাথে এবং সর্বশেষ হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে ! এ সবই চিন্তাচেতনা ও অনুভূতি খুইয়ে বসার পরিণাম। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ

'তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না; অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না।'[১৮৫]

আল্লাহ রহমানুর রহীম আমাদেরকে এ ধরনের নৈতিক অবক্ষয় হতে রক্ষা করুন। আমীন!

দীনের প্রতি সত্যায়ন মানেই আমল করা চাই। আর এর শীর্ষ চূড়া হলো জিহাদ

মানুষ যে যে বিষয়ের দাবি করে তা বাস্তবায়ন করে দেখানোর চেষ্টা করে। কেননা, সত্যবাদী মানুষমাত্রই নিজের দাবি অনুযায়ী কাজ করে থাকেন। বিশেষ করে যখন তাঁর দাবিকৃত বিষয়টিতে জান ও মাল কুরবানী করার ব্যাপার থাকে। যেমন : জিহাদ। এ জন্যই সূরা তাওবাতে দেখবেন আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের সমালোচনা করে তাদের জিহাদবিদ্বেষী মনোভাব বর্ণনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

---

১৮৪. সূরা বাকারা ২ : ৭৭

১৮৫. সূরা বাকারা ২ : ৯

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٩) مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١٢٠)

'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লিবাসীদের উচিত নয় রাসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রাসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এ জন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের মনে ক্রোধের কারণ হয়, আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয় তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয়ে নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না।'[১৮৬]

তাই প্রত্যেক সত্যবাদী মুমিনই তাঁর সত্য ঈমানের প্রভাবে এ ধরনের কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকে। এবং রাসূল ﷺ-এর জন্য কষ্টস্বীকারের পথ থেকে সরে যায় না। রাসূল ﷺ-এর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে দ্বিধা করে না। আর সত্যিকারের মুমিন মনে মনে এ কথাও বলে না যে, 'আমি কি বোকা নাকি? সহায়-সম্পত্তি, আভিজাত্য আর প্রতিভা রেখে যুদ্ধের বিভীষিকায় কেন জীবন খোয়াতে যাচ্ছি?' তাদের অবস্থা হলো : "وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ" "তারা রাসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করে না"।

যদি সত্যিই শরীয়তসম্মত জিহাদ হয়। তবে মুমিন কিছুতেই এ ব্যাপারে নিজেকে সংশয়ে ফেলতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ

---

১৮৬. সূরা তাওবা ৯ : ১১৯, ১২০

اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٤) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٥)

'মরুবাসীরা বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুন, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করোনি; বরং বলো, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনো তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিষ্ফল করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।'[১৮৭]

সুতরাং সততা হলো মুনাফিকদের মিথাচারী স্বভাবের বিপরীতে ঈমানের একটি মহৎ গুণ। যে ঈমানের মধ্যে জিহাদ আর সংশয়বাদ একত্রে থাকতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

'সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে; বরং বড় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর কিয়ামত দিবসের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলের ওপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার।'[১৮৮]

---

১৮৭. সূরা হুজুরাত ৪৯ : ১৪, ১৫
১৮৮. সূরা বাকারা ২ : ১৭৭

এখানে 'যুদ্ধের সময়' বলতে 'মুসলমানদের মাতৃভূমি রক্ষা' তথা জিহাদের কথা বোঝানো হয়েছে। এই আয়াত মিথ্যাবাদী মুনাফিকদের বিপরীতে সংগ্রামী মুসলমানদের সত্যবাদী হওয়ার অকাট্য প্রমাণ। আর সত্যবাদী তো তারাই যারা আয়াতে উল্লেখিত কার্যাবলি বাস্তবে করে থাকেন। তন্মধ্যে অন্যতম একটি হলো জিহাদ। আমরা সবাই জানি এবং লক্ষ করি যে, মুনাফিকের দল জিহাদসহ আয়াতে উল্লেখিত কাজের কোনোটিই করে না। এই আয়াতে উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে দেখলে দেখা যায় যে, ঈমানের বিপরীত হলো সংশয়বাদ। প্রতিশ্রুতি রক্ষার বিপরীত চুক্তিভঙ্গ। ধৈর্যের বিপরীতে অস্থিরতা ও কাপুরুষতা। আর জিহাদের বিপরীত হলো হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকা।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সত্যের মিছিলে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন!

৬

জিহাদ হতে পিছু হটা

মূল কারণ : দীনের ব্যাপারে সংশয়, অন্তরের ব্যাধি এবং পাপাচার।

মুনাফিকের মধ্যে অন্যান্য রোগের মতোই জিহাদবিমুখ মানসিকতার মূল কারণও 'সংশয়বাদ'। আর আমরা ইতিপূর্বেই জেনে এসেছি যে, 'সংশয়বাদের' উৎপত্তিস্থল হলো 'অন্তরের ব্যাধি'। আর গুনাহে ডুবে থাকার পরিণামেই অন্তরের ব্যাধি সৃষ্টি হয়।

গুনাহে লিপ্ত থাকার পরিণাম শুনুন আল্লাহ তাআলার কালামের ভাষায় :

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً

'অতঃপর তোমাদের কী হলো যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দুদল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের

কারণে! তোমরা কি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেন, তুমি তার জন্য কোনো পথ পাবে না।'[১৮৯]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী ﵀ বর্ণনা করেন,

لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ، رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرْقَتَيْنِ: فِرْقَةً تَقُولُ: نُقَاتِلُهُمْ، وَفِرْقَةً تَقُولُ: لاَ نُقَاتِلُهُمْ، فَنَزَلَتْ : «فَمَا لَكُمْ فِي المُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا» (النساء٤: ٨٨) وَقَالَ: «إِنَّهَا طَيْبَةُ، تَنْفِي الذُّنُوبَ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الفِضَّةِ».

উহুদের উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলে যারা তাঁর সঙ্গে বের হয়েছিল, তাদের কিছুসংখ্যক লোক ফিরে এল। নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ তাদের ব্যাপারে দুদলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এরপর বললেন, আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। অপর দল বললেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। এ সময় অবতীর্ণ হয় আয়াতটি, "فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا" "তোমাদের কী হলো যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুদল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন তাদের কৃতকর্মের দরুন"- (সূরা আন নিসা ৪ : ৮৮)। এরপর নবী ﷺ বললেন, এটা পবিত্র স্থান। আগুন যেমন রুপার ময়লা দূর করে, তেমনি মদীনাও গুনাহকে দূর করে দেয়।[১৯০]

মুনাফিকদের জিহাদে যেতে অস্বীকৃতির মূল কারণ ছিল 'গুনাহ'।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

'তোমাদের যে দুটি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল তাদেরই পাপের দরুন।'[১৯১]

---

১৮৯. সূরা নিসা ৪ : ৮৮

১৯০. সহীহ বুখারী : ৪০৫০। জায়িদ ইবনু ছাবিত ﵁ হতে। অধ্যায় : যুদ্ধ। অনুচ্ছেদ : উহুদ যুদ্ধ।

১৯১. সূরা আলে ইমরান ৩ : ১৫৫

অতএব এটা স্পষ্ট পূর্বের গুনাহই মানুষকে জিহাদের সময় আল্লাহ তাআলার দীনের পথে কষ্ট-মুজাহাদা থেকে ফিরিয়ে রাখে।

এবার দেখা যাক অন্তরের ব্যাধি কীভাবে মানুষকে জিহাদবিমুখ করে দেয়

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ (٢٠) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (٢١) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢)

'যারা মমিন, তারা বলে, একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জিহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মতো আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্যে। তাদের আনুগত্য ও মিষ্ট বাক্য জানা আছে। অতএব, জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তবে তাদের জন্যে তা মঙ্গলজনক হবে। ক্ষমতা লাভ করলে, সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তা-বন্ধন ছিন্ন করবে।'[১১২]

অন্তরের ব্যাধি মানুষকে যুদ্ধ-জিহাদের সময় কাপুরুষ বানিয়ে দেয়। আসন্ন পরিস্থিতি জানতেই সে নির্বাক হয়ে পড়ে। চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়, চোখে সর্ষে ফুল দেখতে শুরু করে। এ ছাড়াও গুনাহের দরুন অন্তরে সৃষ্টি হওয়া ব্যাধির আরও কুফল দেখুন। এই ব্যাধির দরুন জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

---

১১২. সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ২০

وَ إِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ (٨٦) رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٨٧)

'আর যখন নাযিল হয় কোনো সূরা যে, তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর ওপর, তাঁর রাসূলের সাথে একাত্ম হয়ে; তখন বিদায় কামনা করে তাদের সামর্থ্যবান লোকেরা এবং বলে আমাদের অব্যাহতি দিন, যাতে আমরা (নিষ্ক্রিয়ভাবে) বসে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পারি। তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরসমূহের ওপর। বস্তুত তারা বোঝে না।'[১৯৩]

জিহাদ পরিত্যাগের সাথে অন্তরের ব্যাধির পারস্পরিক গভীরতা রয়েছে। অন্তরের ব্যাধি মানুষকে জিহাদ হতে হাত-পা গুটিয়ে বসিয়ে রাখে। আবার জিহাদ পরিত্যাগের দরুন তার অন্তরের ব্যাধি বাড়তে থাকে।

দীনের প্রতি সংশয় জিহাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় : আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ

'নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে; সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে।'[১৯৪]

এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। মানুষ এমন কিছুর জন্য কেন কষ্ট করবে, যে ব্যাপারে তার ঈমান বা বিশ্বাস নেই? যদি কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি খুব সহজেই পাওয়া যায়, তবে মুনাফিকদের তাতে কোনো আপত্তি নেই। যেমন, বনী ইসরাঈলের এক মুনাফিকের ঘটনাপ্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে :

---

১৯৩. সূরা তাওবা ৯ : ৮৬, ৮৭
১৯৪. সূরা তাওবা ৯ : ৪৫

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا

'এবং আমি মনে করি না যে, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনো আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট পাব।'[১৯৫]

মুনাফিকের দল মাঝে মাঝে সতর্কতামূলক কিছু কষ্ট-মুজাহাদা বা অর্থ ব্যয় করে থাকে। তাদের কেউ কেউ মনে করে, মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে যদি সত্যিই আল্লাহ, আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি থেকে থাকে। তবে সে যেন সেখানেও মুক্তি পেয়ে যায়। আর যারা মনে করে এসব কিছুই নেই। তারা অর্থসম্পদ ব্যয় করাটাকে আর্থিক দণ্ড মনে করে খুব বেশি ক্ষতির বোঝা ওঠাতে চায় না। আর এ ধরনের চিন্তাচেতনাকে নিজেদের বিচক্ষণতা মনে করে আত্মপ্রসাদে ভোগে।

মুনাফিক নানা অজুহাত দেখিয়ে জিহাদ হতে পিছু হটে থাকে

ক) বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিরুদ্ধে কুফফার শক্তির পদক্ষেপকে লক্ষ করে মুনাফিকের দল বলে বেড়ায় যে, 'এটা তো আসলে ধর্ম হিসেবে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। আপনারা শুধু শুধুই ষড়যন্ত্র তত্ত্ব দাঁড় করাচ্ছেন। সবকিছুতেই শুধু ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্র খুঁজে পান, এটা আসলে আপনাদের খুঁতখুঁতে মানসিক দীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পাঠক, শুনতে খুবই ভালো লাগে। কিন্তু জেনে রাখুন। বদরের যুদ্ধের দিন মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা এমনই বলেছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (١٦٦) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (١٦٧)

---

১৯৫. সূরা কাহফ ১৮ : ৩৬

‘আর যেদিন দুদল সৈন্যের মোকাবেলা হয়েছে, সেদিন তোমাদের ওপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছে এবং তা এ জন্য যে, তাতে ঈমানদারদিগকে জানা যায়। এবং তাদেরকে যাতে শনাক্ত করা যায় যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদেরকে বলা হলো এসো, আল্লাহর রাহে লড়াই করো কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত করো। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম যে লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সেদিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরির কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে। বস্তত আল্লাহ ভালোভাবে জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে।’[১৯৬]

এই আয়াতের ব্যাখায় মুজাহিদ ﵀ বলেন,

يَعْنُونَ لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَلْقَوْنَ حَرْبًا لَجِئْنَاكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَلْقَوْنَ قِتَالًا

‘অর্থাৎ তারা এ কথা বলে যে, ‘আমরা যদি জানতাম যে, তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে আসতাম। আমরা তো ভেবেছিলাম যে, তোমরা যুদ্ধে জড়াবে না’।’[১৯৭]

এ জন্য প্রায়ই দেখবেন মুনাফিকের দল ইসলামকে সমর্থনের নামে যুদ্ধ-জিহাদ নিয়ে কটূক্তি করে । বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিরুদ্ধে চলা আগ্রাসনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে উম্মাহকে জিহাদবিমুখ করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। তারা জোর গলায় দাবি করে যে, যুদ্ধের নামে এ সবই আসলে অর্থনীতির মারপ্যাঁচ কিংবা কোনো চরমপন্থী গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট লক্ষ্য হাসিলের উপলক্ষ মাত্র! এর সাথে ইসলামের মৌলিক কোনো সম্পর্ক নেই!

খ) কখনো কখনো তারা প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির অজুহাত দেখিয়ে জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের এই অজুহাত খুবই হাস্যকর! তারা চায় সুষ্ঠ-সুন্দর ও অনুকূল পরিবেশ তৈরির আগ পর্যন্ত জিহাদ স্থগিত বা বিলম্বিত হোক। যেন জিহাদের পথে যাত্রা বনভোজনের মতো মনে হয়!

---

১৯৬. সূরা আলে-ইমরান ৩ : ১৬৬, ১৬৭

১৯৭. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২/১৪০। আলে-ইমরান ৩ : ১৬৫-১৬৯ এর ব্যাখায়।

তাদের এই রোগ আল্লাহ তাআলা প্রকাশ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন :

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

'পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে; আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হোয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাদের বিবেচনাশক্তি থাকত।'[১৯৮]

আল্লাহ তাআলা এক আয়াত দিয়ে তাদের এমন আবদার ও অজুহাত ফিরিয়ে দিয়েছেন। এমন ভাষায় ফিরিয়ে দিয়েছেন, যা অস্তিত্বকে নাড়া দেয় এবং চামড়া কুঁচকে দেয়। মালিকুল হাকীমের গুরুগম্ভীর ঘোষণা "বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাদের বিবেচনাশক্তি থাকত"।

তাদেরকে নিজের পাশে রেখে কল্পনা করে দেখুন। একদল লোক মুসলমানদের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে এই বলে যুদ্ধে যেতে নিরুৎসাহিত করছে যে, "لَا تَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ" "এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হোয়ো না"!

ঘুরে ঘুরে মলিন চেহারার লোকগুলো সব একই কথা বলছে। এতকিছুর পরও মুমিনগণ জিহাদের উদ্দেশ্যে ধুলো উড়িয়ে তাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। তখন তাদের চেহারায় বাঁকা হাসির রেখা ফুটে ওঠে। নির্বোধ অজুহাত দিয়ে বেঁচে যাওয়ার আত্মতৃপ্তি! আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيراً جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

'অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশি কাঁদবে।'[১৯৯]

---

১৯৮. সূরা তাওবা ৯ : ৮১

১৯৯. সূরা তাওবা ৯ : ৮২

সত্যিই অনেক বেশি কাঁদবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِ الْمِرْجَلُ، مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابً

জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা আযাব ওই ব্যক্তির হবে, যার দুটি জুতার ফিতা হবে আগুনের। ফলে তার দহনে (চুলার ওপরে রাখা) পাতিলের ন্যায় তার মগজ উথলাতে থাকবে। আর তার অনুভব হবে যে, সে বুঝি সর্বাপেক্ষা বেশি শাস্তি ভোগ করছে; অথচ এটি হচ্ছে সবচেয়ে হালকা আযাব। [২০০]

সবচেয়ে হালকা আযাবের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরে থাকা মুনাফিকের সেদিন কী অবস্থা হবে? সেদিন তারা তাদের পরিণাম দেখে মোটেও খুশি হতে পারবে না! সেদিন মুমিন–মুজাহিদগণ তাদের কাছে গিয়ে হাসতে হাসতে বলবে, 'হ্যাঁ, তোমরাই তো বলেছিলে 'এই গরমের মধ্যে (আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য) বের হোয়ো না'! এখন সেই গরম তো তোমাদেরকেই গ্রাস করে রেখেছে!'

লক্ষ করুন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন "فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ" অর্থাৎ "পিছনে রয়ে যাওয়া লোকেরা আনন্দিত"। এখানেই মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য। মুমিন হয়তো কখনো কখনো নিজের প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়ে গুনাহের কাজ করে বসে। কিন্তু যখনই তার বোধোদয় ঘটে। ভুল বুঝতে পেরে সে নিজের ভুলের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। যেমন তাবুকের যুদ্ধে কাব বিন মালিক ﵁ সহ আরও দুজন সাহাবীর অনুপস্থিতির ঘটনা।[২০১]

---

২০০. সহীহ মুসলিম : ২১৩। নুমান বিন বাশীর ﵁ হতে। অধ্যায় : ঈমান। অনুচ্ছেদ : জাহান্নামে সবচেয়ে হালকা শাস্তি।

২০১. ৯ম হিজরির রজব মাসে সংঘটিত 'তাবুক অভিযান' ছিল রাসূল ﷺ-এর সশরীরে উপস্থিত থাকা শেষ অভিযান। দুই মাসের এই অভিযান নিয়ে মুনাফিকের দল নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তবে কোনোরকম নিফাক ও সংশয় ছাড়াই তিনজন সাহাবী এই অভিযানে যাই যাচ্ছি করে আর যেতে পারেননি। তারা হলেন কাব বিন মালিক, মুরারাহ ইবনুর রাবী এবং হিলাল বিন উমাইয়া ﵃। অভিযান থেকে ফিরে এসে রাসূল ﷺ তাদের অজুহাত জানেন। তাদের সাথে সবার প্রায় ৫০ দিন কথোপকথন বন্ধ থাকে। একসময় আল্লাহ তাআলা তাদের তাওবা কবুল ফরমান। বিস্তারিত, সীরাতে ইবনে হিশাম : ২/৫৩২-৫৩৭।

গ) কখনো কখনো মুনাফিকের দল এই অজুহাত দাঁড় করায় যে, সময়টা জিহাদের জন্য যথোপযুক্ত নয়। তার পার্থিব উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সামনে জিহাদের বাধার দেয়ালকে সে অত্যন্ত অপছন্দ করে। সে মনে করে তার মতো একজন মানবিক, বিচক্ষণ ও প্রতিভাবান ব্যক্তির জীবন তরবারির একটি আঘাত বা নিক্ষিপ্ত তিরের ফলায় বিদ্ধ হয়ে খামাখাই থেমে যেতে পারে না। এর কোনো মানে হয় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً

'তুমি কি সেসব লোককে দেখোনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখো, নামাজ কায়েম করো এবং যাকাত দিতে থাকো? অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদের নির্দেশ দেয়া হলো, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমনকি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না। (হে রাসূল) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সুতা পরিমাণ ও খর্ব করা হবে না।'[২০২]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় *তাফসীরে ইবনে কাসীরে সুনানে নাসায়ীর* উদ্ধৃতি দিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵁-এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ :

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَأَصْحَابًا لَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ، فَلَمَّا آمَنَّا صِرْنَا أَذِلَّةً، فَقَالَ: "إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ، فَلَا تُقَاتِلُوا" فَلَمَّا حَوَّلَنَا اللهُ إِلَى الْمَدِينَةِ،

২০২. সূরা নিসা ৪ : ৭৭

أَمَرَنَا بِالْقِتَالِ، فَكَفُّوا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ" (النساء: ٧٧)

আব্দুর রহমান ইবন আউফ ﷺ তার কয়েকজন বন্ধুসহ মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা মুশরিক অবস্থায় সম্মানিত ছিলাম এখন যখন আমরা ঈমান এনেছি তখন অসম্মানিত হয়ে পড়লাম। তিনি বললেন, আমাকে ক্ষমা করার আদেশ করা হয়েছে, অতএব তোমরা যুদ্ধ করবে না। এরপর যখন আল্লাহ তায়ালা আমাদের মদীনায় নিয়ে গেলেন, তখন আমাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা জিহাদ থেকে বিরত থাকলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করলেন : "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ" আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ করেননি, যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ করো, এবং সালাত কায়েম করো। (সূরা নিসা ৪ : ৭৭)।[২০৩]

উল্লেখিত আয়াত ও এর তাফসীরে উদ্ধৃত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামের এক জামাআতের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যারা জিহাদে শরীক হওয়ার তীব্র বাসনা থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য দায়িত্ব পালনের দরুন এ ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তবে তাদের মধ্যে এবং মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য আছে। কখনো টুকটাক হোঁচট খেলেও সার্বিকভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-এর আহ্বানে বীরত্বের সাথে সাড়াদানেই অভ্যস্ত ছিলেন। জিহাদের বিভিন্ন ময়দানে তাঁদের বীরত্ব ও আত্মদানের ইতিহাসের উজ্জ্বলতার সামনে এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা মলিন হয়ে যায়। এসব ঘটনা তাদের জীবনে কোনোরকম 'তবে, যদি, কিন্তু' জাতীয় সংশয়ের জন্ম দিতে পারেনি। রাসূল ﷺ বলেছেন,

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

'আদমসন্তানদের প্রত্যেকেই গুনাহগার। আর গুনাহগারদের মধ্যে তাওবাকারী ব্যক্তিরা হলো উত্তম।'[২০৪]

---

২০৩. সুনানে নাসায়ী : ৩০৮৬। শাইখ আলবানীর মতে সনদ সহীহ। অধ্যায় : জিহাদ। অনুচ্ছেদ : জিহাদ ওয়াজিব। তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২/৩১৬। সূরা নিসা ৪ : ৭৭ -৭৯ এর ব্যাখ্যায়।

২০৪. সুনানে তিরমিযি : ৩৪৯৯। আনাস বিন মালিক ﷺ হতে। আলবানী ﷺ-এর মতে সনদ হাসান। ইমাম

এ তো গেল সাহাবায়ে কেরামের কথা। আর মুনাফিকের দল? যখনই তারা যুদ্ধ ও সম্মুখসমরের কথা জানতে পারল। জিহাদ ফরজ মর্মে নির্দেশ শুনতে পেল। দুরুদুরু ভয়ে তাদের বুক কাঁপতে লাগল। আল্লাহ তাআলার চেয়ে তাদের মধ্যে মানুষের ভয়ই বেশি। আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ হতে মুখ ফিরিয়ে মানুষের ভয়ে ভীত কাপুরুষের দল আল্লাহ তাআলার হুকুমের প্রতি ক্ষোভ ঝাড়ল এই বলে 'رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ' "হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করলে"!

তাদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হলো মুমিনদের চোখে ফাঁকি দিয়ে কীভাবে জিহাদ থেকে সটকে পড়া যায়! অথচ তারা জানে না যে, অপছন্দ সত্ত্বেও জিহাদের ময়দানে অংশ নিলে তাদের খুব কমই ক্ষতি হতো। যেমন, যুদ্ধে ক্ষতি হলে তাদের ভাষ্য কী হয়, তা আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন :

وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَـٰذِهِ مِنْ عِندِكَ

'আর যদি তাদের কোনো অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে।'[২০৫]

অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ-এর দীনের অনুসরণই আমাদের এই দুর্দশার কারণ!

আসলে মুনাফিকদের কাপুরুষতা ও জিহাদবিরোধী ক্ষুব্ধ মনোভাব আমৃত্যু রয়েই যাবে।

ঘ) কখনো কখনো তারা নিজের আবাসস্থল থেকে জিহাদের ভূমির দূরত্বকে অজুহাত হিসেবে উপস্থাপন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّتَّبَعُوكَ وَلَـٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

তিরমিযির মতে হাসান গরীব। অধ্যায় : কিয়ামতের আলামত। তবে 'ইবনু' শব্দের পরিবর্তে 'বনী' শব্দ দ্বারা ইবনু মাজাসহ বিভিন্ন কিতাবে এর সমর্থনে এরচেয়েও শক্তিশালী সনদে বর্ণনা পাওয়া যায়।

২০৫. সূরা নিসা ৪ : ৭৮

'যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকত এবং যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত হতো, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী হতো, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হলো। আর তারা এমনিই শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের বিনষ্ট করছে, আর আল্লাহ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী।'[২০৬]

মুনাফিক ব্যক্তির মধ্যে আসলে এতটুকু ঈমানী শক্তিও নেই যার সাহায্যে সে পৃথিবীর সামান্য দূরত্বকে অতিক্রম করবে। যদি সে পারত, তবে এটা তার ঈমানের রসদকে সমৃদ্ধ করে দিত।

আহ! যদি চর্মচোখে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার বিনিময়ে যে 'আসমান-জমিন বিস্তৃত জান্নাত রয়েছে' তা দেখা যেত! অবশ্য মুনাফিকের কাছে এসব কথার কানাকড়ি মূল্যও নেই।

৬) কখনো এই অজুহাত দেখানো হয় যে, জিহাদের জন্য বাড়াবাড়ি হয়তো ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করবে। কিংবা জিহাদের জন্য চাপাচাপি করলে কেউ কেউ দীন থেকে দূরেও সরে যেতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ

'আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শুনে রাখো, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফিরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে।'[২০৭]

এই আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ একটি হাদীস এনেছেন। যা নিম্নরূপ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ فِي جِهَازِهِ لِلْجَدِّ بْنِ قَيْسٍ أَخِي بَنِي سَلَمَةَ: "هَلْ لَكَ يَا جَدُّ الْعَامَ فِي جِلَادِ بَنِي الْأَصْفَرِ؟" فَقَالَ: يَا رَسُولَ

---

২০৬. সূরা তাওবা ৯ : ৪২
২০৭. সূরা তাওবা ৯ : ৪৯

اللهِ، أَوَ تَأْذَنُ لِي وَلَا تَفْتِنِّي؟ فَوَاللهِ لَقَدْ عَرَفَ قَوْمِي مَا رَجُلٌ أَشَدُّ عَجَبًا بِالنِّسَاءِ مِنِّي، وَإِنِّي أَخْشَى إِنْ رَأَيْتُ نِسَاءَ بَنِي الْأَصْفَرِ أَنْ لَا أَصْبِرَ عَنْهُنَّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "أَذِنْتُ لَكَ"، فَفِي الْجَدِّ بْنِ قَيْسٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ "وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي" (التوبة: ٤٩)

"রাসূল ﷺ (তাবুক যুদ্ধের) প্রস্তুতি চলাকালীন বনী সালামা গোত্রের জাদ্দু ইবনু কাইসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুমি কি এ বছর বনু আসফারের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযানে যাবে?' সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। ঝামেলায় ফেলবেন না। আল্লাহর কসম, আমার গোত্রের লোকেরা জানে, 'আমার চেয়ে মারাত্মক নারী আসক্ত আর কেউ নেই'। আমার ভয় হয় যে, বনু আসফারের নারীদের দেখে আমি হয়তো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। এ কথা শুনে রাসূল ﷺ তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'যাও, তোমাকে অনুমতি দিলাম।' জাদ্দু ইবনু কাইসের ব্যাপারেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে "وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي" "আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না।" (সূরা তাওবা ৯ : ৪৯)।"[২০৮]

আমাদের পরিচিত একজন জিহাদ থেকে গা বাঁচাতে নিজের গুনাহকে অজুহাত হিসেবে তুলে ধরে। বলে, আমি তো এই গুনাহ ছাড়তে পারছি না। এখন এই গুনাহ নিয়ে জিহাদের পথে পা বাড়িয়ে আবার কোন আপদ ডেকে আনি! সে মনে করে যে, জিহাদের মতো কঠিন ইবাদাতে জড়িয়ে আকীদা বিশ্বাসের দ্বন্দ্বে পড়ার চেয়ে এসব টুকটাক গুনাহ নিয়ে থাকাই ভালো! কখনো নিজেকে নিজে এসব বলে। কখনো হারাম ফাতওয়া দানকারীকে এসব বলে বেড়ায়। তবে আসল কথা আল্লাহ তাআলা জানেন। এবং তিনি বলেও দিয়েছেন। বলেছেন, "أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا" "শুনে রাখো, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট"।

২০৮. তাফসীরে তাবরানী : ১১/৪৯২। সূরা তাওবা ৯ : ৪৯ এর ব্যাখ্যায়। একই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে ইবনে কাসীর : ৪/১৪২। কাতাদা ﷺ প্রমুখ হতে। তাবরানীর সনদ ও মতন নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও অন্যান্য সনদে ভিন্ন মতনে এর সমর্থন পাওয়া যায়। আলবানী ﷺ তার কিতাবে সনদ হাসান বলেছেন। সিলসিলাতুস সহীহাহ : ২৯৮৮। জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ হতে। উল্লেখ্য যে মূলগ্রন্থে হাদীসের হুবহু মতন দেয়া হয়নি।

এ ধরনের বানোয়াট ও ফাঁপা বুলিই এদের সমস্যার মূল। যেমন : আল্লাহ তাআলার হুকুম ত্যাগ করাও একধরনের ফিতনা বা সমস্যা।

আবার কিছু জিহাদবিরোধী আছে রাষ্ট্রদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধ ইত্যাদির আশঙ্কা প্রকাশ করে জিহাদকে নিরুৎসাহিত করে থাকেন। এরা যৌবনের তাজা ও টগবগে রক্তই আল্লাহ তাআলার রাস্তায় দিতে পারল না! বৃদ্ধ বয়সে কী দেবে? বৃদ্ধকাল তো তারা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আর মনের অপূর্ণ ইচ্ছাগুলো পূরণ করার ফন্দিফিকিরেই শেষ করে দেবে। এভাবেই তারা নিজেদের দুনিয়া ও আখিরাতকে নিজের হাতে ধ্বংস করে ছাড়বে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا" "শুনে রাখো, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট"।

চ) কখনো এই অজুহাত দেখায় যে, জিহাদ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

'তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ি-ঘর খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা।'[২০৯]

মুনাফিকের দল শত্রু বাহিনীর অবস্থান নিজেদের জনপদের কাছাকাছি হলে পরিবার-পরিজন ও সম্পদের ক্ষতির আশঙ্কা প্রকাশ করে জিহাদ হতে বিরত থাকতে চায়।

এমনিভাবে কুফফার শক্তির হাতে বিধ্বস্ত হয়ে যখন কোনো মুসলিম দেশের নাগরিকগণ অন্য মুসলিম দেশে আশ্রয়ের আশায় ছুটে আসে, তখন মুনাফিকের দল নিজেদের বাস্তুহারা মুসলমান ভাইবোনদের আশ্রয় না দিয়ে নিজ নিজ দেশের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে পড়ে।

---

২০৯. সূরা আহযাব ৩৩ : ১৩

ছ) আরেক অজুহাত হলো পরিবার ও সম্পদ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ

'মরুবাসীদের মধ্যে যারা গৃহে বসে রয়েছে, তারা আপনাকে বলবে, আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব, আমাদের পাপ মার্জনা করান। তারা মুখে এমন কথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই।'[১১০]

তারা আসলে নিজের পিছু হটে যাওয়া নিয়ে কোনোরূপ অনুতাপ বা আল্লাহ তাআলার দরবারে খাঁটি মনে তাওবার ধার ধারে না। তারা মুখে মুখে যে ক্ষমা চায়, এটাও একধরনের লোক দেখানো তামাশা এবং নিফাক। তাবুকের অভিযানে তারা যে রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ না নিয়ে ঘরে পড়ে রইল; যদি এই রোমান বাহিনী মদীনা আক্রমণ করে সব গুঁড়িয়ে দিত! তখন তাদের পরিবার-পরিজন আর সম্পদের কী হতো? তাহলে তারা যে বলে তারা পরিবার ও সহায়সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, এর বাস্তবতা ও গ্রহণযোগ্যতা আসলে কতটুকু? আসল কথা হলো তারা সপরিবারে ধন-সম্পদসহ কুফরির দিকে এগিয়ে যেতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

তো এই হলো তাদের জিহাদ না করার অজুহাতের নাতিদীর্ঘ ফিরিস্তি। একের পর এক অন্যায় অপকর্মে ভরা এই থলে। নির্বুদ্ধিতা, আত্মমর্যাদাহীনতা, কাপুরুষতা, খুঁতখুঁতে আর সীমাহীন অলসতায় ভরা তাদের অজুহাতের আমলনামা।

মুনাফিক কখনোই নিজের জন্য সুবিস্তৃত সুবিধা আদায়ের প্রতিশ্রুতি ছাড়া জিহাদের পথ মাড়িয়ে দেখবে না। যেমন : মনে করেন বসন্তকালে স্বল্প সময়ের জন্য অঢেল অর্থ ও পশুসম্পদের লোভে এবং পরবর্তীকালে যথাযথ নিরাপদ জীবনব্যবস্থার শর্তে হয়তো সে জিহাদ করতে রাজি হতে পারে।

এ ছাড়াও পারিবারিক ঐশ্বর্য বৃদ্ধি, ব্যবসার সুযোগ হাতিয়ে নেওয়া সহ মুসলিম সেনাবাহিনীকে নিজের সুবিধা-অসুবিধায় ব্যবহারের শর্ত দিয়ে বসে থাকে।

---

১১০. সূরা ফাতাহ ৪৮ : ১১

আবার দেখা যায় জিহাদের মধ্যে নারীদের ব্যাপারে নানা রকম শর্ত দিয়ে বসে। এগুলো ছাড়া সে জিহাদের ময়দানে ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি নয়।

সবচেয়ে মারাত্মক শর্ত হলো, শত্রুদের মুখ হতে সরাসরি এই ঘোষণা শুনতে চায় যে, আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি!

শর্তের বেড়াজালে আটকে থাকা তাদের আসল ফন্দি আল্লাহ তাআলা জানেন। তিনি বলেন :

وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

'তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর কসম খেয়ে বলে যে, আপনি তাদেরকে আদেশ করলে তারা সবকিছু ছেড়ে বের হবেই। বলুন, তোমরা কসম খেয়ো না। নিয়মানুযায়ী তোমাদের আনুগত্য, তোমরা যা কিছু করো নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে জ্ঞাত।'[২১১]

শর্তসাপেক্ষ আনুগত্যের বিষয়টি যেন জনৈক কবির রম্যকবিতার মতো

أُحَمِّسُ فِيْ الْوَغَى أَبْنَاءَ قَوْمِيْ *** وَأَحْمِي ظَهْرَهُمْ عِنْدَ الْقِتَالِ

فَإِنْ فَرُّوْا سَبَقْتُهُمْ جَمِيْعًا *** وَإِنْ كَرُّوْا فَقَدْ دَبَرَتْ حَالِيْ

وَلِيَ عَزْمٌ يَشُقُّ الْمَاءُ شَقًّا *** وَيُكَسِّرُ بَيْضَتَيْنِ عَلَى التَّوَالِيْ

রণাঙ্গনে যখন দেখি মোদের সৈন্যদল,
উল্লাসেতে ফেটে পড়ি বাড়ে মনোবল
যখন শুনি বীরের দল পিঠ দেখিয়ে মাঠছাড়া,
হতাশ মনে বিড়বিড়য়ে বলি সব মুখপোড়া
পিছিয়ে পড়ার সুযোগ নিয়ে এগিয়ে গেছে সব
অতীত খুঁড়ে লুট করেছে সকল কলরব
স্রোত কাটিয়ে এগিয়ে যাবার এই বেঁধেছি পণ
জোড়া ডিমের দেয়াল ভেঙে গড়ব শখের ধন।

---

২১১. সূরা নূর ২৪ : ৫৩

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ

'অতঃপর যখন বিপদ চলে যায় তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাক্‌চাতুরীতে অবতীর্ণ হয়।'[২১২]

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাসীর ﷺ বলেন,

إِذَا كَانَ الْأَمْنُ تَكَلَّمُوا كَلَامًا بَلِيغًا فَصِيحًا عَالِيًا، وَادَّعُوا لِأَنْفُسِهِمُ الْمَقَامَاتِ الْعَالِيَةَ فِي الشَّجَاعَةِ وَالنَّجْدَةِ، وَهُمْ يَكْذِبُونَ فِي ذلك

'ভয় কেটে গিয়ে যখন নিরাপদ সময় আসে। তখন মুনাফিকেরা শব্দ ও বাক্যের অলংকার বেঁধে বীরত্ব ও সাহসিকতার মুখরোচক গল্প ফেঁদে বলে বেড়ায়। অথচ এ সবই মিথ্যাচার।'

মুনাফিক নিজে ঘরে বসেই ক্ষান্ত হয় না, অন্যকেও হতাশ বানিয়ে বসিয়ে রাখতে চায়

قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا

'আল্লাহ খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে আসো। তারা কমই যুদ্ধ করে।'[২১৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ

'আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে।'[২১৪]

---

২১২. সূরা আহযাব ৩৩ : ১৯
২১৩. সূরা আহযাব ৩৩ : ১৮
২১৪. সূরা নিসা ৪ : ৭২

তারা নিজেরাও জিহাদের ব্যাপারে গড়িমসি করে, অন্যকেও পিছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। বরং জিহাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং জিহাদের পথ এড়িয়ে যাওয়াকে হিকমত বা বিচক্ষণতা মনে করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

'ওরা হলো সেসব লোক, যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্পর্কে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হতো না। তাদেরকে বলে দিন, এবার তোমাদের নিজেদের ওপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।'[২১৫]

তাদের মতে ঘরে বসে থাকাই নিরাপদ! কবি মুতানাব্বী বলেন,

يَرَى الْجُبَنَاءُ أَنَّ الْعَجْزَ عَقْلٌ *** وَتِلْكَ خَدِيعَةُ الطَّبْعِ اللَّئِيمِ

ভিতুর দল পিঠ বাঁচাতে ফন্দি আঁটে দুর্বলতার
কিন্তু এসব লজ্জাহীনের দোহাই কেবল পিঠ দেখাবার[২১৬]

কেউ কেউ তো আবার জিহাদবিরোধী চিন্তাভাবনায় সীমা ছাড়িয়ে যায়। জিহাদের প্রতি বিতৃষ্ণা ছড়িয়ে বলে বেড়ায়, 'যুদ্ধ-জিহাদের নামে হাঙ্গামা করেই আজকে মুসলমানের এই দুর্দশা!'

يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا

'তারা বলে আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না।'[২১৭]

আয়াতের এই অংশের তাফসীরে ইমাম বাগাওয়ী ﷺ মুফাসসিরগণের এক জামাআতের মত তুলে ধরেছেন। তাদের মতে মুনাফিকের দল বলে থাকে,

---

২১৫. সূরা আলে-ইমরান ৩ : ১৬৮
২১৬. শরহু দিওয়ানিল মুতানাব্বী : ১/১৭১।
২১৭. সূরা আলে-ইমরান ৩ : ১৫৪

لَوْ كُنَّا عَلَى الْحَقِّ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا

'আমরা যদি হক তথা সত্যের ওপর থাকতাম, তাহলে এখানে এভাবে মারা পড়তাম না।'[২১৮]

মুনাফিকের দল উহুদ যুদ্ধের সামান্য পরীক্ষামূলক ক্ষয়ক্ষতিকে দীন-ইসলামের অসারতার প্রমাণস্বরূপ ছড়িয়ে বেড়ায়। এটা আসলে তাদের চরম বস্তুবাদী চিন্তাভাবনার ফসল। তারা এটা বুঝে না যে, উহুদের ময়দানের পরীক্ষা দিয়ে আল্লাহ তাআলা মূলত তাদেরকে মুমিনগণের মর্যাদাপূর্ণ কাতার হতে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। আর শহীদগণকে উচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত করেছেন।

মুনাফিকের দল মনে করে যে, রাসূল ﷺ-এর কথা মেনে মদীনা ছেড়ে বের হয়ে আসাটাই উহুদ যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির আসল কারণ। অথচ ভুল করে রাসূল ﷺ-এর নির্দেশনা থেকে সরে যাওয়াই উহুদের ক্ষয়ক্ষতির মূল কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

'আর আল্লাহ সে ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করছিলে। এমনকি যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছ ও কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছ। আর যা তোমরা চাইতে তা দেখার পর কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করেছ, তাতে তোমাদের কারও কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারও বা কাম্য ছিল আখেরাত। অতঃপর তোমাদিগকে সরিয়ে দিলেন ওদের ওপর থেকে যাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। বস্তুত তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহর মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।'[২১৯]

---

২১৮. তাফসীরে বাগাওয়ী : ২/১২২। সূরা আলে-ইমরান ৩ : ১৫৪ এর ব্যাখ্যায়।
২১৯. সূরা আলে-ইমরান ৩ : ১৫২

এমনিভাবে মুনাফিকের দল মুসলমানদের সব সমস্যার জন্যই জিহাদ ও মুজাহিদগণকে দায়ী করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَـٰذِهِ مِنْ عِندِكَ

'আর যদি তাদের কোনো অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে।'[২২০]

আয়াতের এই অংশের তাফসীরে ইমাম আবুল আলিয়া ও সুদ্দী ﵀ বলেন,

يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ أَيْ مِنْ قِبَلِكَ وَبِسَبَبِ اتِّبَاعِنَا لَكَ وَاقْتِدَائِنَا بِدِينِكَ

'তারা বলে যে, আপনার (মুহাম্মাদ ﷺ-এর) দ্বারা এই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অর্থাৎ আপনি এর মূল কারণ। পাশাপাশি আপনাকে ও আপনার দীনের অনুসরণের কারণে আমাদেরও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।'[২২১]

ইবনুল জারীর তাবারী ﵀ বলেন,

يَقُولُوا: مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أَسَاءَ التَّدْبِيرَ وَأَسَاءَ النَّظَرَ

'তারা বলে, এই আপদ মুহাম্মাদ ﷺ-এর কারণেই এসেছে। তাদের চেষ্টা-তদবীর ও দৃষ্টিভঙ্গি খুবই মন্দ (নাউযুবিল্লাহ)।'[২২২]

তারা বলে, মুহাম্মাদ ﷺ আমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন যার জন্য আমরা মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। রণক্ষেত্রে টেনে নিয়ে তিনি অন্যান্য জাতিকে আমাদের বিরুদ্ধে উসকে দিয়েছেন!

হায় আফসোস! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য হতে আমাদের চেহারা যেন ঘুরে না যায়। জিহ্বা যেন অসাড় না হয়। আর আমরা যেন ব্যর্থ না হয়ে যাই। মুনাফিকদের ফিতনা-ফাসাদ, বিচ্ছিন্নতা, তিরস্কার ও শত্রুভীতি যেন এই উম্মাহকে পেয়ে না বসে।

---

২২০. সূরা নিসা ৪ : ৭৮

২২১. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২/৩১৯। সূরা নিসা ৪ : ৭৭-৭৯ এর ব্যাখ্যায়।

২২২. তাফসীরে তাবারী : ৭/১৩৯। সূরা নিসা ৪ : ৭৮ এর ব্যাখ্যায়।

এ জন্যই আল্লাহ তাআলা জিহাদ ছেড়ে ঘরে বসে থাকাকে শান্তি ও সৌহার্দ্য মনে করার অযৌক্তিক চিন্তাভাবনার ব্যাপারে আমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, 'এ সবই কুফফারদের রীতিনীতি।' আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ يُحْيِـي وَيُمِيتُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা তাদের মতো হোয়ো না, যারা কাফির হয়েছে এবং নিজেদের ভাই-বন্ধুরা যখন কোনো অভিযানে বের হয় কিংবা জিহাদে যায়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের সাথে থাকত, তাহলে মরতও না আহতও হতো না। যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে। অথচ আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তোমাদের সমস্ত কাজই, তোমরা যা কিছুই করো না কেন, আল্লাহ সবকিছুই দেখেন।'[২২৩]

এসব কথাই তাদের জন্য প্রযোজ্য, যারা বলে :

لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا

'যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হতো না।'[২২৪]

এমনিভাবে যারা বলে :

لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا

'তারা বলে আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না।'[২২৫]

---

২২৩. সূরা আলে-ইমরান ৩ : ১৫৬
২২৪. সূরা আলে-ইমরান ৩ : ১৬৮
২২৫. সূরা আলে-ইমরান ৩ : ১৫৪

যারা বলে :

لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُو

'তারা যদি আমাদের সাথে থাকত, তাহলে মরতও না আহতও হতো না।'[২২৬]

এ সকল ভিতু, কাপুরুষ ও নির্বোধের দল মহৎপ্রাণ মুমিনগণের বিরুদ্ধে যা কিছু বলে, আল্লাহ তাআলা তার সুন্দর ও সুস্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন :

قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

'বলে দিন, এবার তোমাদের নিজেদের ওপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।'[২২৭]

قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ

'বলে দিন, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে তবুও তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসত নিজেদের অবস্থান থেকে যাদের মৃত্যু লিখে দেয়া হয়েছে।'[২২৮]

তিনি আরও বলেন :

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

'আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ করো, তোমরা যা কিছু সংগ্রহ করে থাকো আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও করুণা সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম।'[২২৯]

আসল কথা হলো 'মৃত্যু বীরপুরুষ কিংবা কাপুরুষ কাউকেই ছাড়বে না'।

---

২২৬. সূরা আলে-ইমরান ৩ : ১৫৬
২২৭. সূরা আলে-ইমরান ৩ : ১৬৮
২২৮. সূরা আলে-ইমরান ৩ : ১৫৪
২২৯. সূরা আলে-ইমরান ৩ : ১৫৭

কবি মুতানাব্বী বলেন,

غَيرَ أنّ الفَتى يُلاقي المَنَايَا *** كالِحَاتٍ وَلا يُلاقي الهَوَانَا

وَلَوَ أنّ الحَيَاةَ تَبْقَى لِحَيٍّ *** لَعَدَدْنَا أضَلّنَا الشّجْعَانَا

وَإذا لم يَكُنْ مِنَ المَوْتِ بُدٌّ *** فَمِنَ العَجْزِ أنْ تكُونَ جَبَانَا

দুঃস্বপ্নের ঘোরে কাটানোর নেশায় যে যৌবন,

তাকে ছাড়া মরণ পেয়ালা চুমে আর ক'জন?

জীবন যদি রয়েই যায় একটুখানি বাকি,

দুঃসাহসের হিসেবটুকু তাতেই টুকে রাখি।

মৃত্যু যদি নাই-বা আসে, নাই-বা থাকে ভয়,

কাপুরুষের জীবন সেটা, হোক না তা অক্ষয়! [২৩০]

তবে মুমিন ও মুনাফিকের মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য আছে। পার্থক্য রয়েছে তাদের ছেড়ে যাওয়া বিষয়ের মধ্যে। পার্থক্য রয়েছে উভয়ের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন ও সম্পদে।

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় মুনাফিকের ইসলামঘেঁষা মনোভাব তার জিহাদের পক্ষ নেওয়ার প্রমাণ নয়; অধিকাংশ সময় মুনাফিকদের দল এই অজুহাত দেখায় যে, তাদেরও জিহাদ করার খুব আগ্রহ। কিন্তু তারা সুযোগই পাচ্ছে না। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً

'আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করত।'[২৩১]

---

২৩০. দিওয়ানুল মুতানাব্বী : ৪৭৪।

২৩১. সূরা তাওবা ৯ : ৪৬

যদি তাদের এ ধরনের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকে তারপরেও দেখা যাবে জিহাদের ডাক আসামাত্রই তারা প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দিয়ে বসবে। অন্তরে গেঁথে বসা রোগের দরুন মুমিনদের বিরুদ্ধে তাদের আসল চেহারা বেরিয়ে আসবে। কারণ, মুনাফিকমাত্রই প্রবৃত্তি ও পার্থিব চাহিদার সামনে দুর্বল-অসহায়। সে গোলাগুলি, বোমাবর্ষণ বা আগুনের লেলিহান শিখার সামনে নিজেকে কল্পনাও করতে পারে না। আর কোনো কারণ ছাড়াই শয়তান তাদেরকে নানা কুমন্ত্রণা দিয়ে মুমিনগণের কাতার হতে বিমুখ ও বিচ্যুত করে দেয়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদের উত্থানকে অপছন্দ করেন। তিনি বলেন :

وَلَـٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا۟ مَعَ الْقَاعِدِينَ

'কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত্ত রাখলেন এবং আদেশ হলো বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাকো।'[২৩২]

এ জন্যই রাসূল ﷺ জিহাদের নিয়্যাত না থাকাকে নিফাক বলেছেন,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, অথচ কোনো দিন জিহাদ করল না বা জিহাদের কথা তার মনে কোনো দিন উদিতও হলো না, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করল।'[২৩৩]

তাই মুমিন সব সময়ই জিহাদের ব্যাপারে নিজের অন্তরকে পবিত্র রাখে এবং জিহাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা পোষণ করে। পাশাপাশি সে আল্লাহ তাআলার কাছে জিহাদের পথে এগিয়ে যাওয়ার দুআ করে থাকে। জিহাদের পথে চলার নিয়্যাতকে অবিচল রাখতে সে গুনাহের পথ ত্যাগ করে। দুনিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সজাগ থাকে। কারণ, সে জানে এভাবে চলে যদি সে সাধারণ মৃত্যুও বরণ করে, তবু তার নিয়্যাত ও আমল তাকে শাহাদাতের সুমহান মর্যাদায় পৌঁছে দেবে। রাসূল ﷺ বলেছেন,

---

২৩২. সূরা তাওবা ৯ : ৪৬

২৩৩. সহীহ মুসলিম : ১৯১০। আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে। অধ্যায় : রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রশাসন। অনুচ্ছেদ : জিহাদ না করে এমনকি জিহাদের নিয়্যাত না করে মারা যাওয়া।

مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

'যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত করবেন, যদিও বা সে আপন শয্যায় মৃত্যুবরণ করে।'[২৩৪]

আনাস বিন মালিক ﵁ বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ المَدِينَةِ، فَقَالَ: « إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا، مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ »، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ»

'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে মদীনার নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি বললেন, মদীনাতে এমন সম্প্রদায় রয়েছে যে, তোমরা এমন কোনো দূরপথ ভ্রমণ করোনি এবং এমন কোনো উপত্যকা অতিক্রম করোনি যেখানে তারা তোমাদের সঙ্গে ছিল না। সাহাবায়ে কিরাম ﵁ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, তারা তো মদীনাতে ছিল। তখন তিনি বললেন, তারা মদীনাতেই ছিল তবে যথার্থ ওযর তাদের আটকে রেখেছিল।'[২৩৫]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, যে সকল সত্যবাদী মুমিন ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অসুস্থতা বা অর্থসংকটের কারণে তাবুকের যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিয়্যাতের বরকতে মুজাহিদ বাহিনীর সমান সাওয়াব দান করেছেন। কেননা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ বা অর্থ ব্যয় করতে না পারায় তারা খুবই কষ্ট পেয়েছেন এবং এই শোকে অশ্রুও ফেলেছেন।

---

২৩৪. সহীহ মুসলিম : ১৯০৯। সাহল বিন হুনাইফ ﵁ হতে। অধ্যায় : রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রশাসন। অনুচ্ছেদ : আল্লাহর রাহে শাহাদাত প্রার্থনা করা মুস্তাহাব।

২৩৫. সহীহ বুখারী : ৪৪২৩। অধ্যায় : যুদ্ধ।

পক্ষান্তরে জিহাদে শরীক হওয়ার মতো শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকার পরেও মুনাফিকের দল নানা অজুহাত দাঁড় করিয়ে ঘরে বসে ছিল। তাদের এই কাজটি ছিল অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاء رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

'অভিযোগের পথ তো তাদের ব্যাপারে রয়েছে, যারা তোমার নিকট অব্যাহতি কামনা করে অথচ তারা সম্পদশালী। যারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। আর আল্লাহ মোহর এঁটে দিয়েছেন তাদের অন্তরসমূহে। বস্তুত তারা জানতেও পারেনি।'[২৩৬]

আল্লাহু আযযা ওয়া জাল্লা আমাদেরকে তাঁর রাস্তায় শাহাদাতের মর্যাদা নসীব ফরমান। তারও আগে আমাদের অন্তরে জিহাদের নিয়্যাত দান করে নিফাক থেকে রক্ষা করুন। আমীন!

৭

মুনাফিকের জন্য ইবাদাত করা খুবই কঠিন

এই রোগের জন্যও তার অন্তরে বাসা বাঁধা সংশয়বাদই দায়ী। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (٤٥) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (٤٦)

'ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা করো নামাজের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব। যারা এ কথা খেয়াল করে যে, তাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে স্বীয় পরওয়ারদেগারের এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।'[২৩৭]

---

২৩৬. সূরা তাওবা ৯ : ৯৩
২৩৭. সূরা বাকারা ২ : ৪৫, ৪৬

এটা তো পরিষ্কার কথা যে, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ এবং নামাজ ইত্যাদি ইবাদাতের জন্য কষ্ট ও মুজাহাদার প্রতিদান লাভের কথা বিশ্বাস করে তার জন্য ইবাদাত করা মোটেও কঠিন কিছু নয়। উল্লেখিত আয়াতে 'ধারণা করে' অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। আর মুনাফিকের অন্তরে দীনের কোনো বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে না।

মুনাফিকমাত্রই কিয়ামতের দিনের ব্যাপারে হয় সংশয়ে ভোগে অথবা অবিশ্বাস করে বসে থাকে। এ কারণেই নামাজের মতো ইবাদাত তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই সে নামাজের সময় নিয়ে গড়িমসি করে। নামাজ শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলির পরোয়া করে না। নামাজ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস না থাকায় দুনিয়ার সকল চিন্তাভাবনা ঝেড়ে ফেলে একাগ্রচিত্তে নামাজ পড়তে পারে না। রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ

'মুনাফিকদের জন্য সবচাইতে ভারী সালাত হলো ঈশা ও ফজরের সালাত। তারা যদি এই দুই সালাতে কী মর্যাদা আছে জানতে পারত; তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দুই সালাতে উপস্থিত হতো। আমি মনস্থ করেছিলাম যে, আমি সালাত সম্পর্কে আদেশ করি যে, ইকামত দেওয়া হোক। এরপর একজনকে নির্দেশ করি যে, সে লোকদের নিয়ে সালাত কায়েম করুক। তারপর আমি লাকড়ির বোঝাসহ একদল লোক নিয়ে সেই সব লোকের ঘরে চলে যাই যারা সালাতে উপস্থিত হয় না। অতঃপর তাদের ঘর আগুন দিয়ে তাদের সহ জ্বালিয়ে দিই।'[২৩৮]

ঈশা ও ফজরের নামাজে জামাআতে হাজির হওয়া মুনাফিকদের জন্য কষ্টকর কেন? কারণ, এই দুই ওয়াক্ত নামাজের উপস্থিতি সাধারণত আল্লাহ তাআলা

---

২৩৮. সহীহ মুসলিম : ৬৫১। আবু হুরাইরা ﷺ হতে। অধ্যায় : মসজিদ ও নামাজের স্থান। অনুচ্ছেদ : জামাআত ও জুমআর নামাজে পেছনে পড়া।

ব্যতীত অন্য কারও নজরে পড়ে না। মুনাফিকের দল অন্যান্য নামাজের সময় মুমিনদের পাশে থেকে বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে আত্মরক্ষা করে। তা ছাড়া অন্যান্য নামাজের সময় বরাবরই তারা জাগ্রত থাকে। তাই জামাআতে শরীক হতেও তেমন বেগ পেতে হয় না। যদি তারা আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি পরকালীন বিষয়ে বিশ্বাস রাখত, তবে কোনো কিছুই তাদের নামাজ ও ইবাদাতকে নষ্ট করতে পারত না। কিন্তু তাদের তো এসবে তেমন বিশ্বাস নেই। আর ঈশা ও ফজরের নামাজের সময় দুটিও রাতের আঁধারে ঢাকা। সরলমনা মুমিনগণ সাধারণত কে এল কে এল না তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না। তা ছাড়া উভয় নামাজের সময়ই ঘুমের সময়। মুনাফিকের কাছে এক ঘণ্টার ঘুম 'আসমান-জমিন বিস্তৃত জান্নাতের' চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ! জান্নাত তার কাছে অলীক কল্পনার বস্তু। এর প্রতি তার এতটুকু বিশ্বাস জন্মেনি যে এর জন্য কষ্ট স্বীকার করবে। অদৃশ্য ও সংশয়পূর্ণ বস্তুর জন্য বেগার খাটার চেয়েও সুন্দর স্বপ্নময় নিদ্রা তার কাছে অনেক প্রিয়।

হাদীসে বলা হয়েছে "وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا" "তারা যদি জানত এই দুই নামাজে কী (বিনিময়) আছে?" অর্থাৎ তারা যদি চিরস্থায়ী পরকাল ও উত্তম বিনিময়ের বিশ্বাস রাখত; তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও ফজর ও ঈশার জামাআতে হাজির হতো। যেমন নিজের দুনিয়ার ব্যাপারে করে থাকে। দুনিয়ার সামান্য বিষয়েও তারা শুধু হাত-পায়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ি নয়, বরং এরচেয়ে নিচে নামতেও দ্বিধা করে না।

আবু হুরাইরা ﵁ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ، فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ، أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ العِشَاءَ

'যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমার ইচ্ছা হয়, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দিই, অতঃপর সালাত কায়েমের আদেশ দিই, অতঃপর সালাতের আযান দেয়া হোক, অতঃপর এক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামত করার নির্দেশ দিই। অতঃপর আমি লোকদের নিকট যাই এবং তাদের (যারা জামাআতে শামিল

হয়নি) ঘর জ্বালিয়ে দিই। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! যদি তাদের কেউ জানত যে, একটি গোশতহীন মোটা হাড় বা ছাগলের ভালো দুটি পা পাবে, তাহলে অবশ্যই সে 'ঈশা'র নামাজের জামাআতেও হাযির হতো।'[২৩১]

হাদীসে স্পষ্ট বলে দেয়া হলো যে, ঈশার জামাআতে হাজির হওয়ার বিনিময়ে গোশতহীন মোটা হাড় বা ছাগলের ভালো দুটি পা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও মুনাফিক ছুটে এসে ঈশার জামাআতে হাজির হতো। আর জান্নাত তো "আসমান-জমিন বিস্তৃত"। বরং এর চেয়েও বহুগুণ বড়। অথচ মুনাফিকের কাছে জান্নাত এক টুকরো গোশতের মূল্যও রাখে না!

আমাদের বর্তমান অবস্থাই চিন্তা করুন! ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার আশেপাশে গেলে দেখা যায় ঈশার জামাআতে দু-তিন কাতারের বেশি লোক হয় না। অথচ নামাজের পর খানাপিনার আয়োজন বা ত্রাণ ইত্যাদির ঘোষণা দিলে অবস্থা কী দাঁড়ায়? এত লোকসমাগম হয় যে, মসজিদে জায়গা দেয়াই মুশকিল হয়ে যায়।

উত্তমরূপে নামাজ আদায় নিফাকমুক্ত ঈমানের পরিচয় : মুমিন ব্যক্তি পূর্ণ মনোযোগ, ইখলাস ও জামাআতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নামাজ আদায় করে। নামাজ আদায়ে সে প্রশান্তি অনুভব করে। আর মুনাফিকের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। নামাজ নিয়ে মুনাফিকের নানা টালবাহানা রয়েছে।

ক) জামাআতের প্রতি মুনাফিকের কোনো আগ্রহ নেই : ওপরে উল্লেখিত হাদীসের পাশাপাশি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁-এর একটি বর্ণনা দ্বারা বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে আসবে। তিনি বলেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مَنْ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا

২৩১. সহীহ বুখারী ৬৪৪। আবু হুরাইরা ﵁ হতে। অধ্যায় : আযান। অনুচ্ছেদ : জামাআতে নামাজ পড়া আবশ্যক।

مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ

'যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, আগামীকাল বিচার দিবসে সে মুসলমান হিসাবে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করবে, তার উচিত এই সালাতসমূহের সংরক্ষণ করা, যেখানে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়। কারণ, আল্লাহ তোমাদের নবীকে হিদায়াতের সকল পথ বাতলে দিয়েছেন। আর এই সমস্ত সালাত হলো হিদায়াতের পথসমূহের অন্যতম। তোমরা যদি এই সকল সালাত ঘরে আদায় করো, যেমন একদল লোক জামাআত ছেড়ে ঘরে সালাত আদায় করে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাতকে ছেড়ে দিলে। তোমরা যদি নবীর সুন্নাত ছেড়ে দাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই গুমরাহ হয়ে যাবে। যে উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে এই সকল মসজিদের একটির দিকে অগ্রসর হবে, তার প্রত্যেক কদমের জন্য একটি করে নেকী লেখা হবে এবং তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং একটি গুনাহ মাফ করা হবে। তারপর একমাত্র প্রকাশ্য মুনাফিক ছাড়া আর কাউকে জামাআত থেকে বাদ পড়তে আমরা দেখিনি। অনেক লোক দুজনের কাঁধে ভর করে হেচঁড়িয়ে হেচঁড়িয়ে মসজিদে আসত এবং তাদের কাতারে দাঁড় করিয়া দেয়া হতো।'[২৪০]

আসহাবুর রাসূল ﷺ-এর জামাআতে নামাজের আগ্রহ লক্ষ করুন। অসুস্থতা বা বার্ধক্যের বাধায় পড়া অক্ষম ব্যক্তিটিও অন্যের কাঁধে ভর করে কোনোরকমে মাটিতে পা ঠেকিয়ে জামাআতে হাজির হতেন!

খ) নামাজে অলসতা নিফাকের অন্যতম আলামত : আপনি হয়তো অনেক বেনামাজীর মুখে নামাজ না পড়ার কারণ হিসেবে আলসেমির কথা শুনে থাকবেন। সে হয়তো জানেও না যে, নামাজে অলসতা তার অন্তরে নিফাকের ডালপালা বিস্তার করে চলছে। যদিও উলামায়ে কিরামের এক জামাআতের ফাতওয়া 'নামাজ ত্যাগ করা সত্ত্বেও তাকে কুফরির সাথে মিলিয়ে দেবে না। তবু এটা তো

২৪০. সহীহ মুসলিম : ৬৫৪। অধ্যায় : মসজিদ ও নামাজের স্থান। অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আযান শোনে, মসজিদে আসা তার ওপর ওয়াজিব

অস্বীকারের উপায় নেই যে, নামাজে অলসতার দরুন তার মধ্যে নিফাকের নষ্ট স্বভাব ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً

'অবশ্যই মুনাফিকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুত তারা যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায় একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।'[২৪১]

অতএব যারা বলে, 'আমার আসলে অলসতার কারণে নামাজ পড়া হয় না', তাদের এই অজুহাত কোনো অজুহাতই না। মুনাফিকের দল তো নামাজ পড়লেও অলসতার সাথে পড়ে। আর অলসতার সাথে নামাজ আদায় করা না করারই মতো।

গ) মুনাফিক লোক দেখানো নামাজ পড়ে : আল্লাহ তাআলা বলেন, "يُرَآؤُونَ النَّاسَ" "তারা লোক দেখানোর জন্য (নামাজ পড়ে)"।

নামাজের মধ্যে 'রিয়া' বা লৌকিকতা একটি গোপন ব্যাধি, যার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। আমাদের অনেকেরই নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে এই রোগ দূর হয় না। দেখা যায় মানুষের সামনে নামাজ আদায় করার সময় খুব সুন্দরভাবে আদায় করে। অথচ এতটা সুন্দরভাবে একাকী নির্জনে আদায় করে না। লৌকিকতার আরেকটি স্তর হলো ইমামতি। পাঞ্জেগানা মসজিদ বা অফিস ইত্যাদিতে জামাআতে নামাজ পড়তে গেলে আস্তে কিরাআত বা ছোট সূরা দিয়ে নামাজ পড়ানোর ব্যাপার হলে অনেকেই ইমামতির জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু যখন জোরে কিরাআত বা দীর্ঘ তিলাওয়াতের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন বোঝা যায় কুরআনের সাথে কার সম্পর্ক কত দীর্ঘ। তখন আর কেউ ছোট সূরা দিয়ে নামাজ পড়িয়ে নিজের অযোগ্যতা জাহির করতে চায় না।

আল্লাহ আমাদের মাফ করুন। আমীন!

---

২৪১. সূরা নিসা ৪ : ১৪২

ঘ) মুনাফিক নামাজে তাড়াহুড়া করে : রাসূল ﷺ বলেছেন,

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

'ওই নামাজ হলো মুনাফিকের নামাজ, সে বসে বসে সূর্যের দিকে তাকাতে থাকে আর যখন শয়তানের দুই শিঙের মাঝে আসে (অস্তপ্রায় হয়)। তখন উঠে গিয়ে চারটি ঠোকর মারে। এভাবে সে খুব কমই আল্লাহকে স্মরণ করে।'[২৪২]

কত মুসলমানকে দেখা যায়, রুকু থেকে উঠে ঠিকমতো দাঁড়ায় না। আবার দুই সিজদার মাঝখানে ঠিকমতো বসে না।

আখিরাতের দিন জামাআতে নামাজ মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে : রাসূল ﷺ বলেছেন,

بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'অন্ধকারের মধ্যে মসজিদে গমনকারীদের কিয়ামতের দিনের পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দান করো।'[২৪৩]

এই নূর দিয়েই নামাজী মুমিন কিয়ামতের দিন জ্যোতিহীন মুনাফিকের দলকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

'সেদিন আল্লাহ নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাঁদের নূর তাঁদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে।'[২৪৪]

---

২৪২. সহীহ মুসলিম : ৬২২। আনাস বিন মালিক ؓ হতে। অধ্যায় : মসজিদ ও নামাজের স্থান। অনুচ্ছেদ : ওয়াক্তের শুরুতে আসরের নামাজ আদায়।

২৪৩. সুনানে ইবনু মাজাহ : ৭৮১। আনাস বিন মালিক ؓ হতে। অধ্যায় : মসজিদ ও জামাআত। অনুচ্ছেদ : (জামাআতে) নামাজের জন্য যাওয়া। সনদ সহীহ। হাদীসটি তিরমিযি ও আবু দাউদসহ বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে একাধিক সূত্রে বর্ণিত। তবে ইবনু মাজাহ'র সনদটি 'সহীহ মারফু'।

২৪৪. সূরা তাহরীম ৬৬ : ৮

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

'যেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে, তাদের সম্মুখভাগে ও ডানপার্শ্বে তাদের জ্যোতি ছুটোছুটি করবে। বলা হবে, আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ জান্নাতের, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।'[২৪৫]

দুনিয়ার আঁধারকে জয় করার বিনিময়ে কিয়ামতের দিন কঠিন প্রয়োজনের মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা নামাজী মুমিনকে কাঙ্ক্ষিত নূর দান করবেন। আর এর বিপরীতে মুনাফিকের কী অবস্থা হবে তাও আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন :

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ

'যেদিন কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারীরা মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করো, আমরাও কিছু আলো নেব তোমাদের জ্যোতি থেকে। বলা হবে, তোমরা পিছনে ফিরে যাও ও আলোর খোঁজ করো। অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব।'[২৪৬]

তারা সেদিন পরাশ্রয়ী পরগাছার মতো মুমিনের নূরের পিছে পিছে পথ চলে বিনা আমলে জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়! মুমিন তো এই নূর পেয়েছে আঁধার রাতে মসজিদে যাওয়ার পুরস্কারস্বরূপ। তোমরা মুনাফিকের দল কীভাবে তা আশা করো?

---

২৪৫. সূরা হাদীদ ৫৭ : ১২
২৪৬. সূরা হাদীদ ৫৭ : ১৩

তোমরা তোমাদের সংশয়, লৌকিকতা আর অলসতার কাছে ফিরে যাও। আমল না করে নূরের আশা করা তো 'মরুভূমিতে মুক্তো খোঁজার' মতো। সেদিন তারা বাধার প্রাচীরে মাথা ঠুকবে। সত্য বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলের বিনিময় লাভ করবে।

জামাআত ত্যাগ করা অন্তরে নিফাক প্রবেশের কারণ : রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَأْتِهَا ، ثُمَّ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهَا ، ثُمَّ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ

'যে ব্যক্তি জুমআর আযান শুনে (জুমআয়) এল না। (পরের সপ্তাহে) পুনরায় জুমআর আযান শুনে এল না। তারপরে আবারও জুমআর আযান শুনে এল না, আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন এবং তার অন্তরকে মুনাফিকের অন্তর বানিয়ে দেন।'[২৪৭]

অন্তরে একবার মন্দ অভ্যাস শেকড় গেড়ে বসলে তখন আর গুনাহের প্রতি মানুষের কোনোরূপ ঘৃণা থাকে না। তবে তাওবার মাধ্যমে এ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় রয়েছে।

মুনাফিকের জন্য যাকাত প্রদান খুবই কঠিন ইবাদাত : আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ

'তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এ ছাড়া আর কোনো কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী, তারা নামাজে আসে অলসতার সাথে, ব্যয় করে সংকুচিত মনে।'[২৪৮]

---

২৪৭. আত তারগীব ওয়াত তারহীব : ৭৩৫। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে। সনদ সহীহ। অধ্যায় : জুমআ। অনুচ্ছেদ : বিনা অজুহাতে জুমআর নামাজ পরিত্যাগের ব্যাপারে সতর্কতা।

২৪৮. সূরা তাওবা ৯ : ৫৪

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ

'অতঃপর যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করা হয়, তখন তাতে কার্পণ্য করেছে এবং কৃত ওয়াদা থেকে ফিরে গেছে তা ভেঙে দিয়ে।'[২৪৯]

তাদের কৃপণতার জন্য দারিদ্র্য মোটেও দায়ী নয়। বরং পরকালীন পুরস্কারে ঈমান না থাকার কারণে মুনাফিক দান-সদকাকে অনর্থক খরচ মনে করে থাকে। অথচ রাসূল ﷺ বলেছেন, "وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ" "সদকা হলো (সঠিক ঈমানের) প্রমাণ"।[২৫০]

ঈমানের দলিল-প্রমাণ যেমন ঈমান বৃদ্ধি করে, ঠিক তেমনি ঈমানের শক্তিতে, আখিরাতের স্মরণে আর শয়তানের কুমন্ত্রণায় কান না দিয়ে যখন দান-সদকা করে যায়। তখন এই সদকা তার ঈমানকে আরও বাড়িয়ে দেয়। ঈমানের মধ্যে আরও দৃঢ়তা দান কারে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্যে, তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মতো, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়; অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হালকা বর্ষণই যথেষ্ট। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন।'[২৫১]

২৪৯. সূরা তাওবা ৯ : ৭৬
২৫০. সহীহ মুসলিম : ২২৩। আবু মালিক আশআরী رضي الله عنه হতে। অধ্যায় : পবিত্রতা। অনুচ্ছেদ : অযূর ফযীলত।
২৫১. সূরা বাকারা ২ : ২৬৫

ইবাদাত ভারী বা কঠিন মনে হলে বাঁচার উপায় কী?

এর জন্য বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা চাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهُ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الْمَالَ مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، فَمَنْ ضَنَّ مِنْكُمْ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، وَهَابَ الْعَدُوَّ أَنْ يُجَاهِدَهُ، وَاللَّيْلَ أَنْ يُكَابِدَهُ، فَلْيُكْثِرْ مِنْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা চরিত্রকে তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছেন। যেমন তোমাদের মাঝে রিযিক বণ্টন করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাআলা যাকে পছন্দ করেন দুনিয়া দান করেন। যাকে পছন্দ করেন না তাকেও দান করেন। তবে যাকে তিনি পছন্দ করেন না তাকে ঈমান দান করেন না। অতএব যে ব্যক্তি দান করতে কার্পণ্য করে, জিহাদের ময়দানে শত্রুকে ভয় করে এবং রাত জাগতে ভয় করে; সে যেন বেশি বেশি 'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার' বাক্যসমূহ দ্বারা জিকির করে।'[২৫২]

অর্থ ব্যয়ে কৃপণতা, জিহাদবিমুখ হয়ে বসে থাকা ও রাত জেগে ইবাদাত কঠিন মনে হওয়া মানুষকে ঈমান থেকে সরিয়ে নিফাকের দিকে ঠেলে দেয়। আর এসব কাজের দ্বারা মানুষ আল্লাহ তাআলাকে ভুলতে শুরু করে।

আল্লাহ তাআলা কী বলেন শুনুন :

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

২৫২. সিলসিলাতুস সহীহাহ : ২৭১৪। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ হতে। সিলসিলাতুস সহীহাহতে সনদ নিয়ে বিভিন্ন কিতাবের সূত্র উল্লেখ করে আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসটির সহীহ এবং দুর্বল উভয় প্রকার সনদই রয়েছে।

‘মুনাফিক নর-নারী সবারই গতিবিধি এক রকম; শেখায় মন্দ কথা, ভালো কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। আল্লাহকে ভুলে গেছে তারা, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন; নিঃসন্দেহে মুনাফিকরাই নাফরমান।’[২৫৩]

যখন তারা আল্লাহকে ভুলে গেল। তাদের জন্য আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা কঠিন হয়ে গেল।

তাই বেশি বেশি আল্লাহর জিকির হয়তো মানুষের আল্লাহ ভোলা রোগের প্রতিষেধক হতে পারে। হতে পারে জিকির তার অন্তরে আল্লাহর রাস্তায় খরচ, জিহাদ ও রাত্রি জাগরণের আগ্রহ ও যোগ্যতা তৈরি করবে।

৮

কাজ না করেও প্রশংসা ও গুণকীর্তন আশা করে

আবু সাঈদ খুদরী ﷺ বর্ণনা করেন,

أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانُوا إِذَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ، وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ، وَحَلَفُوا وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَنَزَلَتْ: لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ (آل عمران: ١٨٨)

‘রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় কতিপয় মুনাফিক ব্যক্তির অভ্যাস এই ছিল যে, নবী ﷺ যখন যুদ্ধের জন্যে বের হতেন তখন তারা পশ্চাতে থাকত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকাতেই তারা আনন্দ লাভ করত। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যাগমন করলে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে

২৫৩. সূরা তাওবা ৯ : ৬৭

অজুহাত পেশ করত, শপথ করত এবং আশা করত যেন তারা যা করেনি এমন কার্যের প্রশংসা করা হয়। তখন নাযিল হলো :

لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'তুমি মনে কোরো না, যারা নিজেদের কৃতকর্মের ওপর আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তারা আমার নিকট থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। বস্তুত তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (সূরা আলে-ইমরান ৩ : ১৮৮)'[২৫৪]

মুনাফিক আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যে আলসেমি দেখিয়েই বসে থাকে না। বরং যেসব কাজ করেনি তার জন্য প্রশংসা ও গুণকীর্তনের আশায় বসে থাকে।

৯

লোকদেরকে ইবাদাত পালনে নিরুৎসাহিত করে এবং তাদের আমল নিয়ে হাসিঠাট্টা করে

আল্লাহ তাআলা বলেন :

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ

'মুনাফিক নর-নারী সবারই গতিবিধি এক রকম; শেখায় মন্দ কথা এবং ভালো কথা থেকে বারণ করে।'[২৫৫]

অতএব যে ব্যক্তি অন্যকে গুনাহ ও নিষিদ্ধ বিষয়ের দিকে আহ্বান করে বুঝে নিতে হবে, তার মধ্যে নিফাকের স্বভাব রয়েছে। যে যুবক তার বন্ধুকে গুনাহের পথে ডাকে অবশ্যই সে নিফাকের মধ্যে রয়েছে।

---

২৫৪. সহীহ মুসলিম : ২৭৭৭। অধ্যায় : মুনাফিকের আলামত ও তাদের বিধান।

২৫৫. সূরা তাওবা ৯ : ৬৭

মুনাফিকদের স্বভাব বয়ান করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'সে সমস্ত লোক যারা ভর্ৎসনা-বিদ্রুপ করে সেসব মুসলমানদের প্রতি যারা মন খুলে দান-খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধু নিজের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া। অতঃপর তাদের প্রতি ঠাট্টা করে। আল্লাহ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।'[২৫৬]

মুনাফিকের দল দরিদ্র মুসলিম সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করার জন্য অর্থ ব্যয় নিয়ে কটাক্ষ করে থাকে। পাশাপাশি আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসা মুমিনগণকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতে কার্পণ্য করে না। তারা বসে বসে মুমিনগণের কীর্তিকলাপ দেখে আর ঠাট্টা করে। কেউ যদি বড় অঙ্কের সাহায্য করে, তারা বলে, 'লোকটা মানুষকে দেখাচ্ছে'। আর কোনো দরিদ্র ব্যক্তি সামান্য সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এলে বলে, 'পরিবার-পরিজনকে অভাবে রেখে উনি এসেছেন দীনের সাহায্য করতে'! তারা কি জানে, তাদের তামাশার চোখে 'ছোট ছোট এসব অনুদানই' আল্লাহ তাআলার পাল্লায় বড় ভারী?

এভাবেই মুনাফিকের দল দুই পাহাড়ের মাঝের ধূলিমলিন সরু পথে আটকা পড়ে থাকে। তাদের ভেতরে থাকা সংশয় আর অলসতা তাদেরকে পর্বতের শীর্ষ চূড়ায় উঠতে দেয় না। যেখানে রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদার মিনার। মানুষের চোখে হেয় ও অপদস্থ হওয়া ও অধঃপতনের গভীর খাদে তলিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও তারা খুঁজে বের করতে পারে না।

---

২৫৬. সূরা তাওবা ৯ : ৭৯

১০

আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও দীন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সংশয়ে ভোগা

এই রোগটি মহামারি আকার ধারণ করে বসে আছে। মুনাফিকের দল দীনের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য-সহযোগিতার কথায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। তারা মনে করে ধর্মীয় বিষয়গুলো উল্টো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বুদ্ধিজীবীগণ দীনের সম্ভাবনা নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ

'এবং যাতে তিনি কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারী এবং অংশীবাদী পুরুষ ও অংশীবাদিনী নারীদেরকে শাস্তি দেন, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে।'[২৫৭]

বস্তুবাদী মুনাফিকের দল কুফফারের শক্তিমত্তা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে কপাল কুঁচকে চিন্তা করে যে, ইসলাম তো শেষ। আর আল্লাহ তাআলাও কোনো সাহায্য করবেন না। এ সবই তাদের মিথ্যা ধারণা। আল্লাহ তাআলা এসব ঘৃণা করেন। তাদেরকে এ ধরনের মন্দ ধারণার পরিণাম ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

'তাদের জন্য মন্দ পরিণাম। আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন। এবং তাদের জন্যে জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল অত্যন্ত মন্দ।'[২৫৮]

আয়াতে উল্লেখিত বাক্যসমূহে আল্লাহ তাআলার প্রতি মন্দ ধারণার পরিণামে আল্লাহ তাআলার চরম অসন্তুষ্টি ও ভয়াবহ শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

---

২৫৭. সূরা ফাতাহ ৪৮ : ৬

২৫৮. সূরা ফাতাহ ৪৮ : ৬

মুনাফিকের দল মনে করে যে, আল্লাহ তাআলা নিজের দীনকে ধ্বংস করে দেবেন। প্রতিষ্ঠিত করবেন না। আর রাসূল ﷺ ও মুমিনগণ যুদ্ধে যুদ্ধে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এরপর ইসলাম আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

এ ব্যাপারে বেশ কিছু আয়াত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا

'বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মুমিনগণ তাদের বাড়ি-ঘরে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না এবং এই ধারণা তোমাদের জন্যে খুবই সুখকর ছিল। তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়েছিলে। তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়।'[২৫৯]

মুনাফিকের দল যখন কুফফার শক্তির দিকে তাকায়। তাদেরকে ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ও অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের বিপুল সম্ভার দেখতে পায়। আবার যখন ঈমানদারদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে তখন সংখ্যা ও প্রস্তুতিতে নগণ্য একটি দলই তাদের নজরে পড়ে। যাদের মূল শক্তি হলো আল্লাহ তাআলার জিকির এবং তাঁর সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস। মুনাফিকের দল এ অবস্থা দেখে এই বলে টিপ্পনী কাটে, 'গায়েবী সাহায্যের আশায় বসে থাকা এই ছন্নছাড়ার দল নাকি ট্যাংক, যুদ্ধবিমান আর মিসাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করবে?' আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'যখন মুনাফিকরা বলতে লাগল এবং যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত, এরা নিজেদের ধর্মের ওপর গর্বিত। বস্তুত যারা ভরসা করে আল্লাহর ওপর, (তারা নিশ্চিন্ত,) কেননা আল্লাহ অতি পরাক্রমশীল, সুবিজ্ঞ।'[২৬০]

---

২৫৯. সূরা ফাতাহ ৪৮ : ১২
২৬০. সূরা আনফাল ৮ : ৪৯

আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সংশয় নিফাকের অন্যান্য স্বভাবের অধিকাংশের কারণ

আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সাহায্যের ব্যাপারে সংশয় মানুষের মানসিকতাকে গুঁড়িয়ে দেয়, দৃঢ়তা ছিনিয়ে নেয় এবং আগ্রহ কমিয়ে দেয়। বিশেষ করে যখন সে এই কথাতেও সন্দেহ পোষণ করে বসে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা মুমিনগণকে সকল শত্রুর বিরুদ্ধে সহযোগিতা করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

'নিশ্চয় আমি সাহায্য করব রাসূলগণকে ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে।'[২৬১]

এই অবস্থার পর আপনি দেখবেন, তারা জিহাদ থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। কোনো বুদ্ধিমান কি ইসলামকে ক্ষতিকর জেনেও তার জন্য সংগ্রাম করতে পারে?

দেখবেন, তারা মিথ্যা বলে মুমিনদেরকে জিহাদবিমুখ করে কাফিরদের সাথে চুক্তি করতে বলবে।

দেখবেন, তারা পার্থিব হিসাব-নিকাশ কষে কাফিরদের শক্তিমত্তায় প্রভাবিত হয়ে তাদের আনুগত্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

দেখবেন, তারা আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে ফেলবে। কারণ দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার সাহায্যের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি আখিরাতে আল্লাহ তাআলার হুকুম ভাঙার শাস্তির বিষয়েও ইতিমধ্যে তারা সন্দিহান হয়ে পড়েছে।

মোটকথা, আল্লাহ তাআলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে সংশয় সৃষ্টি তাদেরকে সব ধরনের ঘৃণ্য ও মন্দ কাজে জড়িয়ে দেবে।

খন্দকের যুদ্ধের দিন মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন :

---

২৬১. সূরা মুমিন ৪০ : ৫১

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

'এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়।'[২৬২]

তাদের নেতৃবৃন্দের ভ্রষ্টাচারের কিছু নমুনা দেখুন :

ক) আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا

'এবং যখন তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরাববাসী (মদীনাবাসী), এটা টিকবার মতো জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চলো।'[২৬৩]

এই কথা বলে তারা জিহাদ থেকে সরে গেল।

খ) আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

'তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ি-ঘর খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা।'[২৬৪]

মুমিনদের সাথে মিথ্যা কথা বলল।

গ) আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا

২৬২. সূরা আহযাব ৩৩ : ১২
২৬৩. সূরা আহযাব ৩৩ : ১৩
২৬৪. সূরা আহযাব ৩৩ : ১৩

'যদি শত্রুপক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হতো, অতঃপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করত, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না।'[২৬৫]

কাফিরদের শরণাপন্ন হয়ে তাদের আনুগত্য মেনে নিল।

ঘ) আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُولًا

'অথচ তারা পূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। আল্লাহর অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।'[২৬৬]

আল্লাহ তাআলার সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল।

ইবনুল কাসীর ﷺ বলেন,

أَمَّا الْمُنَافِقُ فَنَجَمَ نِفَاقُهُ، وَالَّذِي فِي قَلْبِهِ شُبْهَةٌ أَوْ حسيكة لضعف حَالُهُ فَتَنَفَّسَ بِمَا يَجِدُهُ مِنَ الْوَسْوَاسِ فِي نَفْسِهِ لِضَعْفِ إِيمَانِهِ وَشِدَّةِ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ ضِيقِ الْحَالِ

'আহযাব বা খন্দকের কঠিন পরিস্থিতে মুনাফিকদের ভেতরে থাকা নিফাক হঠাৎ করে জেগে উঠল। বিপদের আভাস পেয়ে তাদের অন্তরে সন্দেহ ও নীচু ধারণার উদ্রেক হলো। ঈমানের দুর্বলতা ও সংকীর্ণতার দরুন তারা নানামুখী দ্বন্দ্বে পড়ে গেল।'[২৬৭]

খন্দকের যুদ্ধের সময় মুনাফিক মুতাব বিন কুশাইর বলে ওঠে,

كَانَ مُحَمَّدٌ يَعِدُنَا أَنْ نَأْكُلَ كُنُوزَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَأَحَدُنَا الْيَوْمَ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْغَائِطِ

'মুহাম্মাদ ﷺ আমাদের পারস্য সম্রাট কিসরা আর রোম সম্রাট কাইসারের

---

২৬৫. সূরা আহযাব ৩৩ : ১৪

২৬৬. সূরা আহযাব ৩৩ : ১৫

২৬৭. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৬/৩৪৮। সূরা আহযাব ৩৩ : ১১-১৩ এর ব্যাখ্যায়।

ধনভান্ডার ভোগ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। অথচ আমাদের কেউ আজ একা একা শৌচাগারে যাওয়ার ভরসাটুকুও পাচ্ছে না।’[২৬৮]

মুমিন আল্লাহ তাআলার সাহায্যের ব্যাপারে মোটেও সংশয়ে ভোগে না

প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ খন্দকের কঠিন সময়ে মুমিনগণকে উল্লেখিত শহরগুলো বিজয়ের সুসংবাদ দান করেন। এবং তারা তা বিনা বাক্যব্যয়ে বিশ্বাস করে নেন। সূরা আহযাবে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের আলোচনার পর বলেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً

‘যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।’[২৬৯]

এ ছাড়াও মুমিনগণের সত্যবাদী মানসিকতার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

‘যখন মুমিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখল, তখন বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল।’[২৭০]

---

২৬৮. সীরাতে ইবনে হিশাম : ২/২২২। অধ্যায় : খন্দক যুদ্ধ। তবে কারও কারও মতে মুতাব বিন কুশাইর এ কথা বলেনি। বরং সে বলেছিল, ‘আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না’। (সূরা আলে-ইমরান ৩ : ১৫৪)। তা ছাড়া তার নাম নিয়েও মতভেদ আছে। কেউ কেউ মুতাব বিন বুশাইর’ বলেছেন। বিস্তারিত : উসুদুল গাবাহ : ৫/২১৬। জীবনী নং ৫০১৭। আল ইস্তিআব : ৩/১৪২৯। জীবনী নং ২৪৫৬।

২৬৯. সূরা আহযাব ৩৩ : ২১

২৭০. সূরা আহযাব ৩৩ : ২২

অতএব ঈমানের সাথে নিরাশা থাকতে পারে না। আপনি কি ইবরাহীম ﷺ-এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা কি বলেছেন তা জানেন না? তিনি বলেন :

قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ

'তিনি বললেন, পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয়?'[২৭১]

ইয়াকূব ﷺ-এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

'বৎসগণ, যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ করো এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হোয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না।'[২৭২]

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেছেন,

الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ

'মারাত্মক কবীরা গুনাহ হলো : আল্লাহর সাথে শিরক করা, আল্লাহ তাআলার ধরপাকড় হতে নিজেকে নিরাপদ মনে করা, আল্লাহ তাআলার রহমত হতে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহ তাআলার দেয়া সুযোগ হতে নিরাশ হওয়া।'[২৭৩]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সাহায্য হতে নিরাশ হওয়া।

এই দীন আল্লাহ তাআলার সাহায্যপ্রাপ্ত দীন। সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে হারিয়ে যাওয়ার মানসিকতা না থাকায় এই দীনের অনুসারীদের হয়তো অপরিচিত ও দুর্বল মনে হতে পারে। তবে কখনোই নিশ্চিহ্ন বা নিঃশেষিত নয়। মুহাম্মাদ ﷺ-এর খাঁটি

২৭১. সূরা হিজর ১৫ : ৫৬

২৭২. সূরা ইউসুফ ১২ : ৮৭

২৭৩. মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৩৯২। অধ্যায় : ঈমান। অনুচ্ছেদ : কবীরা গুনাহ। সনদ সহীহ।

উম্মাত কখনোই পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে না। বরং এই দীন ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি অজ্ঞতা অবহেলার দরুন কোনো অপরিণামদর্শী যদি সামান্য ক্ষতিও করতে চায়। তবে তা হবে ফুঁ দিয়ে সূর্যের আলো নিভিয়ে দেয়ার মতো চরম বোকামি ও আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٨) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

'তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন; যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। তিনি তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব ধর্মের ওপর প্রবল করে দেন; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।'[২৭৪]

এই দীন আল্লাহ তাআলার সাহায্যপ্রাপ্ত দীন। রাসূল ﷺ বলেছেন,

بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ، وَالتَّمْكِينِ فِي الْبِلَادِ، وَالنَّصْرِ، وَالرِّفْعَةِ فِي الدِّينِ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا، فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ

'এই উম্মাহকে সমৃদ্ধির সুসংবাদ দাও। বিভিন্ন দেশ বিজয়ের সুসংবাদ দাও। দীনের ব্যাপারে সাহায্য ও মর্যাদার সুসংবাদ দাও। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার লোভে আখিরাতের আমল করবে, তার জন্য আখিরাতে কিছুই নেই।'[২৭৫]

অতএব যে ব্যক্তি দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের নেশায় দীনের কাজ করে সে যেন এ কথা মনে করে যে, দীনের স্বার্থ বেকার। তাই এর জন্য কষ্ট করার কোনো মানে হয় না। (এই সব আমল দিয়ে মানুষের চোখে যদি দামি কিছু হওয়া যায়, তবে শূন্য হাতে ফেরার চেয়ে তা-ই ভালো)।

---

২৭৪. সূরা সফ ৬১ : ৮, ৯

২৭৫. মুসনাদে আহমাদ : ২১২২৪। উবাই বিন কাব ﷺ হতে। অধ্যায় : মুসনাদু উবাই বিন কাব। বুখারীর শর্ত অনুযায়ী সনদ সহীহ।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ

'অবশ্যই এই দীন দিন-রাত্রির ব্যাপ্তি পর্যন্ত (পুরো পৃথিবীতে) পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তাআলা কোনো কাঁচা পাকা ঘর বাকি রাখবেন না যেখানে এই দীনকে তিনি পৌঁছাবেন না; সম্মান বা অসম্মান দিয়ে হলেও পৌঁছাবেন। সম্মানী ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা ইসলামের মাধ্যমে সম্মান দান করবেন। আর অসম্মানী ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কুফরের কারণে অসম্মানিত করবেন।'[২৭৬]

ওপরে উল্লেখিত হাদীস দুটিতে রাসূল ﷺ কনস্টান্টিনোপল ও পরবর্তীকালে রোম বিজয়ের সুসংবাদ দান করেন। রাসূল ﷺ-এর সুসংবাদের ৮০০ বছর পরে কনস্টান্টিনোপল তথা আজকের ইস্তাম্বুল ও তুর্কিস্তান বিজিত হয়। রোমান সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙে এর আগেই অবশ্য মুসলমানদের পতাকা পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের স্থান দখল করে নেয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মুসলমানদের অর্জিত এ সম্মান চিরতরে মিটে যেতে পারে না। অতিসত্বর কুফফার শক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের লড়াই ফিরিয়ে দেবে আমাদের হারানো মানচিত্র । বরং এরচেয়েও বেশি কিছু ইনশাআল্লাহ। আমরা আল্লাহু আযযা ওয়া জাল্লার কাছে সেই সৌভাগ্য কামনা করি। আমীন!

এতকিছুর পরও যারা আল্লাহ তাআলার ওয়াদার ব্যাপারে সন্দিহান : আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ

'যে ধারণা করে যে, আল্লাহ কখনোই ইহকালে ও পরকালে রাসূলকে সাহায্য

২৭৬. মুসনাদে আহমাদ : ১৬৯৫৭। তামীম দারী ﷺ হতে। অধ্যায় : মুসনাদু তামীম দারী ﷺ। মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সনদ সহীহ।

করবেন না, সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক; এরপর কেটে দিক; অতঃপর দেখুক তার এই কৌশল তার আক্রোশ দূর করে কি না।'[২৭৭]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার প্রতি যার মন্দ ধারণা রয়েছে নিশ্চিতভাবেই সে এই ধারণা রাখে যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর নবী ﷺ ও তাঁর দীনকে অপদস্থ করবেন (নাউযুবিল্লাহ)।

তাই যদি কারও ইসলাম, মুহাম্মাদ ﷺ ও মুসলমানদের উন্নতি ও বিজয়ে কষ্ট হয়। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা যদি কারও সন্দেহ ও আতঙ্ক দূর করতে না পারে, ইসলামের প্রতি কোনো কাফিরের আক্রোশ যদি না মিটে, তাহলে সে যেন বাড়ির ছাদে রশি ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে মনের জ্বালা জুড়ায়।[২৭৮]

আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন

প্রিয় মুমিন ভাই, বর্তমান পৃথিবীতে বাতিলের জয়জয়কার এবং তাদের সমৃদ্ধি হয়তো আপনাকে ভড়কে দিতে পারে। তাদের অবস্থা দেখে আপনি হয়তো ভেবেই কূল পান না যে, দীনের সংশোধনে আধুনিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা ছাড়া আল্লাহর সাহায্য কীভাবে আসবে? হ্যাঁ ভালো কথাই ভেবেছেন আপনি। তবে আমি বলব নিচের আয়াতে কারীমা দিয়ে নিজেকে একটু সান্ত্বনা দিন।

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

'আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[২৭৯]

আল্লাহ তাআলা যা কিছু করতে চান তার উপাদান, পরিমাণ ও পদ্ধতি তিনি এমন সূক্ষ্ম কৌশলে ব্যবস্থা করেন যা কেউ ধারণাও করতে পারে না। সীমাহীন যন্ত্রণা থেকে তিনি ঈর্ষণীয় প্রশান্তি দিতে পারেন। দুর্বলকে ইজ্জত ও ক্ষমতার মসনদে বসিয়ে দিতে পারেন অনায়াসে।

---

২৭৭. সূরা হাজ্জ ২২ : ১৫

২৭৮. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৫/৩৫৩। সূরা হাজ্জ ২২ : ১৫ এর ব্যাখ্যায়। তবে কারও কারও মতে 'সে যেন আসমানে চড়ে আসল ব্যাপারটা দেখে আসে' বোঝানো হয়েছে। তাফসীরে ইবনে কাসীরে উভয় বর্ণনাই রয়েছে।

২৭৯. সূরা ইউসুফ ১২ : ১০০

উল্লেখিত আয়াতটি সূরা ইউসুফে নবী ইউসুফ ﵇-এর ঘটনা প্রসঙ্গে এসেছে। ইউসুফ ﵇-কে আল্লাহ তাআলা জেলখানার আঁধারঘেরা চার দেয়াল হতে বের করে বিচারকের মর্যাদাপূর্ণ আসনে বসিয়ে দিয়েছেন। বেশি কিছু করেননি। বাদশাহকে শুধু একটি স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

'আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়!'

তিনি সেই মহান সত্তা যিনি ফিরআউনের মতো শক্তিশালী তাগুতকে পানিতে ডুবিয়ে মেরে তার রাজত্ব মূসা ﵇-এর হাতে তুলে দিয়েছেন।

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

'আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

তিনি সেই পবিত্র সত্তা যিনি বনু কুরাইজার বিশ্বাসঘাতকতার দিন নুআইম বিন মাসউদ ؓ-এর অন্তরে ঈমানের নূর দান করেন। অতঃপর নুআইম বিন মাসউদ ؓ-এর কৌশলী ফাঁদে পা দিয়ে ইয়াহুদীরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এবং অনায়াসে মুসলমানদের বিজয় হয়। [২৮০]

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

'আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

তিনি সেই পবিত্র সত্তা, যিনি মিসরের বিবদমান ফাতিমী সম্প্রদায়ের ক্ষমতা নুরুদ্দীন জঙ্গী ؒ-এর হাতে দান করেন। অতঃপর তাঁর হাত ধরে ইতিহাসখ্যাত বীরপুরুষ সালাহুদ্দীন আইয়ূবী ؒ-এর আগমন ঘটে। যিনি ক্রুসেডারদের নাকানি-চুবানি খাইয়ে নাস্তানাবুদ করে ছাড়েন।

---

২৮০. নুআইম বিন মাসউদ ؓ ছিলেন বনু গাতফানের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি মূলত মক্কা ও মদীনার কাফিরদের মধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু হিদায়াতের নূর তাকে ইসলামের পক্ষে ব্যবহার করে মুসলমানদের বিজয়ের জন্য কবুল করেন। সীরাতে ইবনে হিশাম : ২/২২৯। খন্দক যুদ্ধ অধ্যায়। আল ইস্তিআব : ৪/১৫০৮। জীবনী নং ২৬২৯। উসুদুল গাবাহ : ৫/৩২৮। জীবনী নং ৫২৮১।

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

'আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি সাইফুদ্দীন কুতুয ﷺ-এর মধ্যে অমিত সাহসের বারুদ ঠেসে দিয়ে অপরাজেয় তাতার বাহিনীকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন।

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

'আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

তিনি সেই পবিত্র সত্তা, যিনি ক্ষুদ্র চেচেনিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে আসা পরাশক্তি রাশিয়াকে টুকরো টুকরো করে নাভিশ্বাস তুলে পালাতে বাধ্য করেছেন।

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

'আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

তিনি সেই মহান সত্ত্বা, যিনি রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সহায়তার নামে আফগানিস্তানে জেঁকে বসা মার্কিন পরাশক্তিকে আফগান মরুর মরীচিকায় দিশেহারা করে রেখেছেন। আফগান মুজাহিদগণের ক্রমাগত চপেটাঘাতে তারা এখন দুচোখে সর্ষে ফুল দেখছে। দুআ করি আল্লাহ তাআলা যেন আফগানিস্তানকে মার্কিনদের পশ্চাদ্দেশের বিষফোড়া বানিয়ে দেন। যার সুসংবাদ ইতিমধ্যেই আমরা পেতে শুরু করেছি।

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

'আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

এ ছাড়াও কাফিরদের চক্রান্ত তাদের দিকেই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসার অনেক উদাহরণ রয়েছে। তাদের শক্তিমত্তাই তাদের ভরাডুবির কারণ হয়েছে এমন বহু ইতিহাস রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

'কুচক্র কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে। [২৮১]'

---

২৮১. সূরা ফাতির ৩৫ : ৪৩

অন্যত্র বলেন :

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

'তারা যেমন ছলনা করত তেমনি আল্লাহও ছলনা করতেন। বস্তুত আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম।'[২৮২]

তারা তাদের দুর্বল ও সীমাবদ্ধ মানবিক বুদ্ধি খাটিয়ে আসমান ও জমিনের পরাক্রমশালী প্রতিপালকের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে চায়! আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا

'তারা ভীষণ চক্রান্ত করে, আর আমিও কৌশল অবলম্বন করি।'[২৮৩]

আল্লাহর রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করার হীন মানসে তারা সম্পদ লুটিয়ে দেয়। কিন্তু ফলাফল হয় হিতে বিপরীত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

'নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফির, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধাদান করতে পারে আল্লাহর পথে। বস্তুত এখন তারা আরও ব্যয় করবে। তারপর তা-ই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফির তাদেরকে দোযখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।'[২৮৪]

তাই প্রিয় মুমিন ভাই, 'আল্লাহ তাআলা কীভাবে দীনের সাহায্য করবেন' এই চিন্তায় ঘুম নষ্ট না করে আপনি বরং দীনের যে জামাআতকে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করবেন তাদের একজন হওয়ার চেষ্টা করুন। এই উম্মাহর পুনরুত্থানে যেন আপনার অবদান থাকে তা নিশ্চিত করুন। হোক তা আপনার মৃত্যুর পর। আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আপনাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন!

---

২৮২. সূরা আনফাল ৮ : ৩০

২৮৩. সূরা তারিক ৮৬ : ১৫, ১৬

২৮৪. সূরা আনফাল ৮ : ৩৬

১১

দুনিয়ার প্রতি লোভ ও বিপদাপদে ক্ষোভ প্রকাশ করা

মুনাফিক দীনের প্রতি তখনই সন্তুষ্ট থাকে যখন দীন তার পার্থিব লাভের কারণ হয়। দীনের সাথে থাকার জন্য এটা তার অন্যতম শর্ত। কেনই-বা হবে না? তার দৃষ্টি তো কেবল দুনিয়া ও দুনিয়াবী স্বার্থেই সীমাবদ্ধ। আখিরাতের বিনিময় তো চিন্তাভাবনায় নেই। কারণ, তারা আখিরাতের সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান। মুনাফিকদের স্বভাব বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

'তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সদকা বণ্টনে আপনাকে দোষারোপ করে। এর থেকে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়।'[২৮৫]

কতবার তারা রাসূল ﷺ -কে "اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ" "হে মুহাম্মাদ, ইনসাফ করুন। কেননা, আপনি ইনসাফ করছেন না" বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছে![২৮৬]

অন্যায়ভাবে লোভ, লালসা আর উচ্চাশার মোহে অন্ধ হয়ে কতবার তারা এমন জঘন্য বাক্য দ্বারা রাসূল ﷺ-এর বিশাল অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করেছে!

মুনাফিক এমনই হয়ে থাকে। দীনের তুলনায় দুনিয়ার পরিমাণ ভেদে তার সুখ-দুঃখ ওঠানামা করে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিতে তার কিছু যায়-আসে না। সে ইসলামকে তার পার্থিব স্বার্থ হাসিলের মাধ্যম বানিয়ে নেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ

---

২৮৫. সূরা তাওবা ৯ : ৫৮

২৮৬. সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৭২। জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ হতে। সনদ সহীহ। অধ্যায় : ভূমিকা। অনুচ্ছেদ : খারিজী সম্প্রদায়ের আলোচনা।

فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদতের ওপর কায়েম থাকে এবং যদি কোনো পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।'[২৮৭]

উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ-এর অভিমত বর্ণনা করেন,

قَالَ: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ» (الحج: ١١) قَالَ: « كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ المَدِينَةَ، فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ غُلاَمًا، وَنُتِجَتْ خَيْلُهُ، قَالَ: هَذَا دِينٌ صَالِحٌ، وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُهُ، قَالَ: هَذَا دِينُ سُوءٍ

'তিনি "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَىٰ حَرْفٍ" সম্পর্কে বলেন, কোনো ব্যক্তি মদীনায় আগমন করত, যদি তার স্ত্রী পুত্রসন্তান প্রসব করত এবং তার ঘোড়া বাচ্চা দিত, তখন বলত এ দীন ভালো। আর যদি তার স্ত্রীর গর্ভে পুত্রসন্তান না জন্মাত এবং তার ঘোড়াও বাচ্চা না দিত, তখন বলত, এটা মন্দ দীন।'[২৮৮]

দুর্ভাগার দল পার্থিব প্রাপ্তিকেই ইসলামের সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দের নির্ণায়ক বানিয়ে বসে আছে। ভালো কিছু পেলে ইসলামকে সত্য ও কল্যাণকর বলে মেনে নেয়। পক্ষান্তরে কোনোরূপ বিপদের আভাস পেলে আশাহত হয়ে ইসলামকে মিথ্যা ও মন্দ ভাবতে দুবার ভেবে দেখে না। কত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি!

জীবন চলার পথে আমরাই তো কত মানুষকে দেখি যে, সামান্য বিপদাপদেই আল্লাহ তাআলার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকে। তারা আল্লাহ তাআলার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করে নিজেদের দুঃখ-কষ্টের জন্য আল্লাহকেই দায়ী করে বসে! (নাউযুবিল্লাহ)

---

২৮৭. সূরা হাজ্জ ২২ : ১১

২৮৮. সহীহ বুখারী : ৪৭৪২। অধ্যায় : তাফসীর। অনুচ্ছেদ : সূরা হাজ্জ ২২ : ১১ এর ব্যাখ্যা।

রাসূল ﷺ বলেন,

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ،

'লাঞ্ছিত হোক দিনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম এবং শালের গোলাম। তাকে দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এরা লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক। (তাদের পায়ে) কাঁটা বিদ্ধ হলে তা কেউ তুলে দেবে না।'[২৮৯]

দিনার ও দিরহামের গোলাম (সম্পদলোভী) সম্পদের হিসাব-নিকাশ কষে চলাফেরা করে। ইসলামের খোলস ছেড়ে আসল রূপে কখনোই দেখা দেয় না। বরং অবস্থা বুঝে রূপ পরিবর্তন করে। ইসলামের সুবিধা আদায় করার ধান্দায় থাকে। চার হাতপায়ে কুকুরের মতো অর্থের পেছনে ছোটে। এই লোভাতুর ছোটাছুটিতে কখনো কখনো সে মুসিবাতের চোরা কাঁটায় বিদ্ধ হয়। আর রাসূল ﷺ এই ব্যাপারেই দুআ করেছেন যে, 'তার সে কাঁটা যেন বের না হয়।'

উল্লেখিত হাদীসের শেষাংশে এসে রাসূল ﷺ আল্লাহ তাআলার মুমিন বান্দার জন্য দুআ করেছেন। যারা দুনিয়ার গোলাম বনে যাননি তাদের জন্য দুআ করেছেন। তিনি বলেন,

طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الحِرَاسَةِ، كَانَ فِي الحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ

'ওই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যার মাথার চুল উষ্কখুষ্ক এবং পা ধূলিমলিন। তাকে পাহারায় নিয়োজিত করলে পাহারায় থাকে আর (দলের) পেছনে পেছনে রাখলে পেছনেই থাকে। সে কারও সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না এবং কোনো বিষয়ে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ কবুল করা হয় না।'[২৯০]

---

২৮৯. সহীহ বুখারী : ২৮৮৭। আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে। অধ্যায় : জিহাদ। অনুচ্ছেদ : আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে পাহারা দেয়া।
২৯০. সহীহ বুখারী : ২৮৮৭। আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে। অধ্যায় : জিহাদ। অনুচ্ছেদ : আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে পাহারা দেয়া।

মুমিন বান্দার উষ্কখুষ্ক চুল, ধূলিমলিন পদযুগল আর ঘোড়ার লাগামে হাত রেখে জিহাদের ডাকে ছুটে যাওয়ার মধ্যেই আল্লাহ তাআলার রাস্তায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার ঈমানী মানসিকতার সুস্পষ্ট আলামত প্রকাশ পায়। আর এসবের বিনিময়ে সে দুনিয়ার সম্পদ কিংবা সামান্য সম্মানেরও আশা করে না। বরং এত ত্যাগস্বীকারের পরও যদি আমীরের কাছে কোনো আবদার করে, তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কারও ব্যাপারে সুপারিশ করলে অপমানজনকভাবে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

দেখা যায় আমীরের নিকট এসে একজন সাধারণ মুজাহিদ বলে, 'আমীর, আমার সন্তানের অসুস্থতার সংবাদ এসেছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি তাকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে আবার রণাঙ্গনে ফিরে আসব'।

আমীর তা প্রত্যাখ্যান করে তাকে জিহাদের ময়দানে বহাল থাকার নির্দেশ দেন। তখন হয়তো অন্য কোনো মুজাহিদ ভাই নিজের সাথির ত্যাগতিতিক্ষার প্রতি সম্মান দেখিয়ে তার জন্য সুপারিশ করতে এগিয়ে আসে। কিন্তু আমীর উভয়কেই ফিরিয়ে দেয়। এতে হয়তো তার মন ভেঙে যায়।

কিন্তু তাই বলে কি সে জিহাদের শপথ ভেঙে ময়দান ছেড়ে চলে যাবে? না, বরং এর বিপরীত চিত্র দেখা যাবে। আমীরের নির্দেশ সে আরও দৃঢ়ভাবে পালন করার চেষ্টা করবে। আমীর যদি বলে, 'মুসলিম বাহিনীর সবার ঘুমের সময় তাকে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা রাখতে হবে'। সে তা-ই করবে। যদি বলে, 'সবার পেছনে থেকে ফেলে আসা জিনিসপত্র আর রয়ে যাওয়া সৈন্যদের জড়ো করে নিয়ে আসতে হবে'। সে তা-ই মেনে নেবে। এসব ব্যাপারে সে ইজ্জত-সম্মানের পরোয়া করবে না। নিজেকে মিটিয়ে দিয়ে এ সবকিছু আমিরের নির্দেশে করছে না। করছে আমীরের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য। আর আমীরের কাছে সে কোনো বিনিময় বা সম্মানও চায় না। চায় তো আমীরের রব আল্লাহ তাআলার কাছে। খুব শীঘ্রই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি তাকে বরণ করে নেবে। তার জন্যই রাসূল ﷺ সৌভাগ্যের দুআ করেছেন। মুমিন এভাবেই সকল কাজে এগিয়ে যায়। সব বিষয়ে ত্যাগস্বীকার করে। দুনিয়াতে ফলাফল পেতে দেরি হলে কিংবা আখিরাতের জন্য তা তোলা থাকলেও সে আল্লাহ তাআলার প্রতি মনঃক্ষুন্ন হয় না।

পক্ষান্তরে মুনাফিক কোনো কাজের বিনিময় দুনিয়াতে হাতেনাতে না পাওয়া পর্যন্ত সামনে এগোতে নারাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ

'তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে, আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও।'

হুদাইবিয়ার ঘটনায় মুনাফিকের দল পেছনে রয়ে যায়। এই ঘটনা সন্ধিতে গড়ালে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সাথে খাইবারের গনীমতের ওয়াদা করেন। খাইবারের বিজয় ও গনীমতের ওয়াদার সংবাদ শুনতেই তারা ছুটে আসে। কেন এসেছে? কারণ, এখানে সম্পদ আছে। আছে দুনিয়া। কিন্তু হুদাইবিয়াতে এসব ছিল না। তাই হুদাইবিয়া নিয়ে তাদের কোনো আগ্রহও ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাদের এমন 'মামাবাড়ির' আবদার ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন : "يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللهِ" "তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়"।

আল্লাহ তাআলা শুধু হুদাইবিয়াতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য খাইবারের ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন :

قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا

'বলুন, তোমরা কখনো আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ পূর্ব থেকেই এরূপ বলে দিয়েছেন।'

এ কথা শুনতেই মুনাফিকের দল মুমিনদের বিরুদ্ধে অপবাদের তির ছুড়ে বসল। তারা বলল, 'মুমিনগণ নিজেরা দুনিয়া লাভের আশায় আমাদেরকে খাইবারে যেতে বাধা দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা উত্তর দিলেন :

بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا

'বরং তারা সামান্যই বোঝে।'[২৯১]

---

২৯১. সূরা ফাতাহ ৪৮ : ১৫ পুরোটা মিলেই এক আয়াত।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিয়্যাত পরিবর্তনের আরও একটি সুযোগ দান করেন। দুনিয়ামুখী ধ্যানধারণা ছেড়ে দীনের প্রতি ত্যাগী মানসিকতা গড়ে তুলে পবিত্র হওয়ার একটি সুযোগ আল্লাহ তাআলা দান করলেন। তিনি বলেন :

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا

'গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিন, ভবিষ্যতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহূত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন করো, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেবেন।'

উত্তম পুরস্কারের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল জারীর তাবারী ﷺ বলেন,

يُعْطِيْكُمُ اللهُ عَلَى إِجَابَتِكُمْ إِيَّاهُ إِلَى حَرْبِهِمُ الْجَنَّةَ، وَهِيَ الْأَجْرُ الْحَسَنُ

'আয়াতে উল্লেখিত যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে জান্নাত দান করবেন। এটাই উত্তম পুরস্কার।'[২৯২]

আল্লাহ তাআলা পেছনে পড়ে থাকাদের জন্য যে সুযোগ ঘোষণা করেছেন তার বিনিময়ে তিনি দুনিয়ার কোনো সম্পদের ঘোষণা দেননি। যেমন দিয়েছেন হুদাইবিয়াতে অংশ নেয়া মুসলমানদের জন্য খাইবারের ঘোষণা। এখন যদি তারা জান্নাতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকে, তবে আয়াতে উল্লেখিত পরাক্রমশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়ে তার সত্যতা প্রমাণ করুক।

আর যদি না করে আবার পিছিয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

'আর যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো, যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।'[২৯৩]

২৯২. তাফসীরে তাবারী : ২১/২৭০। সূরা ফাতাহ ৪৮ : ১৬ এর ব্যাখ্যায়।

২৯৩. সূরা ফাতাহ ৪৮ : ১৬

দুনিয়ার বিনিময়ে দীন বিক্রয় সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন,

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

'আঁধার রাতের মতো ফিতনাহ আসার আগেই তোমরা সৎ আমালের দিকে ধাবিত হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে বিকালে কাফির হয়ে যাবে। বিকেলে মুমিন হলে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দীন বিক্রি করে বসবে।'[২৯৪]

আল্লাহর রাস্তায় কুরবানীর প্রস্তুতি না থাকা : যে ব্যক্তি ইসলামের সাথে দুনিয়াবী স্বার্থকে জুড়ে দেবে, সে কখনোই নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় জান-মালের কুরবানীর জন্য প্রস্তুত করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

'কিছু লোক বলে, আমরা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি; কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে।'

মুখে মুখে ঈমান আনা খুবই সহজ। কিন্তু ঈমানের পথে যখন কষ্ট-মুসিবত আসে তখন তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। দুর্বল চিত্তের কারণে তখন তারা দীন ছেড়ে দেয়। তাদের কাছে দুনিয়ার সামান্য দুঃখ-কষ্টই আখিরাতে আল্লাহ তাআলার কঠিন আযাবের বরাবর মনে হয়। তাই তারা দুনিয়ার সামান্য কষ্ট-মুসিবত থেকে বাঁচার পথ অবলম্বন করে নেয়। আল্লাহ তাআলার আযাবের কথা মাথায় রেখেই তারা এসব করে।

তারা যদি এই অবস্থায় একটু ধৈর্য ধরত! আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ

---

২৯৪. সহীহ মুসলিম : ১১৮। আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে। অধ্যায় : ঈমান। অনুচ্ছেদ : ফিতনাহ আসার আগেই আমলের দিকে ধাবিত হওয়া।

'যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে কোনো সাহায্য আসে তখন তারা বলতে থাকে, আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম।'[২৯৪]

যখনই মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট কেটে গিয়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সাহায্য আসে। তখন মুনাফিকের দল আবার ঈমানদারদের কাছে ফিরে আসে। ফিরে এসে তারা নিজেদের ঈমানদার বলে দাবি করে। এ সবই মুসলমানদের সুদিনকে পুঁজি করে নিজেদের দুনিয়া কামানোর ধান্দা!

তারা আল্লাহ তাআলা ও মুমিনদের সাথে ধোঁকাবাজি করতে চায়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (١٠) وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (١١)

'বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন? আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিশ্চয় জেনে নেবেন যারা মুনাফিক।'[২৯৬]

অতএব মুনাফিক আর মুমিনকে আলাদা করে চিনতে পারা এখন আর কঠিন কিছু নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

'নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে দেয়া পর্যন্ত আল্লাহ এমন নন যে, ঈমানদারগণকে সে অবস্থাতেই রাখবেন যাতে তোমরা রয়েছ।'[২৯৭]

দীনের পথে ত্যাগ স্বীকারকারীদের তুলনায় মুনাফিক খুবই নগণ্য। সে কোনোভাবেই এই পথে কঠিন পরীক্ষা দেয়ার যোগ্যতা রাখে না। কঠিন তো দূরের কথা সামান্য কষ্ট করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়।

---

২৯৫. সূরা আনকাবুত ২৯ : ১০
২৯৬. সূরা আনকাবুত ২৯ : ১০, ১১
২৯৭. সূরা আলে-ইমরান ৩ : ১৭৯

একবার এক নির্বোধ যুবককে দেখলাম জুমআর সময় তার জুতা চুরি হয়ে গেছে। এ নিয়ে সে খুব চিৎকার চেঁচামেচি করল। আজকের পর আর মসজিদে নামাজ আদায় করতে আসবে না বলে খুব শাসাল। সে নিশ্চয়ই জানে না, কে তার জুতা চুরি করেছে? তবে কি সে এসব বলে জুতাচোরকে শাসাচ্ছে? কে নামাজ আদায় করল আর কে করল না তাতে চোরের কী আসে যায়? তার কাজ তো চুরি করা।

নাকি সে আল্লাহ তাআলাকে ভয় দেখাচ্ছে? আল্লাহ তাআলা তো 'গনিইয়ুন হামীদ' প্রশংসিত ধনী সত্তা। সমস্ত সৃষ্টিকুল মিলে সবচেয়ে খারাপ লোকটির মতো হয়ে গেলেও তাঁর রাজত্বে কিছু কমবে না।[২৯৮] কিন্তু মুনাফিক তো আর তা বুঝবে না।

একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়ার অপরাধে একজন মহিলাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে।[২৯৯]

আর হারানো জুতার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ না করার কারণে কত লোক যে জাহান্নামে যাবে তা আল্লাহই ভালো জানেন। আমার বুঝে আসে না, যারা সামান্য জুতার শোক সইতে পারে না তারা আল্লাহর রাস্তায় কীভাবে কষ্ট করবে? আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

'আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, অতঃপর মারে ও মরে।'[৩০০]

যার অন্তরে নিফাক রয়েছে সে কঠিন বিপদে কোনোভাবেই স্থির থাকতে পারবে না। বরং সামান্য পার্থিব সুবিধা দেখলেই সে অধৈর্য হয়ে পড়ে। পার্থিব বিষয়টি

---

২৯৮. সহীহ মুসলিম : ২৫৭৭ নং হাদীসের অংশ। হাদীসটি হাদীসে কুদসী। আবু যর গিফারী ﷺ হতে। অধ্যায় : সদ্ব্যবহার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার। অনুচ্ছেদ : জুলুম (অত্যাচার) করা হারাম।

২৯৯. সহীহ বুখারী : ২৩৬৪। আসমা বিনতু আবী বাকার ﷺ হতে। অধ্যায় : সেচ। অনুচ্ছেদ : পানি পান করানোর ফযীলত।

৩০০. সূরা তাওবা ৯ : ১১১

হারাম হলেও মুনাফিক তার পরোয়া করে না। যেমন : সুদ বা হারাম পণ্য কেনাবেচা করা। যদি তাকে বলা হয়, 'এটা তো হারাম'। তৎক্ষণাৎ পাল্টা প্রশ্ন করে বসে, 'তাহলে বিকল্প কী? বিকল্প কিছু আছে?

বিকল্প হলো দুনিয়াবী এসব সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করে ধৈর্যধারণ করা। বিকল্প হলো আল্লাহ তাআলা যা দিয়েছেন বা বিনিময়ে যা রেখেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। কিন্তু মুনাফিকের দল তো আর তা বোঝে না।

আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থা চিন্তা করে দেখি। যখন বলা হয়, 'এটা হারাম, বাদ দাও'। আমরা কি তখন 'আচ্ছা ঠিক আছে' বলে মেনে নিই? কষ্ট স্বীকার করি? নাকি প্রশ্ন তুলি, 'তাহলে বিকল্প কী'? যদি প্রশ্ন তুলে থাকি, তাহলে বুঝতে হবে আমার মধ্যে নিফাক আছে।

এখানে আমি আল্লামা ইবনুল কায়্যিম ﵀-এর কিছু অমূল্য বাণী তুলে ধরতে চাই। কথাগুলো তিনি 'আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে মন্দ ধারণার' ব্যাপারে বলেছেন। এটা একটা রোগ। যারা আল্লাহু আযযা ওয়া জাল্লার হক বা অধিকার সম্পর্কে জানেন না এই রোগ তাদের নিফাকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন মানুষের ভেতরে থাকা দূষিত ও কলুষিত শব্দে এবং আচরণে এর প্রকাশ ঘটতে থাকে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আল্লাহ তাআলার সত্তা, গুণ ও মর্যাদায় বিশ্বাসী কোনো অন্তর থেকে এসব বের হতে পারে না।

ইবনুল কায়্যিম ﵀ বলেন,

আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমতপ্রাপ্ত কিছু মানুষ ব্যতীত বাকি প্রায় সবাই-ই আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করে থাকে। অধিকাংশ মানুষই মনে করে, 'সে একজন হতভাগা। দুর্ভাগা। আল্লাহ তাআলা তাকে যা কিছু দান করেছে সে এরচেয়েও বেশিকিছু পাওয়ার অধিকার রাখে। তার কথাবার্তার ধরন শুনলে মনে হয় যে সে বলছে, 'আল্লাহ তাআলা আমার ওপর জুলুম করেছেন এবং আমার প্রাপ্য অধিকার আটকে দিয়েছেন'।

মানুষ হয়তো মুখের ভাষায় এমন কিছু স্বীকার করে না, কিংবা স্পষ্ট ভাষায় বলার দুঃসাহস দেখায় না। কিন্তু কেউ যদি তার অন্তরের গভীরে অনুসন্ধান চালিয়ে

দেখে। তবে সেখানে সে অভিযোগ ও অভিমানের বারুদে ঠাসা বিস্ফোরকের সন্ধান পাবে। আপনি চাইলে কারও সলতেতে আগুন দিয়ে দেখতে পারেন (অর্থাৎ তার মধ্যে তাকদীর ও না পাওয়ার কী পরিমাণ দুঃখ তা জানতে পারেন)। অনুসন্ধান চালালে দেখবেন তার অন্তর তাকদিরের প্রতি বিরক্ত ও অভিমানী। এবং তার সাথে যা হচ্ছে তা নিয়ে সে মারাত্মক ব্যথিত। ঠিকমতো সবকিছু চললে সে হয়তো কিছু বিষয় কমিয়ে আনতে পারত। কিছু বিষয় বাড়িয়ে দিতে পারত।

পাঠক, আপনি নিজের গভীরে গিয়ে দেখুন। আপনি কি এসব থেকে নিরাপদ?

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عظيمَةٍ *** وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيًا

নফসের অভিযোগ থেকে বেঁচে গেলে তো বেঁচে গেলে বড় বিপদ হতে

না হলে উপায় দেখছি না আর মুক্তি তোমার কোনো পথে ?

অতএব সচেতন ও সংশোধনকামী প্রতিটি মানুষেরই এসব বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার দরবারে তাঁর প্রতি মন্দ ধারণা থেকে বাঁচতে নিয়মিত তাওবা ও ইস্তিগফার করতে হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলার প্রতি মন্দ ধারণাই সকল গুনাহ এবং অপকর্মের উৎস।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলা মোটেও মন্দ ধারণার পাত্র নন। তিনি এক প্রজ্ঞাময়, ন্যায়বান, দয়ালু এবং প্রশংসনীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী সত্তা। যার ঐশ্বর্য, প্রশংসা এবং প্রজ্ঞা পরিপূর্ণতায় সমৃদ্ধ। তিনি তাঁর সত্তা, গুণ, কর্ম ও নামে সকল বিষয় হতে পবিত্র। তাঁর প্রতিটি কর্মই হিকমত, কল্যাণ, রহমত ও ন্যায়নীতিতে পরিপূর্ণ। তাঁর প্রতিটি নামই উত্তম।

فَلَا تَظُنَّنَّ بِرَبِّكَ ظَنَّ سَوْءٍ *** فَإِنَّ اللهَ أَوْلَى بِالْجَمِيلِ

وَلَا تَظُنَّنَّ بِنَفْسِكَ قَطُّ خَيْرًا *** وَكَيْفَ بِظَالِمٍ جَانٍ جَهُولِ

وَقُلْ يَا نَفْسُ مَأْوَى كُلِّ سُوءٍ *** أَيُرْجَى الْخَيْرُ مِنْ مَيْتٍ بَخِيلِ

وَظُنَّ بِنَفْسِكَ السُّوأَى تَجِدْهَا *** كَذَاكَ وَخَيْرُهَا كَالْمُسْتَحِيلِ

وَمَا بِكَ مِنْ تُقًى فِيهَا وَخَيْرٍ *** فَتِلْكَ مَوَاهِبُ الرَّبِّ الْجَلِيلِ

وَلَيْسَ بِهَا وَلَا مِنْهَا وَلَكِنْ *** مِنَ الرَّحْمَنِ فَاشْكُرْ لِلدَّلِيلِ

রবের শানে মন্দ কথা ভেবো না যেন কভু,

তিনি যে এক সুন্দর ও মহান একক প্রভু

তাই বলে ফের নিজেকে খুব ভালো কিছু ভেবো না,

মন তো তোমার মূর্খ জালিম তার কথাতে ভুলো না

মনকে বলো মন্দ যত তোমার মাঝে নিয়েছে ঠাঁয়,

এমন মরা অনুদারে ভালো কিছু কে আর পায়?

ভাবতে পারেন মনের মাঝে খারাপ সবই আছে,

ভালো কিছুও আছে বটে লুকিয়ে রাখে পাছে

রবের ভয় ও ভালো কিছু খুঁজে যদি পান,

মনে রাখুন এটুকুও মহান রবের দান

মন পাখির আর কী ক্ষমতা খানিক ভেবে বলুন,

রহমানেরই দয়া এসব শুকরিয়া তার করুন।[৩০১]

ইবনুল কায়্যিম ﵀ যে বলেছেন, 'আপনি চাইলে কারও সলতেতে আগুন দিয়ে দেখতে পারেন (অর্থাৎ তার মধ্যে তাকদীর ও না পাওয়ার কী পরিমাণ দুঃখ তা জানতে পারেন)।' এর উদ্দেশ্য হলো যার নিফাকের ব্যাধি শেকড় গেড়ে ডালপালা মেলে চলছে, তার ভেতরটা জানা গেলে দেখা যাবে সেখানে আল্লাহ তাআলার প্রতি মারাত্মক খারাপ ধারণা রয়েছে। আর এই খারাপ ধারণা তার মধ্যে

৩০১. যাদুল মাআদ : ৩/২১১, ২১২। অধ্যায় : উহুদের যুদ্ধ। অনুচ্ছেদ : উহুদের যুদ্ধের কিছু কৌশল ও প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য।

অস্থিরতা ও ধৈর্যহীন মানসিকতা তৈরি করে রেখেছে। যা তার চেহারা ও ভাষায় প্রায়শই প্রকাশ পেয়ে যায়।

আর প্রকৃত মুমিন শত বিপদেও অটল অনড় থাকে। এই নিআমত সে সুখের সময়েও তাকওয়ার সিফাত ধরে রাখার পুরস্কারস্বরূপ পেয়েছে।

রাসূল ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما -কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ

'তুমি সুখের সময় তাঁকে (আল্লাহকে) চিনে রেখো। তিনি কঠিন সময়ে তোমাকে চিনবেন।'[৩০২]

মুনাফিক সুখের সময় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে না। তাই বিপদের সময় দৃঢ় মনোবল ধরে রাখতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির সাথে মৃত্যু দান করুন। সকল বিষয়ে তাঁর হুকুমের ওপর দৃঢ়পদ রাখুন। আর কোনো সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় নিপতিত করার ইচ্ছা করলে আমাদেরকে বিনা পরীক্ষায় তাঁর আশ্রয়ে ডেকে নিন। আমীন!

১২

কাপুরুষতা ও অপমানের জীবন মেনে নেওয়া

এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে 'মুনাফিকমাত্রই কাপুরুষ'। আল্লাহ তাআলা ও আখিরাতের প্রতি সংশয় তাকে আল্লাহ তাআলার সাহায্য হতে বঞ্চিত করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

৩০২. মুসনাদে আহমাদ : ২৮০৩। সনদ সহীহ। কোনো কোনো বর্ণনায় ' ইলাইহি'র স্থলে 'ইলাল্লাহ' রয়েছে। অধ্যায় : মুসনাদু ইবনি আব্বাস رضي الله عنهما।

‘তারাই বলে, আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে। শক্তি (সম্মান) তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরই কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।’[৩০৩]

এ ব্যাপারে মুনাফিকদের অবস্থা কাফির, মুশরিক ও বাতিলের চেয়ে খারাপ ও মানহানিকর। আমরা দেখি যে, কুফফার তাদের অসত্য মতবাদকে সঠিক মনে করে আত্মপক্ষ সমর্থন করে থাকে। কুফরিকে নিজেদের শক্তির উৎস মনে করে। কিন্তু মুনাফিকদের কোনো ভিত্তি নেই। তারা আল্লাহ প্রদত্ত হক বা বিচ্যুত বাতিল কোনোটাকেই ইজ্জত ও সম্মানের মানদণ্ড বলে বিশ্বাস করতে পারে না। এ কারণে সব সময়ই তারা নিজেদের অপকর্মের পরিণামের আশঙ্কায় শঙ্কিত থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ

‘প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে।’[৩০৪]

একজন ফেরারি আসামি যেমন পালিয়ে বেড়ানোর সময় কোনো আওয়াজ হলেই চমকে উঠে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে, মুনাফিকও ঠিক তাই। নানা দুশ্চিন্তায় ভোগা মুনাফিক মুসলমানদের মাঝে বসবাস করে ঠিকই, কিন্তু নিজেকে সে কখনোই নিরাপদ ভাবতে পারে না। নিজের অবস্থা গোপন রাখা নিয়ে সে গভীর দুশ্চিন্তায় থাকে। এ জন্যই কথায় কথায় তারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে কসম খেয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَـٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ

‘তারা আল্লাহর নামে হলফ করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অবশ্য তারা তোমাদের ভয় করে।’[৩০৫]

অর্থাৎ তারা মুমিনগণকে ভয় পায়। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ

---

৩০৩. সূরা মুনাফিকুন ৬৩ : ৮

৩০৪. সূরা মুনাফিকুন ৬৩ : ৪

৩০৫. সূরা তাওবা ৯ : ৫৬

'তারা কোনো আশ্রয়স্থল, কোনো গুহা বা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলে সেদিকে পলায়ন করবে দ্রুতগতিতে।'[৩০৬]

অর্থাৎ তারা কোনো দুর্গে, পাহাড়ের গুহায়, বাঙ্কারে বা সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে গিয়ে এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু পালিয়ে যেতে পারে না। কারণ, তাদের সহায়-সম্পত্তি ও পরিবার-পরিজন সবকিছুই ঈমানদারদের মাঝে। তাই প্রতিটি মুনাফিকই নিজের অর্থ ও বিলাসপ্রিয় নিরাপদ দুনিয়ার আশায় মুমিনগণের নাগালের বাইরে এক নতুন জগতের কল্পনায় বিভোর থাকে। এই অপ্রাপ্তি প্রতিনিয়ত তাকে কুড়ে কুড়ে খায়।

এ কারণেই মুনাফিক আয়াতে উল্লেখিত জীবনের সন্ধানে মরিয়া থাকে। মুমিন ও ঈমানের নাগালের বাইরের জীবন তার চাই-ই চাই। তা যেমনই হোক। অপমান ও লাঞ্ছনার হলেও সমস্যা নেই। বেঁচে থাকাটাই তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। চাই তা পাহাড়ের গুহা হোক। কিংবা মাটির নিচের আঁধার কোনো কুঠুরি বা বাঙ্কার! অন্ধকারের বাদুড়ঝোলা জীবনেও তার আপত্তি নেই। এই বাদুড়ঝোলা জীবন একসময় আপনাকে ইসলামবিরোধী মানসিকতায় অভ্যস্ত করে তুলবে। মুনাফিকদের সংশয় ও ইসলামের প্রতি উপহাস গা সয়ে যাবে। মুনাফিকদের অন্তর হলো দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথের মাঝের অংশের মতো ছমছমে অন্ধকার। এ জন্যই বাদুড়ে জীবনে তাদের কোনো আপত্তি নেই।

তা ছাড়া মুনাফিকের দল দুনিয়ার প্রতি তাদের দুর্নিবার লোভ-লালসার কারণে মুমিনদের জামাআত থেকে আলাদা হয়ে যেতে চায়। যখন সে জানতে পারে যে মুসলমানদের সাথে থাকা তার জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। আর বিচ্ছিন্নতা তার জন্য নিরাপদ হবে। তখন তার চিন্তা ও অস্থিরতা আরও বেড়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তাদের এই অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন :

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

---

৩০৬. সুরা তাওবা ৯ : ৫৭

‘তারা তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। যখন বিপদ আসে, তখন আপনি দেখবেন মৃত্যুভয়ে অচেতন ব্যক্তির মতো চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায়। অতঃপর যখন বিপদ চলে যায় তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাক্চাতুরীতে অবতীর্ণ হয়। তারা মুমিন নয়। তাই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহর জন্যে সহজ।’[৩০৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ

‘যারা মুমিন তারা বলে, একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোনো দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জিহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মতো আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্যে।’[৩০৮]

আতঙ্ক আর আতঙ্ক। দীনের জন্য কুরবানীর ডাক আসাতে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে আর যারা লাঞ্ছনার জীবন চায়, তারা আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

অপমানজনক অবস্থা

কাপুরুষতা ও অপমান সয়ে নেওয়ার মানসিকতা যে মুসলমানের মধ্যে রয়েছে, বুঝে নিতে হবে এটা নিফাকের বহিঃপ্রকাশ। দুঃখজনক হলেও এটাই অধিকাংশ মুসলমানের বাস্তব অবস্থা। তারা জীবনকে ভালোবাসে। কোন জীবন? কিসের জীবন? যে জীবন আল্লাহ তাআলার হক আদায়ে ভয় পায় সেই জীবন? যে জীবন মুসলমানদের আপন করে নিতে পারে না সেই জীবন? যে জীবন কাফির ও মুনাফিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে না সেই জীবন? যে জীবন ইসলামের শত্রুদের শত্রু ভাবতে পারে না সেই জীবন?

---

৩০৭. সূরা আহযাব ৩৩ : ১৯

৩০৮. সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ২০

যদি তা-ই হয়। তবে মনে রাখবেন, যে জীবনের স্বপ্ন আপনি দেখছেন তা এক নিকৃষ্ট লাঞ্ছনার জীবন। কবি মুতানাব্বী বলেন,

ذَلَّ مَن يَغبِطُ الذَليلَ بِعَيشٍ *** رُبَّ عَيشٍ أَخَفُّ مِنهُ الحِمامُ
كُلُّ حِلمٍ أَتى بِغَيرِ اِقتِدارٍ *** حُجَّةٌ لاجِئٌ إِلَيها اللِئامُ

লাঞ্ছনা যার সয়ে গেছে গায়, বিষ্ঠাতে তার কীই-বা আসে যায় ?
স্বপ্নহারা ব্যর্থ যারা ভবে, অপমানে তার হুঁশ হবে আর কবে? [৩০৯]

তাদের তো এটাও জানা নেই যে, কুফরি শক্তির হাতে নামে-বেনামে আয়করসহ বিভিন্ন নামে তারা যে অর্থ তুলে দিচ্ছে তা মোটেও সম্মান ও আত্মমর্যাদার কিছু নয়। বরং এ সবই চরম অপমান ও বাধ্যবাধকতার বহিঃপ্রকাশ। এ ব্যাপারে আমার জানামতে সবচেয়ে সুন্দর কথা বলেছেন সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ ﷺ। তিনি বলেছেন,

"ইজ্জত-সম্মানের মতো অপমান ও অসম্মানেরও একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে। অনেক জীববিজ্ঞানীর মতে অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির চেয়েও অপমানের যন্ত্রণা সহ্য করা অনেক বেশি কষ্টকর। আবার কোনো কোনো ভিতু ও দুর্বল মানসিকতার মানুষের কাছে ইজ্জত-সম্মানের জন্য লড়াই করাটা খুবই কষ্টকর ও দুঃসাধ্য মনে হয়। এ ধরনের কঠিন ও কষ্টের পথ এড়িয়ে চলতে গিয়ে তারা অপমান ও লাঞ্ছনার জীবনকে মাথা পেতে নেয়। এর মাধ্যমে তারা আসলে সার্বক্ষণিক অস্থিরতা আর সস্তা মানসিকতার এক জীবনকে বেছে নেয়। যেখানে এক অজানা ভয় আর উদ্বেগ তাদেরকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে বেড়ায়। এ জীবনে সামান্য শব্দেও ধ্বংসের আশঙ্কায় তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। এর মূল কারণ হলো যেকোনো মূল্যে বেঁচে থাকার এক অর্থহীন নেশা।

এ সকল অপদস্থ কাপুরুষের দল লাঞ্ছনার জীবনে বেঁচে থাকার জন্য যে ত্যাগস্বীকার করে থাকে, বাস্তবে ও অঙ্কের হিসেবে সম্মানের জীবনের চেয়েও তা অনেক বেশি। জীবনের সবকিছুর বিনিময়ে এদের অর্জন একদলা ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই নয়। অপমানের এই জীবন তাদের জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা ও ন্যূনতম

---

৩০৯. দিওয়ানু মুতানাব্বী : ১৬৪ পৃ.

সম্মানটুকুও কেড়ে নেয়। তিরস্কার ও অপমান মাখা বাক্যবাণ তারা নিজেদের কানে শুনেও থাকে। এতে হৃদয়ের গভীরে অপমানের এক নীল বেদনা তারা হয়তো অনুভব করে। এভাবেই তাদের জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতি হতে থাকে। যা তারা বুঝতেও পারে না।

প্রতিটি ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং জনপদকেই সম্মান ও অসম্মানের অবস্থা মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। কেউ হয়তো ইজ্জত, সম্মান ও স্বাধীনতার প্রশ্নে আপস না করে সংগ্রামের কঠিন পথ বেছে নিয়েছেন। আবার কেউ হয়তো অপমান, লাঞ্ছনা ও দাসত্বের শেকলে নিজের কাঁধ ভারী করে রেখেছেন। অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা বলে উভয়পথের কারও জন্যই নিজের বেছে নেয়া পথ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া বা মোড় ঘুরে অন্য পথে যাওয়া সম্ভব নয়।"[৩১০]

ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অবিচার হলো মানুষ মনে করে যে, ইসলাম তাকে লাঞ্ছনার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বলেছে! আরও বড় অন্যায় হলো এ নিয়ে মানুষ রীতিমতো লড়াই করছে। তারা কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন শাস্ত্রীয় আলোচনা টেনে এর স্বপক্ষে কথা বলছে। তাদের কথা শুনলে মনে হয়, 'ইজ্জত ও সম্মান' সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসসমূহ বুঝি মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে! আর এসব বলে বলে তারা অসৎকাজে বাধা প্রদানের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান ছেড়ে 'তালপাতার সেপাই' বনে বসে আছে।

ঈমানদার কুফফারকে নয় আল্লাহকে ভয় করবে

বর্তমান সময়ে অপমান ও অসম্মানের জীবন মেনে নেয়ার কথাবার্তা এত বেশি হচ্ছে যে, এতে কুরআন ও হাদীসের মর্যাদা আমাদের অন্তর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমাদের আত্মার মৃত্যু ঘটছে। তা না হলে আল্লাহ তাআলার এই কালামের কথা কী আমরা ভুলে গেছি?

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ

'অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় কোরো না এবং আমাকে ভয় করো।'[৩১১]

---

৩১০. তাফসীর ফি জিলালিল কুরআন : ৯/১৬৬। সূরা তাওবা ৯ : ৮৭ এর ব্যাখ্যায়। দিরাসাতুন ইসলামিয়্যাহ : ১২৪। অধ্যায় : যরবিয়্যাতুয যুল্লি। (সায়্যিদ কুতুব শহীদ রচিত)।

৩১১. সূরা মায়েদা ৫ : ৪৪

আমাদের দীন যদি ইজ্জত, সম্মান আর বীরত্বের ধর্মই না হবে, তাহলে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মর্ম কী?

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

'প্রকৃতপক্ষে এরাই হলো শয়তান। এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কোরো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো, তবে আমাকে ভয় করো।'[৩১২]

অন্যায় কাজে বাধা দিতে আমরা যদি বীরত্ব না দেখাই, কঠোর না হই, তবে এই আয়াত কার জন্য?

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

'যারা আল্লাহর পয়গাম প্রচার করে ও তাঁকে ভয় করে। তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহ যথেষ্ট।'[৩১৩]

পরাধীনতা আর লাঞ্ছনার সাথে দীনের আচার-অনুষ্ঠান পালনের অনুমতি লাভ করেই যদি দীন প্রতিষ্ঠার তৃপ্তি লাভ করে থাকি, তাহলে এই আয়াতের মর্ম কী?

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

'নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামাজ ও আদায় করে যাকাত; আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[৩১৪]

এই পরাধীন অবস্থাতেও যারা নিজেকে নবীওয়ালা (নববী) পথের পথিক বলে দাবি করেন। মনে রাখবেন এরা গোলামির মলিন পোশাকে আপনাকে নবীর নামে ধোঁকা দিচ্ছে। ইজ্জত ও সম্মানের কান্ডারি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

---

৩১২. সূরা আলে-ইমরান ৩ : ১৭৫
৩১৩. সূরা আহযাব ৩৩ : ৩৯
৩১৪. সূরা তাওবা ৯ : ১৮

أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ، أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ، فَإِنَّهُ لَا يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ، وَلَا يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ، أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ أَوْ يُذَكِّرَ بِعَظِيمٍ

'সাবধান! মানুষের প্রভাব-প্রতিপত্তি যেন তোমাদের কাউকে সত্য বলতে বাধা না দেয়। বিশেষ করে যখন সে তা দেখে বা সাক্ষী হয়। কেননা, সত্য বা গুরুত্বপূর্ণ বলার কারণে মৃত্যু নিকটবর্তী হয়ে যায় না। আর রিযিকও দূরে সরে যায় না।'[৩১৫]

অসৎকাজে বাধা দেয়া এবং হাত, মুখ বা অন্তর দ্বারা তার বিরোধিতা করাই রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ। এবং এর বাইরে ঈমানের কোনো স্তর আর অবশিষ্ট নেই। এবং এটাই দীনের নীতি। কিন্তু দীনের অকাট্য প্রমাণাদিকে উপেক্ষা করে এই কথা মনে করা যে, আল্লাহ তাআলা তার বন্ধুদের প্রতি অপমান অপদস্থ হলে খুশি হন, অপমান ও লাঞ্ছনা মেনে নেয়ার কোনো মূলনীতি উল্লেখ না করে, কোনোরূপ নিরাপদ পদ্ধতি অবলম্বন না করে, বাতিলের হাতে আমাদের দীনকে 'আফিম' বলার সুযোগ না দিয়ে, হীনম্মন্যতার বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার আত্মবিশ্বাস তৈরি না করে, মুসলমানদের অবজ্ঞা ও হত্যা রোধ না করে আমরা বরং বাতিলকে আবু তালিব ও মুতইম ইবনে আদীর মতো উদার ও দীনের বন্ধু মনে করে থাকি। বাতিলকে দীনের সহযোগী হিসেবে উপস্থাপন করে থাকি।[৩১৬]

সুতরাং নিরাপত্তা ও মানসিক শক্তি হলো মুমিনের একচ্ছত্র অধিকার। আল্লাহ তাআলা বলেন :

الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

'যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।'[৩১৭]

---

৩১৫. মুসনাদে আহমদ : ১১৪৭৪। আবু সাঈদ খুদরি ؓ হতে। সনদ সহীহ। তবে শেষাংশ নিয়ে কারও কারও আপত্তি রয়েছে। অবশ্য উমদাতুত তাফসীরে সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উমদাতুত তাফসির : ১/৭০০।

৩১৬. মুতইম ইবনে আদী কুরাইশের শাখা গোত্র 'বনু আব্দে মানাফের' সর্দার ও সাহাবী জুবাইর ইবনু মুতইমের পিতা। ইসলাম কবুল না করলেও তায়িফ থেকে ফেরার পর তিনি রাসূল ﷺ-কে মক্কায় প্রবেশের জন্য আশ্রয়ের আশ্বাস দেন এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। সীরাতে মোগলতাই ১৩৪। সীরাতে ইবনে হিশাম : ১/৩৮০; তবাকাতে ইবনে সাদ : ১/১৮১।

৩১৭. সূরা আনআম ৬ : ৮২

পক্ষান্তরে মুনাফিকদের জন্য অপমান, দুর্বলতা আর কাপুরুষোচিত হীনম্মন্যতা রয়েছে। ইসলামের শত্রুদল এখন এই কাপুরুষতা মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। যেমনটা আমরা ইরাকের আবু গারীবসহ বিভিন্ন বন্দীশালায় দেখতে পাচ্ছি। এ সমস্ত কারাগার হতে প্রেরিত চিঠিপত্র ও মুক্তিপ্রাপ্তদের ভাষ্য হতে এমনটাই জানা যায়। এসবের উদ্দেশ্য হলো মুসলিম নেতৃবৃন্দ যেন নিজ নিজ জাতির সামনে দীনি ভাইদের সহযোগিতা এবং ক্রুসেডারদের মুকাবেলায় উদ্দীপনা জাগাতে না পারে। নিজ জাতিকে দুর্ভাগ্য ও অশুভ পরিণাম হতে রক্ষার্থে কোনো উদ্যোগ নিতে না পারে। বরং কাপুরুষোচিত জীবন মেনে নেয়ার পক্ষে অজুহাত দাঁড় করাতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

'বস্তুত তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়।'[৩১৮]

১৩

ক্ষমতাসীনদের তোষামোদ করা

এটা এমন এক স্বভাব, মুনাফিক শব্দটা শোনার পর মানুষের মনে যেসব স্বভাবের কল্পনা উঁকি দেয় তার অন্যতম একটি হলো 'তোষামোদ'।

ইবনু আবী হাজিম ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ-এর ঘটনা বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ رَأَى النَّاسَ يَدخُلُوْنَ المَسْجِدَ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَؤُلَاءِ؟

قَالُوا: مِنْ عِنْدِ الأَمِيْرِ.

فَقَالَ: إِنْ رَأَوْا مُنْكَراً، أَنْكَرُوهُ، وَإِنْ رَأَوْا مَعْرُوْفاً أَمَرُوا بِهِ؟

فَقَالُوا: لَا.

قَالَ: فَمَا يَصنَعُوْنَ؟

৩১৮. সূরা বাকারা ২ : ২১৭

قَالَ: يَمْدَحُونَهُ، وَيَسُبُّونَهُ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ.
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ النِّفَاقَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيْمَا دُوْنَ هَذَا.

ইবনে উমর ﷺ কিছু লোককে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কোথা থেকে এসেছে?

লোকজন বলল, 'আমীরের (গভর্নর) নিকট হতে এসেছে।'

ইবনু উমর ﷺ বললেন, ' তারা কি আমীরকে মন্দকাজে নিষেধ ও সৎকাজে আদেশ করে?'

লোকজন বলল, 'জি না'।

তাহলে তারা কী করে?

তারা তো আমীরের সামনে তার প্রশংসা করে আর সেখান থেকে বের হয়ে এসে আমীরকে গালমন্দ করে।

ইবনে উমর ﷺ বললেন, 'আমরা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এরূপ আচরণকে মুনাফিকি গণ্য করতাম।। [৩১৯]

এই হলো ইবনু উমর ﷺ-এর যুগের অবস্থা। তখনো গভর্নরবৃন্দ দীনি বিষয়ে যথাযথ শ্রদ্ধাশীল, সামগ্রিকভাবে বাস্তবায়নকারী ছিলেন। ঘোষণা দিয়ে দীন ইসলাম বিরোধী কিছু করার দুঃসাহস তখনো তাদের হয়নি। তবে তাদের কেউ কেউ অত্যাচার করতেন। এতৎসত্ত্বেও ইবনে উমর ﷺ এমন শাসকের প্রশংসাও নিফাক হিসেবে দেখেছেন। তিনি যদি আমাদের শাসকগণের অবস্থা দেখতেন, তাহলে কী বলতেন? আমাদের শাসকবৃন্দ দীনের প্রতি সম্মান বা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ছাড়াই তোষামোদ পেয়ে যাচ্ছেন। বরং তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -কে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হচ্ছে। অশ্রাব্য ভাষায় দীন ইসলামের অযৌক্তিক সমালোচনা করা হচ্ছে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে

৩১৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১/৪৩৫। বর্ণনাকারীগণ সকলেই গ্রহণযোগ্য। তবে বর্ণনাটি মুত্তাসিল নয়। ইবনে উমর ﷺ-এর শেষ উক্তিটি ইবনে মাজাহতে রয়েছে। ইবনে মাজাহ : ৩৯৭৫। সনদ সহীহ। অধ্যায় : ফিতনা। অনুচ্ছেদ : কলহ-বিপর্যয় চলাকালে জিহ্বা সংযত রাখা

বুঝেশুনে ইসলামী শরীয়াহকে অবহেলা করা হচ্ছে। এতকিছুর পরও মুনাফিক শ্রেণির লোকেরা তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গল্প, কবিতা ও বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে তাদের মাহাত্ম্য আর স্তুতির ফোয়ারা ছুটিয়ে চলছে।

যাদের অন্তরে নিফাক রয়েছে তারা শাসকের মন্দ অভ্যাসগুলোকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও তাকে ভালো মনে করে। মুখে মুখে তাদের অন্যায়-অবিচারের স্বীকৃতি দিয়ে বেড়ালেও সত্যিকারার্থে এরা যে খারাপ মানুষ তা তারা জানে। রাসূল ﷺ বলেছেন,

تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا، وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الْأَمْرِ، أَكْرَهُهُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَتَجِدُونَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ

'তোমরা লোকদের মৌলিক গুণাবলিসম্পন্ন (খনিজ ও গুপ্তধনের মতো) দেখতে পাবে। সুতরাং যারা জাহিলিয়াত যুগে উত্তম ছিল তারা ইসলামেও উত্তম হবে, যখন তারা দীনের ব্যাপারে সমঝদার (বোধসম্পন্ন) হবে। অথবা তোমরা এই বিষয়ে অর্থাৎ ইসলামে উত্তম লোক দেখতে পাবে যারা এতে প্রবিষ্ট হওয়ার আগে চরম ইসলামবিদ্বেষী ছিল, আর তোমরা সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক হিসাবে দেখতে পাবে সেসব মানুষকে, যারা দুমুখো। এরা এই দলের কাছে একমুখে কথা বলে আবার আরেক দলের কাছে এসে আরেক মুখে কথা বলে।'[৩২০]

হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী আপনি এমন অনেক মানুষ খুঁজে পাবেন যারা একসময় ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিল। কিন্তু তারা ছিল অভিজাত। তারা তাদের অর্জিত এই সুদীর্ঘ পরিমিতবোধ কখনোই হারিয়ে ফেলেননি। এই অভিজাতশ্রেণির মানুষগুলোর মধ্যে উমর ইবনুল খাত্তাব, খালিদ বিন ওয়ালিদ, আমর ইবনুল আস ও ইকরামা বিন আবু জাহল ﷺ প্রমুখ অন্যতম। তারা যখন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। সেদিন থেকেই পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় সর্বোচ্চ কষ্ট মুজাহাদা শুরু করেন।

---

৩২০. সহীহ মুসলিম : ২৫২৬। আবু হুরাইরা ﷺ হতে। অধ্যায় : সাহাবায়ে কেরাম ﷺ-এর মর্যাদা। অনুচ্ছেদ : সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি। হাদীসটি একই বর্ণনাকারী হতে বুখারী : ৩৪৯৩ ও ৩৪৯৪ এ বর্ণিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে কিছু মুনাফিকও ইসলামের ছত্রছায়ায় ঠাঁই নিয়ে সবার সাথেই তাল মিলিয়ে চলতে থাকে। তারা মূলত আভিজাত্যহীন বর্বর।

মুমিন কারও তোষামোদ করে না : ইমাম তিরমিযি ﷺ রাসূল ﷺ-এর ইরশাদ বর্ণনা করেন। রাসূল ﷺ বলেন,

اسْمَعُوا، هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ؟ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الحَوْضَ

'তোমরা শোনো, তোমরা কি শুনেছ যে আমার মৃত্যুর পরে অচিরেই এমন কিছু শাসক হবে, যারা তাদের কাছে যাবে এবং তাদের মিথ্যাচারকে সমর্থন করবে, আর তাদের জুলুমে তাদের সহযোগিতা করবে, তারা আমার নয় এবং আমিও তাদের নই। তারা হাওযে কাওছারে আমার কাছে পৌঁছাতে পারবে না। কিন্তু যারা তাদের কাছে যাবে না, তাদের জুলুমের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা করবে না এবং তাদের মিথ্যাচারের সমর্থন করবে না, তারা আমার আর আমিও তাদের, তারা হাওযে কাওছারে আমার কাছে আসতে পারবে।'[৩২১]

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ, সর্বোত্তম জিহাদ কী? রাসূল ﷺ বললেন, 'كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ' 'অত্যাচারী বাদশাহর সামনে সত্য বলা'।[৩২২]

---

৩২১. সুনানে তিরমিযি : ২২৫৯। কাব বিন উজরা ﷺ হতে। সনদ সহীহ গরীব। অধ্যায় : ফিতনা।

৩২২. শরহুস-সুন্নাহ : ২৪৭৩। আবু উমামা ﷺ হতে। সনদ হাসান সহীহ। অধ্যায় : প্রশাসন ও বিচার। অনুচ্ছেদ : অত্যাচারী বাদাশাহর সামনে সত্য বলার সাওয়াব।

১৪

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সাথে অশিষ্ট আচরণ

আল্লাহ তাআলার কালাম থেকেই শিরোনামের যথার্থতা প্রমাণিত হয় :

قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

'আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে?'[৩২৩]

তারা যা বলেছে আল্লাহ তাআলা তা প্রকাশ করে দিয়েছেন :

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

'তারাই বলে, আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবলরা অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কার করবে।'[৩২৪]

প্রকাশ্যে আল্লাহ তাআলার রাসূল ﷺ ও মুমিনদের পক্ষে থাকলেও গোপনে গোপনে তারা কাফির মুশরিকদের সন্তুষ্ট করতে ব্যস্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ

'তারা কসম খায় যে, আমরা বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফরি বাক্য এবং মুসলমান হবার পর অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী হয়েছে।'[৩২৫]

এই আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট হিসেবে ইবনুল জারীর তাবারী ও আল্লামা ইবনুল কাসীর ﷺ একাধিক সনদে একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। তা হলো, 'একবার রাসূল ﷺ আনসারী সাহাবীগণ ও তাদের সন্তানদের জন্য মাগফিরাতের দুআসহ কিছু বক্তব্য রাখছিলেন। নবীজি ﷺ-এর কথা শুনে এক মুনাফিক বলে বসল, 'لَئِنْ كان

---

৩২৩. সূরা তাওবা ৯ : ৬৫

৩২৪. সূরা মুনাফিকূন ৬৩ : ৮

৩২৫. সূরা তাওবা ৯ : ৭৪

صَادِقًا فَنَحْنُ شَرٌّ مِنَ الْحَمِيرِ' 'তিনি যদি সত্যবাদী হন, তাহলে আমরা গাধার চেয়েও অধম।' তার এই কথা শুনে জায়িদ বিন আরকাম ﷺ প্রত্যুত্তরে বললেন, 'فَهُوَ وَاللهِ صَادِقٌ وَلَأَنْتَ شَرٌّ مِنَ الْحِمَارِ' 'আল্লাহর কসম, নিঃসন্দেহে তিনি সত্যবাদী। তুমিই বরং গাধার চেয়েও অধম।' এরপর তিনি বিষয়টি রাসূল ﷺ-এর সামনে পেশ করলে মুনাফিক লোকটি তা অস্বীকার করে বসে। তখন আল্লাহ তাআলা জায়িদ বিন আরকাম ﷺ-এর কথার সত্যতার পক্ষে উল্লেখিত আয়াতটি নাযিল করেন।[৩২৬]

বর্তমান সময়ে নিফাকে আক্রান্ত লোকজনকেও দেখা যায়, তারা আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসূল ﷺ ও বিভিন্ন আয়াতের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে থাকে। যেমন বিভিন্ন আড্ডা বা বৈঠকে হাসতে হাসতে বলে, আল্লাহ জিবরীলকে বললেন...। জিবরীল আল্লাহকে বললেন...। আড্ডা জমাতে এসব খুব মুখরোচক কথাবার্তা। আবার কখনো কখনো ঠাট্টাচ্ছলে এক আয়াতকে তার মূল মর্ম বা প্রেক্ষাপট থেকে সরে এসে অন্য অর্থে বা মর্মে ব্যবহার করে থাকে। এ ধরনের উপহাসকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলার কঠোর হুমকি রয়েছে। তিনি বলেন :

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

'যখন সে আমার কোনো আয়াত অবগত হয়, তখন তাকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করে। এদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।'[৩২৭]

তারা আসলে কুরআন জানে কম। আর যতটুকু জানে তাও আবার মূল অর্থ ও মর্ম ছেড়ে অন্যত্রে ব্যবহার করে। আর সঠিক অর্থে ব্যবহার করলেও বিষয়টিকে হালকা মনে করে।

অনেকেই আবার রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করে। অথবা সুন্নাত আঁকড়ে চলা মানুষকে বা তার আমলে থাকা সুন্নাত নিয়ে উপহাস করে। যেমন : দাড়ি ও মিসওয়াক ইত্যাদি নিয়ে হাসাহাসি করে। অনেকেই আছে নামাজ-রোজা আদায় করে। কিন্তু নবীজির সুন্নাত নিয়ে তামাশাও করে।

---

৩২৬. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৪/১৫৭। তাফসীরে তাবারী : ১১/৫৬৯। সূরা তাওবা ৯ : ৭৪ এর ব্যাখ্যায় : উভয় গ্রন্থেই একাধিক পৃষ্ঠাজুড়ে বিভিন্ন বর্ণনায় একই ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে।

৩২৭. সূরা যাসিয়া ৪৫ : ৯

এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর হাদীসের চেয়ে উত্তম কিছু আমার নজরে পড়েনি। তিনি বলেন,

إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ

'নিশ্চয় বান্দা কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টির কোনো কথা বলে অথচ সে কথা সম্পর্কে তার ধারণা নেই। কিন্তু এ কথার দ্বারা আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আবার বান্দা কখনো আল্লাহর অসন্তুষ্টির কথা বলে ফেলে যার পরিণতি সম্পর্কে তার ধারণা নেই, অথচ সে কথার কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।'[৩২৮]

নিফাকের স্বভাব চরমে পৌঁছে গেলে সবচেয়ে ভয়াবহ যে অবস্থা দাঁড়ায় তা হলো আল্লাহ তাআলা ও তাঁর দীনকে নিয়ে স্পষ্ট ভাষায় কটূক্তি করা। উল্লেখিত হাদীসের আলোকে আমি অবশ্য এদেরকে মুনাফিক ভাবতে রাজি নই। বরং সর্বসম্মতভাবে এরা কাফির ও মুরতাদ। দুনিয়ার আদালতে এদের এমন গর্হিত অপরাধের জন্য কুফরির শাস্তি হওয়া উচিত। নিফাকের নয়। এ ক্ষেত্রে তারা যদি নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে বা রাগের বশে বলে ফেলেছে বলে দাবি করে, তবে তা মোটেও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এরা তো মক্কার কাফিরদের চেয়েও খারাপ। কারণ, মক্কার কাফিররা আল্লাহ তাআলাকে সম্মান করত। তাদের দাবি ছিল, 'এ মূর্তিগুলো আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভে সহযোগিতা করছে।'

কিন্তু আমরা যেসব অসভ্য দুরাচারের কথা বলছি, তাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন ও মিথ্যা অপপ্রচার। আল্লাহ তাআলার প্রতি সম্মান ও আস্থা হারিয়ে ফেলার কারণেই নিফাকের এই চরম স্বভাবটি মানুষকে গ্রাস করতে শুরু করে।

---

৩২৮. সহীহ বুখারী : ৬৪৭৮। আবু হুরাইরা ﷺ হতে। অধ্যায় : সদয় হওয়া। অনুচ্ছেদ : বাক্‌সংযম।

মুমিন সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার প্রতি সম্মান বজায় রাখে আল্লাহ তাআলা বলেন :

ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

'এটা শ্রবণযোগ্য কেউ আল্লাহর নামযুক্ত বস্তুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার হৃদয়ের আল্লাহভীতিপ্রসূত।'[৩২৯]

তিনি আরও বলেন :

ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

'এটা শ্রবণযোগ্য। আর কেউ আল্লাহর সম্মানযোগ্য বিধানাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে পালনকর্তার নিকট তা তার জন্যে উত্তম। উল্লেখিত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকো এবং মিথ্যাকথন থেকে দূরে সরে থাকো।'[৩৩০]

অন্যত্র বলেন :

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٨) لِّتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٩)

'আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী হিসেবে, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে। যাতে তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো।'[৩৩১]

আমরা যদি আল্লাহ তাআলাকে সত্য জেনে তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ সম্মান ও আস্থা নিয়ে এই নশ্বর দুনিয়া থেকে যেতে পারি, তবে আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা

---

৩২৯. সূরা হাজ্জ ২২ : ৩২

৩৩০. সূরা হাজ্জ ২২ : ৩০

৩৩১. সূরা ফাতাহ ৪৮ : ৮, ৯

আমাদের সাথে উত্তম আচরণ করবেন। আল্লাহ তাআলার প্রতি যথাযথ ভয় অন্তরে পোষণকারীর সাথে আল্লাহ তাআলার আচরণ কেমন হয় তা আমরা রাসূল ﷺ-এর হাদীস থেকে জানতে পেরেছি। হাদীসে এসেছে,

كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَخُذُونِي فَذَرُّونِي فِي البَحْرِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَفَعَلُوا بِهِ، فَجَمَعَهُ اللهُ ثُمَّ قَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ؟ قَالَ: مَا حَمَلَنِي إِلَّا مَخَافَتُكَ، فَغَفَرَ لَهُ

'তোমাদের পূর্বের উম্মাতের এক লোক ছিল, যে তার আমল সম্পর্কে আশঙ্কা পোষণ করত। সে তার পরিবারের লোকদের বলল, আমি মারা গেলে তখন তোমরা আমাকে জ্বালিয়ে দেবে। অতঃপর প্রচণ্ড গরমের দিনে আমার ছাই সমুদ্রে ছিটিয়ে দেবে। তারা সে অনুযায়ী কাজ করল। অতঃপর আল্লাহ সেই ছাই জমা করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে এ কাজে কিসে প্ররোচিত করল? সে বলল, একমাত্র আপনার ভয়ই আমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছে। তখন আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন।'[৩৩২]

১৫

মুমিনগণকে ঘৃণা করা এবং তাদের খ্যাতিতে নাক সিটকানো

মুমিন যেমন শিরক, কুফর, ফাসিকী ও গুনাহের কাজ অপছন্দ করে। মুনাফিকের দলও মুমিনের মর্যাদা, পবিত্রতা ও দৃঢ় মনোবলকে ঘৃণা করে। কারণ নিফাকে আক্রান্ত হওয়ার কারণে সে তার প্রবৃত্তি আর উচ্চাভিলাষের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে। কোনো ধরনের কল্যাণ ও সংস্কার কিংবা দীন-ধর্মের দায়ীদের সে সহ্যই করতে পারে না।

---

৩৩২. সহীহ বুখারী : ৬৪৮০। হুজাইফা ﷺ হতে। অধ্যায় : সদয় হওয়া। অনুচ্ছেদ : আল্লাহভীতি। ৬৪৮১ নং হাদীসে আরও বিস্তারিত রয়েছে।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

الأَنْصَارُ لاَ يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ

'মুমিন ছাড়া আনসারদেরকে কেউ ভালোবাসবে না এবং মুনাফিক ছাড়া কেউ তাঁদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে না। যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালোবাসবে আল্লাহ তাআলা তাকে ভালোবাসবেন আর যে ব্যক্তি তাঁদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে আল্লাহ তাআলা তাকে ঘৃণা করবেন।'[৩৩৩]

পরের হাদীসে রাসূল ﷺ আরও বলেছেন,

آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ

'আনসারদের প্রতি ভালোবাসা ঈমানেরই নিদর্শন এবং তাঁদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফিকির নিদর্শন।'[৩৩৪]

এমনিভাবে রাসূল ﷺ ও তাঁর পরিবার-পরিজনসহ মুহাজির সাহাবায়ে কেরামকে সহযোগিতার দায়ে কেউ যদি আনসার সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে কটূক্তি করে তবে নিঃসন্দেহে তা নিফাক।

আর মুনাফিকের দল মানুষকে ঈমানদারদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়।

কখনো দেখা যায় মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কেউ সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চাইলে তারা তাতে ভেটো দিয়ে বসে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

---

৩৩৩. সহীহ বুখারী : ৩৭৮৩। বারা বিন আজিব ﷺ হতে। অধ্যায় : আনসার সাহাবীগণের মর্যাদা। অনুচ্ছেদ : আনসারগণকে ভালোবাসা।

৩৩৪. সহীহ বুখারী : ৩৭৮৪। আনাস বিন মালিক ﷺ হতে। অধ্যায় : আনসার সাহাবীগণের মর্যাদা। অনুচ্ছেদ : আনসারগণকে ভালোবাসা।

'তারাই বলে, আল্লাহর রাসূলের সাহচর্যে যারা আছে তাদের জন্যে ব্যয় কোরো না। পরিণামে তারা আপনা-আপনি সরে যাবে। ভূ ও নভোমণ্ডলের ধন-ভান্ডার আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না।'[৩৩৫]

আবার কখনো কখনো তারা ঈমানদারদের নিয়্যাতের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করে। *বুখারী* ও *মুসলিমে* বর্ণিত এক হাদীসে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন,

لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ، كُنَّا نُحَامِلُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ، فَقَالُوا: مُرَائِي، وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هَذَا، فَنَزَلَتْ: «الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ»(التوبة: ٧٩)

'যখন সদাকাহর আয়াত নাযিল হলো তখন আমরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বোঝা বহন করতাম। এক ব্যক্তি এসে প্রচুর মাল সদাকাহ করল। তারা (মুনাফিকরা) বলতে লাগল, এ ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করেছে, আর এক ব্যক্তি এসে এক সা' পরিমাণ দান করলে তারা বলল, আল্লাহ তো এ ব্যক্তির এক সা' হতে অমুখাপেক্ষী। এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয় :

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

সে সমস্ত লোক যারা ভর্ৎসনা-বিদ্রুপ করে সেসব মুসলমানদের প্রতি যারা মন খুলে দান-খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধু নিজের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া। অতঃপর তাদের প্রতি ঠাট্টা করে। আল্লাহ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (সূরা তাওবা ৯ : ৭৯)'[৩৩৬]

---

৩৩৫. সূরা মুনাফিকুন ৬৩ : ৭

৩৩৬. সহীহ বুখারী : ১৪১৫। অধ্যায় : যাকাত। অনুচ্ছেদ : তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো, এক টুকরা খেজুর অথবা অল্প কিছু সদাকাহ করে হলেও। সহীহ মুসলিম : ১০১৮।

আবার কখনো দেখা যায় তারা মুমিনদের নিয়ে উপহাসের পাশাপাশি মুনাফিকদের অপরাধে মুমিনকে অপরাধী বানাতে চায়। তাফসীরের কিতাবসমূহে তাবুক যুদ্ধের একটি বর্ণনা থেকে বিষয়টা আঁচ করা যেতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমর ﵁ বলেন,

قَالَ رَجُلٌ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي مَجْلِسٍ يَوْمًا: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلاءِ لَا أَرْغَبَ بُطُونًا، وَلا أَكْذَبَ أَلْسِنَةً، وَلا أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ لأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ قال عبد الله: فَأَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّقًا بِحَقَبِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْكُبُهُ الْحِجَارَةُ وَهُوَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ : إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن

'তাবুক যুদ্ধের সময় এক মজলিসে এক লোক বলল, 'আমি তো আমাদের গ্রাম বা জনপদের লোকজনের মতো ভোজনরসিক, মিথ্যাবাদী আর কাপুরুষ মানুষ দেখিনি। তার এ কথা শুনে মজলিসের মধ্য হতে একজন বলে উঠল, 'তুমি মিথ্যা বলছ। নিশ্চয়ই তুমি মুনাফিক। আমি অবশ্যই এ খবর রাসূল ﷺ-এর কানে পৌঁছে দেবো।'

রাসূল ﷺ-এর কানে খবর পৌঁছে গেল। কুরআনের আয়াত নাযিল হলো :

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

"আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে?"[৩৩৭]

---

৩৩৭. সূরা তাওবা ৯ : ৬৫

আব্দুল্লাহ বিন উমর ؓ বলেন, 'আমি দেখলাম লোকটি রাসূল ﷺ-এর উটের রশি ধরে ঝুলে আছে। পাথরে তার পা ছুঁয়ে যাচ্ছে। আর সে বলছে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ, আমরা তো কেবল ঠাট্টা মশকরা করছিলাম। রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমরা কি আল্লাহ তাআলা, তাঁর আয়াত ও রাসূল ﷺ -কে নিয়ে উপহাস করো?'[৩৩৮]

লক্ষ করুন, সে কীভাবে নিজেদের বদস্বভাব মুমিনদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। অথচ মুমিন মোটেও এমন নয়। মিথ্যা, কাপুরুষতা, দুনিয়াসক্তি আর পেটপূজা তো মুনাফিকদের স্বভাব। আবার ধরা পড়ে কেমন টালবাহানা শুরু করল তাও দেখুন। যেন এসব কটূক্তি ও উপহাস সাধারণ হাস্যরস মাত্র!

যদি তা-ই হবে, তাহলে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত কেন নাযিল করলেন?

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

'আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে?'[৩৩৯]

এসব কথায় তারা আসলে শুধু মুহাজির সাহাবীগণকে নিয়েই কটূক্তি করেনি; বরং তাদের দীন নিয়ে কটূক্তি করেছে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা তাদের হাসিঠাট্টাকে আল্লাহ, রাসূল এবং দীনবিরোধী বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

'ছলনা কোরো না, তোমরা ঈমান প্রকাশ করার পর কাফির হয়ে গেছ।'[৩৪০]

---

৩৩৮. তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম : ৬/১৮২৯, ১৮৩০। হাদীস নং ১০০৪৭। সূরা তাওবা ৯ : ৬৫ এর ব্যাখ্যায়। সহীহুল মুসনাদ মিন আসবাবিন নুযুল : ১/১০৮, ১০৯। একই আয়াতের ব্যাখ্যায়। সনদ হাসান ফিশ-শাওয়াহিদ।

*** ড. ইয়াদ কুনাইবী মূল গ্রন্থে সেই মুনাফিকের প্রতি লোকজনের পাথর ছুড়ে মারাসহ আরও কিছু অতিরিক্ত আলোচনা এনেছেন। আমরা নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় এমন কিছু পাইনি। (অনুবাদক)

৩৩৯. সূরা তাওবা ৯ : ৬৫

৩৪০. সূরা তাওবা ৯ : ৬৬

কখনো তারা মুমিনদের প্রতি অপবাদ ও মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে তাদের চরিত্রহননের ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালিয়ে থাকে। যেমন : তারা আম্মাজান আয়িশা ﵂-এর বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচার চালিয়ে মানুষজনকে ইসলাম ও রাসূল ﷺ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে প্ররোচনা দিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্যে খারাপ মনে কোরো না; বরং এটা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্যে ততটুকু আছে যতটুকু সে গোনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্যে রয়েছে বিরাট শাস্তি।'[৩৪১]

এই ঘটনার নাটের গুরু হলো মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল। বলা হয়, 'ইসলামের শত্রুরা যখন কোনোভাবেই ইসলামের অগ্রযাত্রা এবং সুনাম ক্ষুণ্ণ করতে পারছিল না তখন তারা অপবাদ ও মিথ্যা গুজবের নোংরা পথ বেছে নেয়। যেন মানসিক আঘাতে মুসলমানদের মনোবল গুঁড়িয়ে যায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে ছি ছি রব ওঠে। তুচ্ছ ও সাধারণ বিষয়কে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এত বড় করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষের কাছে দীনি মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ কুৎসিত চরিত্রের মনে হয়। এই ধ্বংসাত্মক অস্ত্র একবার কাজে দিলে মানুষ নিজ থেকেই মুসলমানদের নিকট হতে সটকে পড়বে। এই ফন্দি-ফিকিরেরই এক বিরাট চাল তারা আম্মাজান আয়িশা ﵂-এর বিরুদ্ধে চেলেছে। অবশ্য আল্লাহ তাআলা তা নস্যাৎ করে দিয়েছেন।[৩৪২]

এ সবই মুনাফিকের দল হিংসার বশবর্তী হয়ে করেছে। তারা যখনই মুসলমানদেরকে প্রশান্তচিত্তে ঘুরতে দেখে, সময়ের পরিক্রমায় মুসলমানদের জান্নাতমুখী যাত্রা দেখে, যে জান্নাতে মুমিনের জন্য নিয়ামতের ওয়াদা থাকলেও মুনাফিকের জন্য কিছুই নেই। আছে শুধু আযাব আর আযাব। তখন তাদের মাঝে হিংসা জেগে ওঠে।

---

৩৪১. সূরা নূর ২৪ : ১১

৩৪২. নূরুল ইয়াকীন ফি সাইয়্যিদুল মুরসালীন : ২/৩১৪। ইফকের ঘটনায়।

তারা যখন দেখে, মুমিনগণ মর্যাদায় তাদের চেয়ে যোজন যোজন ব্যবধানে এগিয়ে গেছে। তখন তারা ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। তারা চায় ঈমানদারগণ ঈমানের পথ ছেড়ে তাদের সাথে শিরক, কুফর আর গুনাহের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিক।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء

'তারা চায় যে, তারা যেমন কাফির, তোমরাও তেমনি কাফির হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও।'[৩৪৩]

আমাদের সময়ের মুনাফিকরাও দীনের দায়ী ও মুজাহিদগণের খ্যাতি ও অর্জনকে বিকৃত করে উপস্থাপন করতে উঠেপড়ে লেগেছে। আমাদের মুসলমান ভাইগণ হয়তো তাদের প্রতিহত করতে পারছেন না। কারণ মিডিয়া নামের মিথ্যার ভাগাড় তাদের দখলে পড়ে আছে। তাই প্রতিটি সুস্থ ও বিবেকবান মুসলমানকে সচেতন হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

'তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করোনি এবং বলোনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ?'[৩৪৪]

তিনি আরও বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

'হে মুমিনগণ, যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও।'[৩৪৫]

---

৩৪৩. সূরা নিসা ৪ : ৮৯

৩৪৪. সূরা নুর ২৪ : ১২

৩৪৫. সূরা হুজুরাত ৪৯ : ৬

১৬

ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টিতে আগ্রহী হওয়া

মুনাফিকের দল ফিরআউনের দরবারে গিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফিতনা ফাসাদের মিথ্যা অভিযোগ তুলে বসে। তাদের উসকানিতে ফিরআউন বলে ওঠে :

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

'ফিরআউন বলল, তোমরা আমাকে ছাড়ো, মূসাকে হত্যা করতে দাও, ডাকুক সে তার পালনকর্তাকে! আমি আশঙ্কা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।'[৩৪৬]

অথচ প্রকৃত সত্য হলো মুনাফিকের দলই আসল ফিতনাবাজ।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ (١٢)

'আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি কোরো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।'[৩৪৭]

তারা মুসলমানদের অপমান করে ব্যর্থতার চাদরে মুড়ে শক্তিহীন করার ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

---

৩৪৬. সূরা মুমিন ৪০ : ২৬

৩৪৭. সূরা বাকারা ২ : ১১, ১২

'যদি তোমাদের সাথে তারা বের হতো, তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করত না, আর অশ্ব ছুটাত তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। বস্তুত আল্লাহ্ জালিমদের ভালোভাবেই জানেন।'[৩৪৮]

সমস্যা হলো তারা প্রকট আকার ধারণ করেছে।

وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ

'এবং তারা যখন কথা বলে, তখন আপনি সাগ্রহে তা শ্রবণ করেন।'[৩৪৯]

এদিকে মুসলিম-সমাজও তাদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে।

وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُم

'আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর।'[৩৫০]

কথায় তাদের মধু ঝরে। দেখতে শুনতেও বেশ। কিন্তু *মুসলিম শরীফে* বর্ণিত জায়িদ বিন আরকাম ﵁-এর হাদীস পড়লে তাদের ভেতরটা জানা যায়।

হাদীসে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র, ধোঁকাবাজি ও মিথ্যা কসমের নাতিদীর্ঘ বর্ণনা শেষে সাহাবী বলেন "كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ" "লোকগুলো দেখতে খুব সুন্দর ছিল।"[৩৫১]

বাহ্যিক গঠনে তারা সুন্দর ও আকর্ষণীয় হলেও তাদের ভেতরটা ছিল মন্দ।

বাহ্যিকভাবে তারা দীন-ধর্মের সেবামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে গেলেও মুমিনদের মাঝে ফাটল ধরানোর এক গভীর ষড়যন্ত্র নিয়ে তারা কাজ করে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

---

৩৪৮. সূরা তাওবা ৯ : ৪৭

৩৪৯. সূরা মুনাফিকুন ৬৩ : ৪

৩৫০. সূরা তাওবা ৯ : ৪৭

৩৫১. সহীহ মুসলিম : ২৭৭২। অধ্যায় : মুনাফিকদের স্বভাব ও বিধান। সহীহ বুখারী : ৪৯০৩। অধ্যায় : তাফসীর। অনুচ্ছেদ : সূরা মুনাফিকুন ৬৩ : ৪ এর ব্যাখ্যায়।

'আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জিদের বশে এবং কুফরির তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ওই লোকের জন্য ঘাঁটিস্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক।'[৩৫২]

এই আয়াতের তাফসীরে লম্বা আলোচনার একপর্যায়ে মসজিদে যিরার নির্মাণের উদ্দেশ্য তুলে ধরতে গিয়ে ইবনুল কাসীর ﷺ বলেন,

وَإِنَّمَا بَنُوهُ ضِرَارًا لِمَسْجِدِ قُبَاءٍ وَكُفْرًا بِاللهِ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل

'এই মসজিদটি নির্মাণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মসজিদে কুবার ক্ষতি করা, আল্লাহ তাআলার সাথে কুফরি করা, মুমিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে লড়ে আসা কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের আশ্রয় দেয়া।'[৩৫৩]

অতএব তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে কোনো মুসলমান যেন ধোঁকায় পড়ে না যায়!

মুনাফিকের দল ভালো মানুষদেরকে দলে ভিড়িয়ে নিজেদেরকে ভালো মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়

ওপরোল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে ইবনুল কাসীর ﷺ আরও বলেন,

وَجَاءُوا فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهِمْ فَيُصَلِّيَ فِي مسجدهم ليحتجوا بصلاته فِيهِ عَلَى تَقْرِيرِهِ وَإِثْبَاتِهِ،

'তাবুক অভিযান থেকে ফেরার পর মুনাফিকের দল রাসূল ﷺ-এর দরবারে এসে তাদের নবনির্মিত মসজিদে (যিরারে)আগমন ও নামাজ আদায়ের আবেদন করে। যেন তাদের মসজিদের স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়।'[৩৫৪]

---

৩৫২. সূরা তাওবা ৯ : ১০৭

৩৫৩. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৪/১৮৬। সূরা তাওবা ৯ : ১০৭ এর ব্যাখ্যায়। মূল গ্রন্থে গ্রন্থকার ইবনে কাসীরের বক্তব্য হুবহু তুলে না ধরে ভাবার্থ তুলে ধরেছেন। আমরা এখানে মূল বক্তব্য তুলে দিয়েছি। অনুবাদক।

৩৫৪. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৪/১৮৫। উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায়।

কিন্তু আল্লাহ আলিমুল গাইব রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে মুনাফিকদের অসম্মান করেছেন। রাসূল ﷺ তাদের মসজিদে যাননি। বরং মসজিদটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন।

বর্তমান সময়ে এসে আমরা একদল স্বার্থান্বেষী ফিতনাবাজ দেখতে পাই। যারা মানবতা ও সম্প্রীতি ইত্যাদির ফাঁকা বুলি দিয়ে হৃদয়ছোঁয়া ও অশ্রুফেলা বক্তব্য দিয়ে থাকে। কিন্তু এসবের পেছনে মিথ্যা ও সমাজ নষ্টের এক হীন চক্রান্ত তাদের রয়েছে। এ সবকিছুতে তারা আমাদেরকে আহ্বান জানায়। কারণ, আমাদের অংশগ্রহণে তাদের কর্মকাণ্ড কল্যাণকর কাজের তকমা লাভ করবে।

কিন্তু আমাদের ভয় হলো, আমাদের সাধারণ মানুষকে তারা ধীরে ধীরে শরীয়তের গণ্ডি থেকে বের করে বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যাবে। এবং শরীয়তের বিধিবিধানকে অস্বীকারের মতো স্পর্ধা দেখাতে উসকে দেবে।

আপনি কি মসজিদে যিরারের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর কৌশল লক্ষ করেছেন?

রাসূল ﷺ যখন মসজিদ নির্মাণের পেছনে মুনাফিকদের দুরভিসন্ধির কথা জানতে পারলেন তখন তিনি এ কথা বলেননি যে, এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে তাদের ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করি বা তাদের শরীয়তের ধারণাকে ভেঙে দিয়ে আমার শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করি। রাসুল ﷺ এমনটা করেননি। কারণ, নবীজির দরবারে বিনয়ের সাথে দাওয়াতনামা নিয়ে আসা লোকগুলোর ধ্বংসাত্মক দুরভিসন্ধি ছিল।

আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে এই দুআ করি, তিনি যেন আমাদের সমাজসেবক ও দায়ীগণের মধ্যে তাঁর দীনের প্রতি ভালোবাসা ও তাঁকে সন্তুষ্ট করার মানসিকতা দান করেন। পাশাপাশি দীনি বিষয়ে তাদেরকে সত্য ও সঠিক পথ বোঝার তাওফীক দান করেন। আমাদের সকলকে তাঁর আনুগত্যের তাওফীক দান করেন। আমীন!

বর্তমান মুনাফিকদের ফিতনার অন্যতম একটি হলো দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেমের ধোঁয়া তুলে তারা মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভক্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ রাষ্ট্রের সীমানা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়নি। জাতীয়তাবাদ ও সীমানা নির্ধারণে বিশ্বাসী এ সকল মুনাফিকের মুখরোচক একটি স্লোগান হলো 'আগে মোদের মাতৃভূমি তার পরেতে অন্যসব'।

তারা এ কথাও বলে, 'মাতৃভূমির নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আমরা ধর্মের পরোয়া করি না'।

এভাবেই মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট করে মুসলমানদের মাঝে ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা ও ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে।

এই বিভক্তি আলী ﵁-এর বর্ণিত তিনটি গরু ও একটি সিংহের ঘটনাকেই মনে করিয়ে দেয়। ঐক্যবদ্ধ তিন গরুকে পরাস্ত করতে না পেরে সিংহটি কৌশলে তাদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে। এবং পরবর্তী সময়ে একে একে তিনটি প্রাণীকেই নিষ্ঠুর ও হিংস্র সিংহের খোরাক হতে হয়। সিংহ যখন শেষমেশ কালো গরুটিকে খেতে এগিয়ে আসে তখন সে আফসোস করে বলে ওঠে, 'أَلَا إِنَّمَا أُكِلْتُ يَوْمَ أُكِلَ الْأَبْيَضُ' 'হায়! সাদা গরুটিকে যেদিন খাওয়া হয়েছে, আমাকে তো সেদিনই খেয়ে ফেলা হয়েছে'![৩৫৫]

একদিন হয়তো আমরাও এই বলে পরিতাপ করে বেড়াব।

এ জন্যই রাসূল ﷺ উম্মাহকে এক দেহের সাথে তুলনা করে জাহিলী যুগের মতো তুচ্ছ কারণে বিভক্ত হতে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ، إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتِنَ

'মহান আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহিলী যুগের মিথ্যা অহংকার এবং বাপ-দাদাদের নিয়ে গর্ব করাকে দূর করেছেন। মুমিন হলো নেক-বখত এবং ফাসিক হলো বদ-বখত। তোমরা সবাই আদমের সন্তান এবং আদম ﵇ কে মাটি থেকে তৈরি করা হয়েছে। কাজেই লোকদের উচিত, তারা যেন নিজের কাওমের ওপর গর্ব করা পরিহার করে। এখন তো তারা জাহান্নামের কয়লায় পরিণত হয়েছে। কাজেই তোমরা যদি গর্ব পরিহার না করো, তবে তোমরা ওই গোবরেপোকার চাইতেও আল্লাহর নিকট অসম্মানিত হবে, যে তার নাক দিয়ে পায়খানা ও গোবর ঠেলে নিয়ে যায়।'[৩৫৬]

---

৩৫৫. মজমাউজ জাওয়াইদ : ১২০৬৬। আলী ﵁-এর বক্তব্য। সনদ গ্রহণযোগ্য।

৩৫৬. সুনানে আবু দাউদ : ৫১১৬। আবু হুরাইরা ﵁ হতে। সনদ হাসান। অধ্যায় : নিদ্রা। অনুচ্ছেদ :

মানুষ তখন ধর্মীয় মূল্যবোধ ছেড়ে অন্য বিষয় নিয়ে একে অপরের সাথে বড়াই করত। যেমন : পূর্বপুরুষের কুফরি বিশ্বাস নিয়ে মারা যাওয়াকে তারা গর্বের বিষয় মনে করত। তারা তাদের বংশমর্যাদা, সম্পদ ও শারীরিক সৌন্দর্য ইত্যাদি নিয়ে গর্ব করত। এ জন্যই রাসূল ﷺ স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, এসব বিষয় নিয়ে গর্ব করার কারণে মানুষ আল্লাহ তাআলার নিকট অসম্মানিত হয়ে পড়ে। এবং গর্ব করতে গিয়ে লোকজনের মুখ থেকে যে ধরনের শব্দ ও বাক্য উচ্চারিত হয়, তার চেয়ে পোকামাকড়ের মুখের বস্তু বেশি দামি। আর এসব গর্বের মূল কারণ হলো, এমন এমন বিষয়কে ইজ্জত-সম্মানের কারণ মনে করা দীন ইসলামের তুলনায় যার কোনো মূল্যই নেই। উপরন্তু এসব তুচ্ছ বিষয় মুসলমানদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে দেয়।

তাই বর্তমান সময়েও যারা বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, মতবাদ ও চেতনা ইত্যাদি দিয়ে মুসলমানদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলার নিকট এদের পোকামাকড়ের সমান মর্যাদাও নেই।

১৭

কুরআনের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব পোষণ করা

নিফাকের এই স্বভাবটিও অন্যান্য স্বভাবের মতোই দীনের ব্যাপারে সংশয় থেকে সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (٤٥) وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا (٤٦)

'যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দিই। আমি তাদের অন্তরের ওপর আবরণ রেখে দিই, যাতে তারা একে উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কর্ণকুহরে

বংশমর্যাদা নিয়ে গৌরব করা।

বোঝা চাপিয়ে দিই। যখন আপনি কোরআনে পালনকর্তার একত্ববাদ আবৃত্তি করেন, তখনো অনীহাবশত ওরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়।'[৩৫৭]

এই কঠোরতা ও বিমুখ মনোভাবের কারণেই তারা কুরআন বুঝতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيراً

'এরা কি লক্ষ করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হতো, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত।'[৩৫৮]

অন্যত্রে বলেন :

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

'তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?'[৩৫৯]

কুরআনের প্রতি কঠোর মনোভাবের কারণে রাসূল ﷺ-এর মজলিসে জিবরীল ﷺ থেকে শোনার সাথে সাথেই রাসূল ﷺ-এর পবিত্র জবান থেকে কুরআন শুনেও তাদের কোনো উপকার হয়নি। তাদের অন্তরে ছেয়ে থাকা কুফরির আঁধার মেঘের ঘনঘটা মোটেও কাটেনি। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا جَآؤُوكُمْ قَالُوَاْ آمَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ

'যখন তারা তোমাদের কাছে আসে তখন তারা বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অথচ তারা কুফর নিয়ে এসেছিল এবং কুফর নিয়েই প্রস্থান করেছে। তারা যা গোপন করত, আল্লাহ তা খুব জানেন।'[৩৬০]

---

৩৫৭. সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭ : ৪৫, ৪৬

৩৫৮. সূরা নিসা ৪ : ৮২

৩৫৯. সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ২৪

৩৬০. সূরা মায়েদা ৫ : ৬১

এমনকি দেখা যায় যে, রাসূল ﷺ-এর মজলিসে কুরআন শুনে উঠে এসে তারা সাহাবায়ে কেরামকে বোকার মতো প্রশ্ন করত, 'একটু আগে কী যেন বলল?'

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ

'তাদের মধ্যে কিছু লোক তোমার কথা মন দিয়ে শোনে, অতঃপর তোমার নিকট হতে বের হয়ে জ্ঞানীদেরকে বলে, 'এই মাত্র সে কী বলল?' ওরাই তারা যাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশিরই অনুসরণ করে।'[৩৬১]

কারণ তারা কিছুই বোঝে না। অথবা কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ বাণীকে তারা হালকা মনে করে। কিংবা সাধারণ ঘোষণা জাতীয় কিছু মনে করে। এ কারণে তারা রাসূল ﷺ-এর কথাকে গুরুত্ব দেয় না। পরোয়া করে না।

তা ছাড়া অন্তর কঠোর হওয়ার কারণে এসব নিয়ে তাদের মধ্যে কোনোরূপ লজ্জাবোধও কাজ করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا

'আর যখন কোনো সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যেকার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করল?'[৩৬২]

এই আয়াত শুনে মুনাফিকের দল তাচ্ছিল্যভরে একে অপরকে বলে, আল্লাহ তাআলা কি এ কথা বলেননি যে, 'কুরআনের আয়াত ঈমান বৃদ্ধি করে'? আমরা কি তাদের (সাহাবায়ে কেরামের) অবস্থা দেখছি না? কুরআন শুনতেই তাদের মাঝে কান্নাকাটির রোল পড়ে যায়! তা তোমার কী অবস্থা? ঈমান বাড়ল কি? উত্তরে অপরজন বলে, 'কই না তো!' প্রথমজন বলে, 'আমারও তো বাড়ল না।'

---

৩৬১. সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ১৬

৩৬২. সূরা তাওবা ৯ : ১২৪

আল্লাহ তাআলা তাদের এসব প্রশ্নোত্তরের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন :

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٢٤) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (١٢٥)

'অতএব যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে। বস্তুত যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি তাদের কলুষের সাথে আরও কলুষ বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফির অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করল।'[৩৬৩]

চিন্তা করে দেখুন, তাদের অন্তর কী পরিমাণ কঠোর। এই কুরআন যদি পাহাড়ের প্রতি অবতীর্ণ হতো, তবে পাহাড়ও আল্লাহ তাআলার ভয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। অথচ মুনাফিকের অন্তরে এই কুরআন শুধু সন্দেহ আর ধ্বংসই ডেকে এনেছে।

পাঠক অবশ্য নিজেকে এসব থেকে মুক্ত দাবি করে বাস্তবতা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন না।

অনেককেই দেখা যায় দিনের শুরুটা কুরআন তিলাওয়াত শুনে শুরু করেন। কিছুক্ষণ শোনার পরই গান-বাজনা ইত্যাদি শুনতে শুরু করেন। কুরআন তিলাওয়াত থেকে কোনোরকম বিরাম বিরতি ছাড়াই গান-বাজনায় চলে যান। কুরআনের শ্রুতিমধুর ধ্বনি থেকে শয়তানের কণ্ঠের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন! দুই ধরনের শব্দের মধ্যে কত পার্থক্য। আবার পার্থক্য রয়েছে শ্রোতার মনোযোগের মধ্যেও।

এভাবে কুরআনের অডিও ভিডিও চালিয়ে বসে থাকার দ্বারা মানুষের অন্তর আরও কঠোর হবে। কারণ, এতে নিঃসন্দেহে কুরআনের অবমাননা হয়। লাভের বা সাওয়াবের তো প্রশ্নই ওঠে না।

কুরআন ও গানের ধ্বনি তাদের কাছে কখনোই সমান নয়। যখন কুরআন তিলাওয়াতের সিডি বা অডিও চালায়। তখন মনে হয় যেন শয়তান তাড়ানোর জন্যই এটা চালানো হচ্ছে। শ্রোতার কোনো মনোযোগ তিলাওয়াতের দিকে থাকে না। আর যখন শয়তানি গান বাজনা চলে? তখন পূর্ণ মনোযোগ সেদিকেই নিবদ্ধ

---

৩৬৩. সূরা তাওবা ৯ : ১২৪, ১২৫

থাকে। এই যার অবস্থা। কুরআন কি তার ঈমান বৃদ্ধি করবে? তার অন্তরে কম্পন সৃষ্টি করবে? সে কি কুরআনে বর্ণিত শিফা (রোগমুক্তি) ও রহমত লাভ করবে? অথচ কুরআনের ভাষায় ঈমানদার তিলাওয়াতকারী ও শ্রোতার জন্য এ সকল সুসংবাদ রয়েছে।

আমাদের কি এমন হয়? নাকি শয়তানের সুর আর ঝংকারে আমরা আলোড়িত হই? কুরআন তিলাওয়াতের সময় আমরা কি পাথর কিংবা তার চেয়েও কঠিন জড়পদার্থ বনে যাই?

রাসূল ﷺ বলেছেন,

أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا

'আমার উম্মতের অধিকাংশ মুনাফিকই কুরআন পাঠকারী হবে।'[৩৬৪]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম মুনাওয়ী রহ. বলেন, 'এর অর্থ হলো মুনাফিকের দল কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করে এবং আয়াতের উদ্দেশ্য ও বিধানকে ভুল জায়গায় প্রয়োগ করে।'

আতা রহ. বলেন, 'এ ধরনের কুরআনের বাহক হতে সাবধান থেকো। এবং তাদের সাথে সাথে আমার ব্যাপারেও সতর্ক থেকো। তাদের মধ্য হতে আমার প্রিয় কেউ যদি অত্যাচারী বাদশাহর সামনে আমার বিরোধিতা করে তবু আমি তা মানব না। যেমন আমি বললাম, ডালিম মিষ্টি। আর সে বলল, না, তেতো। আর তার সাথে একমত হওয়ার জন্য আমাকে যদি অত্যাচারী শাসকের ভয়ও দেখানো হয়, তবুও আমি গায়ে রক্ত চলাচল ঠিক থাকা পর্যন্ত তার কথা মেনে নেব না।

ইমাম মুনাওয়ী রহ. ফুজাইল রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আরও বলেন, 'তাদের কাউকে কাউকে দেখবে, মানুষের সাথে বড়াই করছে। মানুষকে তুচ্ছ মনে করে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। যেন দু-রাকাত নামাজ বেশি পড়ে সে অন্যদের তুলনায় বড় বেশি সৌভাগ্যবান হয়ে গেছে। অথবা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে জান্নাতের নিশ্চয়তা আর জাহান্নাম থেকে মুক্তির নিশ্চিত পরোয়ানা লাভ করে বসে আছে। আবার দেখা যায় তারা নিজেদের সৌভাগ্যবান আর অন্যদের দুর্ভাগা ভেবে

---

৩৬৪. মুসনাদে আহমাদ : ১৭৩৬৭। উকবা বিন আমের রা. হতে। সনদ হাসান লিগাইরিহি।

থাকে। ভেতরে এমন ভাবসাব থাকলেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তারা বিনয় ও সাদাসিধা জীবনের বেশ ধরে চলে। এসব বেশভূষার উদ্দেশ্য আসলে অহংকার ও মর্যাদার লোভ ত্যাগ করা বা আত্মসমালোচনা নয়। বরং এ সবই তাদের অন্তর্দৃষ্টিহীন অন্ধত্বের পরিণাম।'[৩৬৫]

ইমাম মুনাওয়ী ﵀-এর অমূল্য কথামালা থেকে মুনাফিকদের কুরআনের প্রতি কঠোরতা, শত্রুতা, অবাধ্যতা, আল্লাহ তাআলার আযাবের ব্যাপারে উদাসীনতা ও বিনয়ের বেশে লৌকিকতা প্রদর্শনসহ বিভিন্ন স্বভাব স্পষ্ট হয়ে গেছে। ইমাম মুনাওয়ী ﵀ যা তুলে ধরেছেন, এ সবই অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কারণ কত মানুষ কুরআন পাঠ করছে। তাফসীর করছে। অন্যকে শেখাচ্ছে। কিন্তু তার কপালে সত্যিকারের আল্লাহওয়ালা ইলমের ছিটেফোঁটাও মিলেনি!

আমরা আল্লাহু আযযা ওয়া জাল্লার নিকট এসব হতে আশ্রয় কামনা করি। আমীন!

রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ

'কুরআন পাঠকারী মুমিনের দৃষ্টান্ত কমলার মতো, যার ঘ্রাণও চমৎকার স্বাদও মজাদার। যে মুমিন কুরআন পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত খেজুরের মতো, যার কোনো সুঘ্রাণ নেই তবে এর স্বাদ মিষ্টি। আর যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ রায়হানার মতো, যার সুঘ্রাণ আছে তবে স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে না তার উদাহরণ মাকাল ফলের ন্যায়, যার সুঘ্রাণও নেই, স্বাদও তিক্ত।'[৩৬৬]

---

৩৬৫. ফয়যুল কাদীর ফি শরহি জামিইস সগীর : ২/৮০। ১৩৮৪ নং হাদীসের ব্যাখ্যায়। উল্লেখিত ব্যাখ্যায় আল্লামা যমখশরী, ইমাম গাযালী ও নববী ﵀-এর বক্তব্যও রয়েছে। গ্রন্থকার এখানে তা উল্লেখ করেননি।
৩৬৬. সহীহ বুখারী : ৫৪২৭। আবু মূসা আশআরী ﵁ হতে। অধ্যায় : খাবার-সংক্রান্ত। অনুচ্ছেদ : খাদ্যদ্রব্যের আলোচনা।

১৮

গুনাহকে সামান্য মনে করা এবং আমলকে কঠিন মনে করা

দীনের প্রতি সংশয় থাকার কারণে মুনাফিকের কাছে যেকোনো ইবাদাতই কঠিন মনে হয়। এটা তার দুর্বল ঈমানের উল্লেখযোগ্য একটি চিত্র। অবশ্য যতটুকু ঈমান সে দাবি করে তাও আসল কি না তা-ই বা কে বলবে?

যাই হোক, মুনাফিক ইবাদাত ও আমলকে বিরাট কঠিন কিছু মনে করে। পক্ষান্তরে গুনাহকে সে খুব সামান্য কিছুই মনে করে। কারণ, সে তো সেই মহান রবের প্রতিই পূর্ণ বিশ্বাস রাখে না, যিনি গুনাহকে গুনাহ বলে সাব্যস্ত করেছেন। পাশাপাশি গুনাহের পরিণামে জাহান্নামের আযাবের বিশ্বাসও তার নেই। তাই পাহাড়-পরিমাণ গুনাহকেও মুনাফিক খুব সামান্য কিছুই মনে করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

'তারা আল্লাহকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি।'[৩৬৭]

আখিরাতের শাস্তির ব্যাপারে মুনাফিকের উদাহরণ কুরআনে বর্ণিত ভিন্ন ভিন্ন দুই বাগানের মালিকের মতো। তাদের একজন বলে :

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا

'এবং আমি মনে করি না যে, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনো আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট পাব।'[৩৬৮]

---

৩৬৭. সূরা আনআম ৬ : ৯১

৩৬৮. সূরা কাহফ ১৮ : ৩৬

আরেকজন বলে :

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ

'আমি মনে করি না যে, কেয়ামত সংঘটিত হবে। আমি যদি আমার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাই, তবে অবশ্যই তার কাছে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে।'[৩৬৯]

যদি পৌঁছে যাই..., যদি ফিরে যাই... ইত্যাদি সংশয়পূর্ণ বাক্যসংযোগে কথা বলেও ঘটনাক্রমে আখিরাতের ময়দানে হাজির হয়ে গেলেও জান্নাত পাবে বলে তারা নিশ্চিত! তবে কী দুনিয়ার জীবনে তাদের জীবন-মৃত্যু আল্লাহর জন্য বিলিয়ে দিয়েছে? মোটেও না। তাদের এই টুকটাক আমল এবং অন্তরে পুযে রাখা সন্দেহ কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে কোনো কাজেই দেবে না।

হাসান বসরী ﵀ বলেন,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ جَمَعَ إِحْسَانًا وَشَفَقَةً، وَإِنَّ الكافر جَمَعَ إِسَاءَةً وَأَمْنًا

'মমিনের মাঝে ইহসান ও দয়া একত্রীভূত হয় আর মুনাফিকের মাঝে খারাপ জিনিস ও অহমিকা একত্রীভূত হয়।'[৩৭০]

অর্থাৎ মুমিন নেক আমল করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার আযাবের ভয়ে ভীত থাকে। আর মুনাফিক পাপাচারে ডুবে থেকেও জাহান্নাম থেকে নিশ্চিত মুক্তির আশায় থাকে। কখনো কখনো আবার বড়াই করে বলে, 'আমি তো তোমার আগে জান্নাতে যাব'।

কখনো আবার তারা গুনাহে লিপ্ত থেকেও জান্নাতের আশা করার কারণ দর্শাতে গিয়ে বলে, 'আমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালো ধারণা রাখি'।

হাসান বসরী ﵀ বলেন,

لَيْسَ الْإِيْمَانُ بِالتَّمَنِّيْ وَلٰكِنْ مَا وَقَّرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ، إِنَّ قَوْماً

---

৩৬৯. সূরা হা-মীম ৪১ : ৫০

৩৭০. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৫/৪১৪। সূরা মুমিনুন ২৩ : ৫৭-৬১ এর ব্যাখ্যায়। আযযুহদু ওয়ার রাকাইক (ইবনুল মুবারক ﵀), ১/৩৫০। হাদীস নং ৯৮৫।

أَلْهَتْهُمْ أَمَانِيُّ الْمَغْفِرَةِ حَتَّى خَرَجُوْا مِنَ الدُّنْيَا وَلَا حَسَنَةَ لَهُمْ وَقَالُوْا: نُحسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ وَكَذَبُوْا، لَوْ أَحْسَنُوا الظَّنَّ بِهِ لَأَحْسَنُوا الْعَمَلَ

'আশায় বুক বেঁধে বসে থাকার নাম ঈমান নয়। ঈমান হলো অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় সৃষ্টি হওয়া এবং কাজেকর্মে তা প্রকাশ পাওয়া। কিছু মানুষ ক্ষমালাভের ধোঁকায় পড়ে কোনো নেক আমল ছাড়াই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। তারা বলে, 'আমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা রাখি'। আসলে তারা মিথ্যা কথা বলে। তারা যদি আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা রাখত, তাহলে অবশ্যই নেক আমল করত।'[৩৭১]

কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে যখন মুমিন ও মুনাফিকদের মাঝে ব্যবধানের প্রাচীর দাঁড়িয়ে যাবে, সেদিন বিনা আমলে মুক্তির মিথ্যা আশার জন্য চরম মূল্য দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُم بِاللهِ الْغَرُورُ

'তারা মুমিনদেরকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশার পেছনে বিভ্রান্ত হয়েছ, অবশেষে আল্লাহর আদেশ পৌঁছেছে। এই সবই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে।'[৩৭২]

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁ বলেন,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ

'ঈমানদার ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে এত বিরাট মনে করে, যেন সে একটা

---

৩৭১. ইরশাদু আকলিস সালীম ইলা মাযায়াল কিতাবিল কারীম (তাফসীরে ইবনে সাউদ), ২/২৩৫। সূরা নিসা ৪ : ১২৩ এর ব্যাখ্যায়। তবে উল্লেখিত উক্তি নিয়ে আপত্তি রয়েছে। প্রথমত পুরো মন্তব্যটি হাসান বসরী ﵀ থেকে প্রমাণিত নয়। প্রথম অংশটুকু প্রমাণিত। তাও সনদে আপত্তি রয়েছে। ফাইযুল কাদীর : ৫/৩৫৫। হাদিস নং ৭৫৭০।
৩৭২. সূরা হাদীদ ৫৭ : ১৪

পর্বতের নিচে উপবিষ্ট আছে, আর সে আশঙ্কা করছে যে, সম্ভবত পর্বতটা তার ওপর ধসে পড়বে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে মাছির মতো মনে করে, যা তার নাকে বসে চলে যায়।'[৩৭৩]

অর্থাৎ নাকের ওপর হাত নাড়া দিলেই মাছি উড়ে যাবে!

অথচ বাস্তবতা কী? বাস্তবতা হলো বহু মানুষকে দেখা যায়, আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে অনুচিত ঠাট্টা মশকরা করে। আবার হাসতে হাসতে ইস্তিগফারও পাঠ করে! বলে, আসতগফিরুল্লাহ! আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি! তার এই ইস্তিগফার কী কাজে দেবে?

ইমাম বুখারী ﷺ আনাস বিন মালিক ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا، هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المُوبِقَاتِ

'তোমরা এমন সব কাজ করে থাকো, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুল থেকেও চিকন। কিন্তু নবী ﷺ-এর সময়ে আমরা এগুলোকে ধ্বংসকারী মনে করতাম।'[৩৭৪]

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আনাস ﷺ কথাটি বলেছেন তাবেয়ীগণকে। রাসূল ﷺ-এর ভাষ্যমতে যারা উত্তম প্রজন্মেরই অংশ। তাদেরকেই যদি এ কথা বলে থাকেন, তাহলে আমাদের এই ফিতনার যুগে ধ্বংসের ঢালু পথে গড়িয়ে চলা অসতর্ক লোকজনের অবস্থা কী হতে পারে? আল্লাহ আমাদেরকে তার কুদরতি সাহায্য দিয়ে হিফাজত করুন।

ক্ষমার আশায় গুনাহ করে যাওয়া লোকজনের উদাহরণ বনী ইসরাঈলের মুনাফিকদের মতোই। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَـذَا الأدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ

---

৩৭৩. সহীহ বুখারি : ৬৩০৮। অধ্যায় : দুআ। অনুচ্ছেদ : তাওবা করা।

৩৭৪. সহীহ বুখারী : ৬৪৯২। অধ্যায় : সদয় হওয়া। অনুচ্ছেদ : গুনাহ তুচ্ছ মনে করা হতে বিরত থাকা।

‘তারপর তাদের পেছনে এসেছে কিছু অপদার্থ, যারা উত্তরাধিকারী হয়েছে কিতাবের; তারা নিকৃষ্ট পার্থিব উপকরণ আহরণ করছে এবং বলছে, আমাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে। বস্তুত এমনই ধরনের উপকরণ যদি আবারও তাদের সামনে উপস্থিত হয়, তবে তাও তুলে নেবে।’[৩৭৫]

তারা একদিকে আল্লাহ তাআলার কালাম পাঠ করত, আবার গুনাহও করত। এ নিয়ে তাদের মাঝে কোনো ভয়ভীতি কাজ করত না। তারা মনে করত, তাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাসান বসরী ﵀ বলেন,

الْمُؤْمِنُ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا قَالَ، وَالْمُؤْمِنُ أَحْسَنُ النَّاسِ عَمَلًا، وَأَشَدُّ النَّاسِ خَوْفًا، لَوْ أَنْفَقَ جَبَلًا مِنْ مَالٍ مَا أَمِنَ دُونَ أَنْ يُعَايِنَ، وَلَا يَزْدَادُ صَلَاحًا وَبِرًّا وَعِبَادَةً إِلَّا ازْدَادَ فَرَقًا، يَقُولُ: لَا أَنْجُو لَا أَنْجُو وَالْمُنَافِقُ يَقُولُ: سَوَادُ النَّاسِ كَثِيرٌ، وَسَيُغْفَرُ لِي، وَلَا بَأْسَ عَلَيَّ، يُسِيءُ الْعَمَلَ، وَيَتَمَنَّى عَلَى اللهِ تَعَالَ

‘মুমিন তো আল্লাহ তাআলা যা বলেছেন তা সত্য বলে জানে। উত্তম আমল করে। সবচেয়ে বেশি ভয় পায়। পাহাড়-পরিমাণ দান করেও আল্লাহ তাআলার সাহায্যের আশা ত্যাগ করে না। তার আমল, সৎকর্ম ও ইবাদাত তার মাঝে খুব বেশি পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না। এতকিছুর পরও সে বলে, আমি তো মুক্তি পাব না, মুক্তি পাব না। আর মুনাফিক বলে, মানুষের অনেক অনেক গুনাহ। আমাকে তো শীঘ্রই মাফ করে দেয়া হবে। আমি সামান্য যা গুনাহ করেছি তাতে তেমন সমস্যা নেই। এসব বলে সে আল্লাহ তাআলার প্রতি ক্ষমার আশায় বসে থাকে।’[৩৭৬]

মুমিন জানে, আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا

---

৩৭৫. সূরা আরাফ ৭ : ১৬৯

৩৭৬. আয যুহদু ওয়ার রাকাইক (ইবনুল মুবারক ﵀) : ১/১৮৭। হাদীস নং ৫৩২।

'যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া নিজের কোনো সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবে না।'[৩৭৭]

মুমিন আল্লাহ তাআলার এই কথাও জানে :

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

'এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।'[৩৭৮]

আল্লাহ তাআলার কালাম জানার পর কিয়ামতের দিন জান্নাত না পাওয়া পর্যন্ত মুমিন তার রবের আযাবের ভয় থেকে নিশ্চিত হতে পারে না। সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নিশ্চিত জান্নাতের আশায় গুনাহে জড়িয়ে অপদস্থ হতে চায় না। বরং আযাবের কথা বেশি বেশি স্মরণ করে তার ভয়ভীতি আরও বেড়ে যায়।

পক্ষান্তরে মুনাফিক বলে, আমি তো অন্যদের চেয়ে অনেক ভালো। মানুষ আমার চেয়ে বড় বড় গুনাহ করছে। তারা জাহান্নামে যাবে। আমি জান্নাতে যাব। অথচ সে আল্লাহ তাআলার এই কথা বেমালুম ভুলে বসে আছে :

وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ

'আজ এ কথা কিছুতেই তোমার কোনো উপকারে আসবে না, যেহেতু তোমরা সীমালঙ্ঘন করেছিলে। তোমরা শাস্তিতে একে অন্যের অংশীদার।'[৩৭৯]

গুনাহকে সামান্য মনে করা এবং ইবাদাতকে খুব কঠিন কিছু মনে করা আমাদের সময়ের অন্যতম একটি সমস্যা। অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছে যে, মানুষ সামান্য ইবাদাত বন্দেগী করে আল্লাহু জাল্লা জালালুহুকে খোঁটা দিয়ে বসছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

৩৭৭. সূরা নিসা ৪ : ১২৩
৩৭৮. সূরা যিলযাল ৯৯ : ৮
৩৭৯. সূরা যুখরুফ ৪৩ : ৩৯

'তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে কোরো না। বরং আল্লাহ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকো।'[৩৮০]

প্রতিটি পাঠকেরই নিজেকে প্রশ্ন করে দেখা উচিত, ' সে কি জান্নাতের আশা ও জাহান্নামের ভয়ের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম ﷺ-এর চেয়ে বেশি বুঝে গেছে? বেশি এগিয়ে গেছে?

আলোচনা এগোতে থাকলে আমরা জানতে পারব যে, জান্নাত-জাহান্নামের ব্যাপারে মুনাফিকদের মতো নিশ্চিত হয়ে যাওয়া তাওবার পথ বন্ধ করে দেয়।

মুমিনের অবস্থা

আম্মাজান আয়িশা ﵂ বলেন,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ «وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ» (المؤمنون: ٦٠) أَهُوَ الَّذِي يَزْنِي، وَيَسْرِقُ، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ؟ قَالَ: « لَا، يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَوْ يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُ، وَيُصَلِّي، وَهُوَ يَخَافُ أَنْ لَا يُتَقَبَّلَ مِنْهُ»

'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল।

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

"এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত, কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।"[৩৮১]

এর দ্বারা কি এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে ব্যভিচার করে, চুরি করে এবং মদ্যপান করে? তিনি বলেন, না, হে আবু বকরের কন্যা, অথবা হে সিদ্দীকের কন্যা! বরং উক্ত আয়াতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে রোজা রাখে,

৩৮০. সূরা হুজুরাত ৪৯ : ১৭

৩৮১. সূরা মুমিনুন ২৩ : ৬০

যাকাত দেয়, দান-খয়রাত করে, নামাজ পড়ে এবং আশঙ্কা করে যে, তার এসব ইবাদত কবুল হলো কি না?'[৩৮২]

ইমাম বুখারী ﷺ ইমাম ইবরাহীম আত-তাইমী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا' 'আমলের সাথে যখন আমার কথা তুলনা করি, তখন আশঙ্কা হয়, আমি না মিথ্যাবাদী হই।' [৩৮৩]

অর্থাৎ আমার কথা হয়তো আমার কাজকে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করছে (কথা ও কাজে মিলছে না)। অথবা যারা আমাকে ঈমানের দাবি করতে দেখে তারা আমার দাবিকে মিথ্যা হতে দেখে। এই হলো মুমিনের অবস্থা। সে আমল করা সত্ত্বেও মনে করবে, 'আল্লাহর হক নষ্ট করছে'। মুমিন তো সগীরা (ছোট/হালকা) গুনাহকেও কবীরা মনে করবে। কারণ সে আল্লাহ্ তাআলার অবাধ্যতা করেছে!

১৯

তাওবা করতে অনীহা প্রকাশ করা

মুনাফিকদের আরেকটি স্বভাব বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ

'যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা এসো, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।'[৩৮৪]

---

৩৮২. সুনানে ইবনে মাজা : ৪১৯৮। সনদ সহীহ। অধ্যায় : যুহদ (ভোগবিলাসে অনাসক্তি)। অনুচ্ছেদ : আমল সম্পর্কে আশঙ্কা।

৩৮৩. সহীহ বুখারী। অধ্যায় : ঈমান। অনুচ্ছেদ : ২, অজান্তে মুমিনের আমল নষ্ট হওয়ার ভয়।

৩৮৪. সূরা মুনাফিকুন ৬৩ : ৫

ব্যাপারটা অবাক হওয়ার মতো কিছু নয়। ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, মুনাফিকের দল রাসূল ﷺ-এর সাথে অভদ্র আচরণে অভ্যস্ত। গুনাহকে সামান্য মনে করে। এবং আল্লাহ তাআলাকে যথাযথ সম্মান করে না। তাহলে আর তাওবা কিসের? কেন তারা তাওবা করবে?

তারচেয়ে বরং আল্লাহ তাআলার মাগফিরাত সম্পর্কে তাদের আপত্তি তুচ্ছতাচ্ছিল্যের অবস্থাও লক্ষ করুন। জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﵁ রাসূল ﷺ-এর এক ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّةَ، ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ، فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ» قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا، خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ، ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ، إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ» فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: تَعَالَ، يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَأَنْ أَجِدَ ضَالَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ، قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّةً لَهُ،

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুরার ঘাঁটিতে (হুদাইবিয়ার নিকটে) কে আরোহণ করবে? যে আরোহণ করবে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যেমন বনী ইসরাঈলকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল। জাবির ﵁ বলেন, প্রথমে ওই ঘাঁটিতে আরোহণ করল আমাদের বনী খাযরাজের ঘোড়াগুলো। তারপর লোকেরা পেছনে এল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের সকলকেই ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, লাল উষ্ট্রের মালিক ব্যতীত। (লোকটি মুনাফিক ছিল। সে গুনাহ মাফের সুযোগটি কাজে লাগাতে আগ্রহী ছিল না।) তখন আমরা ওই লোকটির নিকট গিয়ে বললাম, এসো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। সে বলল, আমি যদি আমার হারানো উটটি পেয়ে যাই তবে তা অবশ্য আমার জন্য তোমাদের সঙ্গীর দুআ থেকে শ্রেয়। জাবির ﵁ বলেন, এ লোকটি তার হারানো উষ্ট্রী তালাশে ছিল।'[৩৮৫]

---

৩৮৫. সহীহ মুসলিম : ২৭৮০। অধ্যায় : মুনাফিকদের আচরণ এবং তাদের সম্পর্কে বিধান। * হাদীসের মাঝে বন্ধনীতে থাকা বাক্যগুলো গ্রন্থকার কর্তৃক সংযুক্ত। অবশ্য মুসলিম শরীফের যেকোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থে এসবের সত্যতা মিলবে।

চিন্তা করে দেখুন! এই মুনাফিকের কাছে আল্লাহ তাআলার রাসূল ﷺ-এর পক্ষ হতে মাগফিরাতের দুআর চেয়েও হারানো প্রাণী বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল।

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের স্বভাব বর্ণনা করতে গিয়ে আরও বলেন :

أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ

'তারা কি লক্ষ করে না, প্রতিবছর তারা দু-একবার পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে, অথচ তারা এরপরও তাওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না।'[৩৮৬]

বিপদাপদের বেসামাল ধাক্কাও তাদেরকে তাওবার পথে নিতে পারেনি!

কিয়ামতের দিন যখন মুমিন আর মুনাফিকদের মাঝে প্রাচীর দাঁড় করানো হবে। সেদিন অন্যান্য কারণের পাশাপাশি এই তাওবা-বিমুখ মানসিকতার জন্যও তাদেরকে তিরস্কার করা হবে। ইমাম ইবনুল কাসীর ﵀ বলেন,

وَتَرَبَّصْتُمْ أَيْ أَخَّرْتُمُ التَّوْبَةَ مِنْ وَقْتٍ إِلَى وَقْتٍ

'আর তোমরা প্রতীক্ষা করেছ। অর্থাৎ তাওবা করতে কালক্ষেপণ করেছ।'[৩৮৭]

দুনিয়ার জীবনে একদিনের জন্যেও কি তাদের তাওবার সুযোগ হয়নি?

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

'বস্তুত আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। আর সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও যদি তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দিতেন। অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত।'[৩৮৮]

---

৩৮৬. সূরা তাওবা ৯ : ১২৬

৩৮৭. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৮/৫১। সূরা হাদীদ ৫৭ : ১৩-১৫ এর ব্যাখ্যায়।

৩৮৮. সূরা নিসা ৪ : ৬৪

এমনিভাবে যারা তাওবা করতে গড়িমসি করছেন। তারা নিফাকের স্বভাবের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছেন।

আরেক দল মানুষ আছেন যাদেরকে গুনাহ ত্যাগের উপদেশ দিলে বলে, 'শাইখ, আল্লাহ তাআলার দরবারে আমাদের জন্য হিদায়াতের দুআ করুন'। নিচের আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের উদাহরণ তুলে ধরেছেন।

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

'মরুবাসীদের মধ্যে যারা গৃহে বসে রয়েছে, তারা আপনাকে বলবে, আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব, আমাদের পাপ মার্জনা করান। তারা মুখে এমন কথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই। বলুন, আল্লাহ তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে বিরত রাখতে পারে? বরং তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয় পরিপূর্ণ জ্ঞাত।'[৩৮৯]

ইস্তিগফার অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনার প্রশ্নে তারা যদি আসলেই সত্যবাদী হতো, তাহলে অবশ্যই গুনাহ ত্যাগ করত। তাদের বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ' 'তারা মুখে এমন কথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই।'

পক্ষান্তরে মুমিনের অবস্থা দেখুন :

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

'যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের ওপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।'[৩৯০]

---

৩৮৯. সূরা ফাতাহ ৪৮ : ১১

৩৯০. সূরা আরাফ ৭ : ২০১

২০

স্বেচ্ছায় ফিতনা ফাসাদে জড়ানো

হাশরের ময়দানে ঈমানদার ও মুনাফিকদের মাঝে দেয়াল দাঁড় করানোর পর মুনাফিকরা প্রবল আপত্তি জানাবে। তখন তাদের আপত্তির উপযুক্ত জবাবও দেয়া হবে। প্রথমেই যা বলা হবে তা হলো :

'بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ'

'হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ।' [৩৯১]

যার অন্তরে নিফাক রয়েছে সে গুনাহের চারিপাশে এমনভাবে ঘুর ঘুর করে যেমন ময়লা আবর্জনার চারিপাশে মাছি ভোঁ ভোঁ করে ওড়ে।

গুনাহের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে মুনাফিকের দল অনেক সময় উলামায়ে কেরামের মতবিরোধকে ঢাল বানায়। বলে, এটা তো স্পষ্টভাবে হারাম নয়। নিজেকে এবং মানুষকে তারা এই বলে প্রবোধ দেয় যে, 'তার নিয়্যাত বা উদ্দেশ্য ভালো'। যেমন : গ্রহণযোগ্য কোনো শরঈ কারণ ছাড়াই এরা ব্যাপকহারে পরনারীদের সাথে সাক্ষাৎ করে। মুখে মুখে 'মন ভালো আছে' বললেও অন্তরে কামনা ও বাসনা ঠিকই জাগে।

এ কারণেই তারা এমনসব জিনিস দেখে যা আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছেন। যেমন : বিভিন্ন নাটক-সিরিয়াল ও অশ্লীল গান-বাজনা ইত্যাদি। এসব দেখে দেখে তাদের অন্তর এমন বিগড়ে যায় যে, এরপর তাদের কাছে গুনাহবিরোধী কথাবার্তা ভালো লাগে না এবং আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন নিদর্শন ও নির্দেশের প্রতি তারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। তখন তারা নিজেদেরকে আর অন্যদের মতো ভাবতে পারে না। এবং এভাবেই নিজেদের গভীর বিপদে ফেলে দেয়।

হাশরের ময়দানে যেদিন বাধার প্রাচীর দাঁড় করানো হবে। ঈমানের নূরে পথ চলার জন্য তীব্র হাহাকার দেখা দেবে। তার আগে মুনাফিকদের বোধোদয় হবে না। তবে মুমিন কঠোরহস্তে এমন বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে যায়।

---

৩৯১. সূরা হাদীদ ৫৭ : ১৪

২১

ঝগড়া-বিবাদের সময় গালাগালের মতো অশ্লীল ও অন্যায় পথ অবলম্বন করা

রাসূল ﷺ বলেছেন,

أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا

'চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে খালিস মুনাফিক বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, আর অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে, প্রতিশ্রুতি দিলে বিশ্বাসঘাতকতা করে, যখন ঝগড়া করে গালাগালি করে। যার মধ্যে এগুলোর কোনো একটি স্বভাব পাওয়া যাবে, তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব পাওয়া গেল, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।'[৩৯২]

'ফুজুর' তথা অন্যায় অপকর্ম বা গালাগাল করা একটি জঘন্য বদ স্বভাব। এই স্বভাবটি মানুষকে মিথ্যায় অভ্যস্ত করে তোলে। সত্যের প্রতি অনাসক্তি তৈরি করে। ন্যায়নীতি ও অন্যের অধিকার ভুলিয়ে দেয়। গুনাহের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে।[৩৯৩] এ সবই এমন স্বভাব যা ঝগড়ার সময় মুনাফিকের আচরণে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

অশ্লীল গালিগালাজ মূলত আখিরাতের প্রতি সন্দেহের প্রমাণ বহন করে। কারণ ঈমানদার ব্যক্তি কোনো কারণে বিবাদে জড়ালেও অন্যের হক নষ্ট করার মতো ভাষা ব্যবহার না করে নিজের হক ছেড়ে দেয়। সে নিজেকে এই বলে প্রবোধ দেয় যে, 'এর বিনিময়ে কিয়ামতের কঠিন প্রয়োজনের দিন আল্লাহ্ তাআলার নিকট 'গোপন পুরস্কার' লাভ করবে।

---

৩৯২. সহীহ বুখারী : ৩১৭৮। আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ হতে। অধ্যায় : জিযিয়া। অনুচ্ছেদ : যারা অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে তাদের গুনাহ।

৩৯৩. আল মুনাজ্জাদু ফিল লুগাতি : ৫৬৯। 'فَجْرٌ' শব্দের অর্থে। তবে মূল গ্রন্থে যেভাবে আছে অভিধানে হুবহু সেভাবে নেই।

কিন্তু দুর্বল ঈমানের মানুষ বিষয়টাকে এভাবে বুঝতে পারে না। তাই সে নিজের অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়ে কঠোর ভাষায় রাগের প্রকাশ ঘটায়। ঝগড়া-বিবাদে নিজের প্রতিপক্ষের ওপর চরম প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে চড়াও হয়।

আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় দাম্পত্যজীবনে ঝগড়া-বিবাদের এই চিত্র প্রকট আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদে গড়ানোর জন্য এই সমস্যার ভূমিকা মারাত্মক ও অনস্বীকার্য। এসব ক্ষেত্রে লোকজন পারিবারিক দায়বদ্ধতার কোনো পরোয়া তো করেই না, এমনকি আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী থেকেও কিছু শিখতে চায় না :

وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হোয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সেসবই অত্যন্ত ভালো করে দেখেন।'[৩৯৪]

২২

আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা

মুনাফিক 'ডাল চিবুনোর' মতো চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে অর্থৎ ইনিয়ে-বিনিয়ে সত্যকে আড়াল করে। সত্যকে অস্বীকার করে। কারণ সে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে সংশয়ে ভোগে। আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব বিশ্বাস করলেও তার বিশ্বাস খুবই হালকা। সে আখিরাতের শাস্তির কথা মানে না। তার চিন্তার জগৎজুড়ে শুধু দুনিয়ার স্বার্থ খেলা করে। এ কারণেই মুনাফিক ব্যক্তি ধীরে ধীরে আল্লাহ তাআলার সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে শুরু করে।

পার্থিব জীবনের স্বার্থ ব্যতীত অন্যকিছু তাকে আকর্ষণ করে না। তার মনে প্রভাব ফেলতে পারে না। তার অবস্থা ওইসব ইয়াহুদীর মতো যারা রাসূল ﷺ-এর সাথে দুর্ব্যবহার করে বলত,

---

৩৯৪. সূরা বাকারা ২ : ২৩৭

لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولُ

'আমরা যা বলি, তজ্জন্যে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন?'

অন্যায় অপরাধের সাথে সাথে শাস্তিস্বরূপ আযাব না আসায় তারা এ কথা ভেবে নিশ্চিত হয়ে গেছে, 'আখিরাতের শাস্তি বলে কিছু নেই'!

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তাআলা শাস্তির ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন :

حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ

'জাহান্নামই তাদের জন্যে যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। কতই-না নিকৃষ্ট সেই জায়গা।'[৩৯৫]

প্রত্যেকেরই ভেবে দেখা উচিত, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ভালো-মন্দ যেকোনো আদেশ ও নিষেধের প্রতি অনুগত, সৎ ও গুনাহমুক্ত থাকার ওয়াদা করার পরও আমরা কি কোনো বিষয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে বাড়াবাড়ি করতে পারি? কীভাবে সম্ভব? অথচ আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে মানুষকে তার চাহিদামাফিক অসংখ্য নিআমত দান করেছেন।

কিয়ামতের দিন ছোট-বড়, সামান্য ও মারাত্মক গুনাহসমূহসহ আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত ওয়াদার কমবেশি সবই প্রকাশ পেয়ে যাবে। আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা ও দয়ার আবেদন করি। কেননা, এ সবই মানুষের অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ (٧٦) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (٧٧)

---

৩৯৫. সূরা মুজাদালাহ ৫৮ : ৮

‘তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে যারা আল্লাহ তাআলার সাথে ওয়াদা করেছিল যে, তিনি যদি আমাদের প্রতি নিজ অনুগ্রহে দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা ব্যয় করব এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকব। অতঃপর যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করা হয়, তখন তাতে কার্পণ্য করেছে এবং কৃত ওয়াদা থেকে ফিরে গেছে তা ভেঙে দিয়ে। তারপর এরই পরিণতিতে তাদের অন্তরে কপটতা স্থান করে নিয়েছে সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। তা এ জন্য যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা লঙ্ঘন করেছিল এবং এ জন্যে যে, তারা মিথ্যা কথা বলত।’[৩৯৬]

তারা একবার এই অপরাধ করেছে। একবার মাত্র ওয়াদা ভঙ্গের কারণে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সামনে হাযির হওয়ার আগ পর্যন্ত নিফাকে ভুগবে। তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবে? আমরা যে বারবার ওয়াদা ভঙ্গ করে চলেছি! আল্লাহ আমাদের মাফ করুন। আমাদের প্রতি দয়া, মায়া ও মহত্ত্বের আচরণ করুন। আমীন!

২৩

কথাবার্তায় ধূর্ত হওয়া

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের আরেকটি স্বভাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ

‘আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের সাথে পরিচিত করে দিতাম। তখন আপনি তাদের চেহারা দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন এবং আপনি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন। আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহের খবর রাখেন।’[৩৯৭]

তারা তাদের বিষ মেশানো মিষ্টি কথা দিয়ে বাহ্যিকভাবে দীনের প্রতি দরদ ও ভালোবাসা প্রকাশ করলেও সন্দেহ এবং ঘৃণাটুকু সাবধানে লুকিয়ে রাখে।

---

৩৯৬. সূরা তাওবা ৯ : ৭৫-৭৭
৩৯৭. সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ৩০

ডেনমার্ক থেকে একাধিকবার সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও সম্মানের অধিকারী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা, অযৌক্তিক ও উসকানিমূলক কার্টুন প্রকাশ করা হয়। তখন একদল মুনাফিকের আবির্ভাব ঘটে। তারা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলার চেষ্টা করে, 'মুহাম্মাদ ﷺ -কে নিয়ে কটূক্তি করা ঠিক নয়, তবে উনার সমালোচনা হতে পারে'! (নাউযুবিল্লাহ)

এরপর যখন মুসলিম-বিশ্বজুড়ে ডেনমার্ককে বয়কট ও তাদের পণ্য বর্জনের আওয়াজ উঠল। তখন মুনাফিকের দল সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। বলল, 'এ ধরনের সিদ্ধান্তে বিশ্বজুড়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে, ঘৃণা ও বিদ্বেষ চরমে পৌঁছে যাবে এবং সন্ত্রাসবাদ উসকে উঠবে !

প্রথমত তারা রাসূল ﷺ-এর ইজ্জত-সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টি মেনে নিলেও নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ নবীজি ﷺ-এর সমালোচনায় কোনো আপত্তি করছে না। কেউ সমালোচনা করলে তাতে দোষের কিছু দেখছে না। অথচ রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে :

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤)

'এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় তিনি কোনো কথা বলেন না। কোরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়।'[৩৯৮]

দ্বিতীয়ত সাধারণ মুসলমানদের সাথে তারাও ডেনমার্কের অপকর্মটির নিন্দা করে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু যখনই ডেনমার্কসহ কুফফার শক্তি ও গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে বয়কট ও বর্জনের আওয়াজ তোলা হয়। তখন মুনাফিকের দল তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। নিজেদের প্রভুদের বিরুদ্ধে এমন স্পর্ধা তারা মোটেও মেনে নিতে পারে না। পাশাপাশি মুসলমানদের প্রতিবাদ ও বয়কটের ডাককে ইস্যু করে কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও মুজাহিদ বাহিনীকে সন্ত্রাসবাদ আখ্যা দিয়ে সমালোচনার বিষাক্ত তিরে বিদ্ধ করার চেষ্টা চালায়। মুনাফিকদের বহুল পরিচিত একটি চেহারা হলো 'শক্তের ভক্ত নরমের যম'। কাফিরদের অপমান গায়ে মাখতেও আপত্তি নেই। কিন্তু মুসলমানদের প্রতি সর্বদা খড়্গহস্ত।

---

৩৯৮. সূরা নাজম ৫৩ : ৩, ৪

কেউ যেন আবার এই কথা বলে না বসে, 'মানুষের মনের খবর না জেনে শুধু মুখের কথায় তাকে খারাপ কিছু ভাবা ঠিক না। এটা নিষেধ!'

এ ধরনের কথাবার্তা আসলে যাদের বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করার মতো জ্ঞান নেই তারাই বলে থাকেন। নিয়ম তো হলো বাহ্যিকভাবে যে ভালো কথা বলবে তা ভালো মনে করা হবে। আবার বাহ্যিকভাবে কেউ যদি মুনাফিকের মতো কথা বলে তবে তাকে মন্দ মনে করা হবে। তা ছাড়া আল্লাহ তাআলা এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাদের এ ধরনের কথাবার্তা আমাদের পক্ষে নয়। বরং বিপক্ষে। সেখানে মুনাফিকি কথাবার্তা বলার পরও মনের অবস্থা জানার অপেক্ষায় থাকা বোকামি ছাড়া আর কী হতে পারে? আল্লাহ তাআলা তো বলেই দিয়েছেন 'وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ' 'এবং আপনি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন।'[৩৯৯]

২৪

আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যাওয়া

কিছু মানুষ যখন তাদের মহান প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ভুলে বসে, তখন বিস্ময়ের কোনো সীমা থাকে না!

তারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্যলাভের কোনো উপায় জানেও না, আমলও করে না। তাদেরকে কখনো হালাল-হারাম নিয়ে প্রশ্নও করতে দেখবেন না। এটা স্পষ্ট নিফাকের আলামত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'মুনাফিক নর-নারী সবারই গতিবিধি এক রকম; শেখায় মন্দ কথা, ভালো কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। আল্লাহকে তারা ভুলে গেছে, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরাই নাফরমান।'[৪০০]

---

৩৯৯. সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ৩০

৪০০. সূরা তাওবা ৯ : ৬৭

অতএব কেউ কোনো উপত্যকার নির্জন কোলে ধ্বংসের মুখে ঢলে পড়লেও আল্লাহ তাআলার কিছু যায় আসে না।

আর তাদের নিফাকের সবচেয়ে বড় শাস্তি হলো আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজেদের ভালোমন্দটুকুও ভুলিয়ে দিয়েছেন। যদ্দরুন প্রতিকূল পরিস্থিতে কাজে দেয়ার মতো কোনো আমল তারা করে না। অর্থাৎ এমন কোনো আমল তারা করে না যা কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে কাজে দেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'তোমরা তাদের মতো হোয়ো না, যারা আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য।'[৪০১]

আল্লাহ তাআলা অধিকাংশ মানুষের স্বভাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

'তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না।'[৪০২]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল কাসীর ﷺ বলেন,

أَيْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَيْسَ لَهُمْ عِلْمٌ إِلَّا بِالدُّنْيَا وَأَكْسَابِهَا وَشُؤُوْنِهَا وَمَا فِيهَا، فَهُمْ حُذَّاقٌ أَذْكِيَاءُ فِي تَحْصِيلِهَا وَوُجُوْهِ مَكَاسِبِهَا، وَهُمْ غَافِلُونَ عَمَّا يَنْفَعُهُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ كَأَنَّ أَحَدَهُمْ مُغَفَّلٌ لَا ذِهْنَ لَهُ وَلَا فِكْرَةَ،

'অধিকাংশ মানুষই শুধু দুনিয়া ও দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে ভালো জ্ঞান রাখে। পার্থিব কামাই রোজগারের ব্যাপারে খুবই বিচক্ষণ হয়। কিন্তু আখিরাতের লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন থাকে। এ ব্যাপারে তাদের কারও কোনো চিন্তা-ফিকিরই নেই।'

---

৪০১. সূরা হাশর ৫৯ : ১৯

৪০২. সূরা রূম ৩০ : ৭

হাসান বসরী ﷺ বলেছেন,

وَاللهِ لَبَلَغَ من أحدهم بدنياه أن يَقْلِبُ الدِّرْهَمَ عَلَى ظُفْرِهِ، فَيُخْبِرُكَ بِوَزْنِهِ وَمَا يُحْسِنُ أَنْ يُصَلِّيَ

'আল্লাহর কসম, এমন অনেক দুনিয়াসক্ত রয়েছে যারা হাতের তালুতে দিরহাম (অন্য যেকোনো বস্তুও) নিয়েই তার সঠিক ওজন বলে দিতে পারে। অথচ ভালোভাবে নামাজ পড়তে পারে না।'[৪০৩]

বর্তমান যুগের অধিকাংশ মানুষের অবস্থা ঠিক তা-ই। দেখবেন, দুনিয়ার জন্য হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছে। দিনরাত দৌড়ঝাঁপ করছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। যদি জিজ্ঞেস করেন, 'ভাই, নামাজ পড়েছেন?' বলবে, 'না'।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন উদাসীনতা হতে রক্ষা করুন। আমীন!

রাসূল ﷺ বলেছেন,

يُؤْتَى بِالعَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالاً وَوَلَدًا، وَسَخَّرْتُ لَكَ الأَنْعَامَ وَالحَرْثَ، وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلاَقِي يَوْمَكَ هَذَا؟ فَيَقُولُ: لاَ، فَيَقُولُ لَهُ: اليَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي

'কিয়ামতের দিন এক বান্দাকে আনা হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, তোমাকে আমি কি চোখ-কান দিইনি, ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি দিইনি, পশু-সম্পদ ও শস্য-সামগ্রী তোমার করতলগত করিনি; তোমাকে তো সরদারি করতে লোকদের সম্পদের এক-চতুর্থাংশ ভোগ করতে ছেড়ে রেখেছিলাম। তুমি কি ধারণা করতে যে, আজকের এই দিনে আমার সঙ্গে তোমার মোলাকাত করতে হবে? সে বলবে, না। আল্লাহ তাআলা বলবেন, আজ তোমাকে আমি ভুলে গেলাম যেভাবে আমাকে তুমি ভুলে গিয়েছিলে।'[৪০৪] অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে আযাবের মধ্যে ছুড়ে ফেলবেন।

---

৪০৩. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৬/২৭৪, ২৭৫। সূরা রূম ৩০ : ৭ এর ব্যাখ্যায়।

৪০৪. সুনানে তিরমিযি : ২৪২৮। আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ খুদরী ﷺ হতে। সনদ সহীহ গরীব। অধ্যায় : কিয়ামত। অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থাপন।

পরিশিষ্ট

দীর্ঘ আলোচনায় ইতিমধ্যেই আমাদের সামনে মুনাফিকদের যাবতীয় স্বভাব স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমরা হয়তো অপরাধীদের গতিপথ শনাক্ত করতে পেরেছি। আল্লাহ আতালা নিজের পবিত্র কালামে সবিস্তারে সব তুলে ধরেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্য জবানে তার ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ

'যাতে যে ধ্বংস হবে, সে যেন স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে, সে যেন স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে জীবিত থাকে। আর নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'[৪০৫]

দুনিয়ার জীবনে প্রত্যেকেরই নিজের মুক্তি কিংবা ধ্বংসের পথ বেছে নেয়ার সুযোগ রয়েছে। তাই প্রত্যেককেই ভেবে দেখতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কেউ কি নিজেকে এমন মুনাফিকদের দলে দেখতে চায়? যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

'অতএব তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো; তারা হচ্ছে অপবিত্র, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তা হলো তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল।'[৪০৬]

অর্থাৎ এমন অপবিত্র আবর্জনা যা মাটি থেকে তোলা যায় না। এমন অপবিত্রতা মুনাফিকদের জীবনের সাথে মিশে গেছে।

ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা কি তাদের মতো হতে চাই যাদেরকে আল্লাহ তাআলা নিজেদের কলঙ্কিত অতীত মুছে ফেলার সুযোগ দেননি?

---

৪০৫. সূরা আনফাল ৮ : ৪২

৪০৬. সূরা তাওবা ৯ : ৯৫

তাদের অন্তরে লুক্কায়িত পাপাচার জানতে পেরে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দিতে চাননি। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَإِن رَّجَعَكَ اللهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ

'বস্তুত আল্লাহ যদি আপনাকে তাদের কোনো সম্প্রদায়ের কাছে ফিরিয়ে আনেন, অতঃপর তারা (জিহাদে) বের হতে অনুমতি চায়, তাহলে আপনি বলুন, তোমরা কখনো আমার সাথে (জিহাদে) বের হবে না এবং আমার সাথি হয়ে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করবে না; তোমরা প্রথমবারে বসে থাকাকে পছন্দ করেছিলে, অতএব তোমরা পশ্চাদ্‌বর্তী লোকেদের সাথে বসে থাকো।'[৪০৭]

প্রত্যেককেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, সে কি মৃত্যুর সময় অপদস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে চায়?

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ

'ফেরেশতা যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে?'[৪০৮]

যে সকল মুনাফিকের মৃত্যুতে রাসূল ﷺ-এর মাগফিরাতের দুআ আর জানাজা পড়ানো আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেননি; আমরা কি তাদের মতো হতে চাই?

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

আর তাদের মধ্য থেকে কারও মৃত্যু হলে তার ওপর কখনো নামাজ পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরি করেছে। বস্তুত তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।[৪০৯]

---

৪০৭. সূরা তাওবা ৯ : ৮৩

৪০৮. সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ২৭

৪০৯. সূরা তাওবা ৯ : ৮৪

সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যেদিন অপবিত্রদের পবিত্র বান্দাগণ হতে পৃথক করে দেয়া হবে সেদিন আমি কোনদিকে থাকতে চাই?

لِيَمِيزَ اللّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىَ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

'যাতে পৃথক করে দেন আল্লাহ অপবিত্র ও না-পাককে পবিত্র ও পাক থেকে। আর যাতে একটির পর একটিকে স্থাপন করে সমবেত স্তূপে পরিণত করেন এবং পরে দোযখে নিক্ষেপ করেন। এরাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত।'[৪১০]

এভাবেই কাফির, মুশরিক আর মুনাফিকদের একসাথে ময়লা আবর্জনা স্তূপ করার মতো টেনেহিঁচড়ে একজনের ওপর আরেকজনকে এনে জমা করা হবে। অতঃপর জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ঘোষণা দেয়া হবে।[৪১১]

মুনাফিকদের জন্য একের পর এক অপমান রয়েছে! পার্থিব জীবনে অপমান। মৃত্যুকালে অপমান। মরা লাশের প্রতিও দুআ ও জানাজা পড়তে নিষেধ করে অপমান। কিয়ামতের দিন হিসাবনিকাশের সময় অপমান। এতসব অপমানের দুঃখ-কষ্ট ছাপিয়ে সবচেয়ে বড় দুঃখ, কষ্ট ও অপমান হলো জাহান্নামের সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থানে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চির যন্ত্রণাদায়ক অপমান।

হে আমার মুসলিম ভাই ও বোন, নিফাকের স্বভাব থেকে আত্মরক্ষা করুন। আল্লাহর শপথ করে বলছি; একটিমাত্র মুনাফিকি স্বভাবই সবকিছু ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। সেখানে একজনের মাঝে একাধিক, বরং অধিকাংশ স্বভাব পাওয়া গেলে অবস্থা কী হবে?

অতএব নিফাক থেকে বাঁচুন। আল্লাহ তাআলা যাদের মাগফিরাতের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছেন; আপনি কি তাদের মতো হতে চান? আল্লাহ তাআলা বলেন :

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

---

৪১০. সূরা আনফাল ৮ : ৩৭

৪১১. গ্রন্থকার এখানে প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ 'আত তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর' এর বক্তব্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। দ্রষ্টব্য : আত তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর' ৯/৩৪৩। সূরা আনফাল ৮ : ৩৭ এর ব্যাখ্যায়।

‘তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো আর না করো, যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমাপ্রার্থনা করো, তথাপি কখনোই তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তা এ জন্য যে, তারা আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে। বস্তুত আল্লাহ নাফরমানদেরকে পথ দেখান না।’[৪১২]

তাদের সম্পদ আর সংখ্যাধিক্য দেখে ধোঁকায় পড়বেন না। এ সবই তাদের আযাব বৃদ্ধি করা ছাড়া অন্য কোনো কাজে আসবে না।

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

‘সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হলো এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিপতিত রাখা এবং তাদের প্রাণবিয়োগ হবে কুফরি অবস্থায়।’[৪১৩]

পার্থিব জীবনে ধন-সম্পদ তাদের দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ক বৃদ্ধি করা ছাড়া অন্য কোনো কাজে আসে না। তারা ভালো কাজে সামান্য কিছু ব্যয় করলেও বেজার মুখে করে। ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততির ওপর কোনো বিপদ নেমে এলে ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা তাদের এই স্বভাব একবার বর্ণনা করার পর আবারও বর্ণনা করেছেন।

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

‘আর বিস্মিত হোয়ো না তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দরুন। আল্লাহ তো এই চান যে, এসবের কারণে তাদেরকে আযাবের ভেতরে রাখবেন দুনিয়ায় এবং তাদের প্রাণ নির্গত হওয়া পর্যন্ত যেন তারা কাফিরই থাকে।’[৪১৪]

---

৪১২. সূরা তাওবা ৯ : ৮০
৪১৩. সূরা তাওবা ৯ : ৫৫
৪১৪. সূরা তাওবা ৯ : ৮৫

আমাদের প্রত্যেককেই মনে রাখতে হবে, 'নিফাকের যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে' তা মোটেও মিটে যায়নি। বরং প্রত্যেক যুগেই নিফাক হলো 'সময়ের সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাধি'। ঈমানঘাতী ব্যাধি। সাহাবায়ে কেরাম ﷺ-এর মতো মহামানবগণ নিফাকের ভয়ে ভীত থাকতেন। আমরা নিশ্চয়ই তাদের চেয়ে উত্তম নই। বইটির শুরুর দিকে 'নিফাকের আশঙ্কা ও এর বাস্তবতা : যা অধিকাংশ মানুষ জানেই না' শিরোনামের অংশটি আরেকবার পড়ে দেখুন।

পাশাপাশি আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলূক সৃষ্টি করেছেন এবং নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। এ সবই করেছেন মানুষের মাঝে ব্যবধান তুলে ধরার জন্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (٧٦) لِّيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٧٣)

আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হলো; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে জালেম-অজ্ঞ।

যাতে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ, মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৪১৫]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু কুতাইবা ﷺ বলেন,

أَيْ: عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ لِيَظْهَرَ نِفَاقُ الْمُنَافِقِ وَشِرْكُ الْمُشْرِكِ فَيُعَذِّبُهُمَا اللهُ، وَيَظْهَرُ إِيمَانُ الْمُؤْمِنِ فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ، أَيْ: يَعُودُ عَلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ إِنْ حَصَلَ مِنْهُ تَقْصِيرٌ فِي بَعْضِ الطَّاعَاتِ

৪১৫. সূরা আহযাব ৩৩ : ৭২, ৭৩

অর্থাৎ এই আমানত দান করা হয়েছে যাতে মুনাফিকের নিফাক আর মুশরিকের শিরক প্রকাশ পেয়ে যায়। আর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আযাবে গ্রেফতার করতে পারেন। পাশাপাশি মুমিনের ঈমানকে প্রকাশ করার জন্য। যেন আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাওবা করার সুযোগ দিতে পারেন। অর্থাৎ মুমিন যদি আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করতে গিয়ে কোনো ভুলক্রটি করে বসে, তাহলে আল্লাহ তাআলা যেন (ঈমান ও তাওবার কারণে) তাঁর প্রতি দয়া ও ক্ষমার আচরণ করেন।'[৪১৬]

মনে রাখতে হবে, 'তাওবার দরজা এখনো খোলা আছে'। আল্লাহ তাআলা 'জাহান্নামের সর্বনিম্ন ও নিকৃষ্ট স্তরে মুনাফিকের অবস্থান ঘোষণা করার পরপরই বলেছেন :

إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

'অবশ্য যারা তওবা করে নিয়েছে, নিজেদের অবস্থার সংস্কার করেছে এবং আল্লাহর পথকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর ফরমাবরদার হয়েছে, তারা থাকবে মুসলমানদেরই সাথে। বস্তুত আল্লাহ শীঘ্রই ঈমানদারগণকে মহাপুরস্কার দান করবেন।'[৪১৭]

আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরকে নিফাক হতে পবিত্র করে দিন। আমাদের আমলকে তাঁর জন্য ইখলাসের সাথে আদায় করার তাওফীক দান করুন। নবী, রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ এবং পুণ্যবান বান্দাগণের সাথে আমাদের হাশর করুন। আমীন!

---

৪১৬. তাফসীরে বাগাওয়ী : ৬/৩৮২। সূরা আহযাব ৩৩ : ৭৩ এর ব্যাখ্যায়।

৪১৭. সূরা নিসা ৪ : ১৪৬

পাঠক, আপনি যখন বইটি পাঠ করবেন তখন দয়া করে গ্রন্থকার, (অনুবাদক, প্রকাশকসহ) যাদের ইলম, আমল, মেহনত ও মালের বিনিময়ে বইটি আপনার হাতে এসে পৌঁছেছে সকলের জন্য দুআ করবেন। মনে রাখবেন, আপনার দুআর সাথে ফিরিশতাগণ আমীন বলছেন।

মাহামহিম আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া প্রত্যাশী
ইয়াদ কুনাইবী
২৩ রমজান ১৪২৯ হিজরি মোতাবেক ২৩
সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ। রোজ মঙ্গলবার।

تمت بتوفيق الله العزيز العليم الحكيم الرحيم

অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

আহমাদ ইউসুফ শরীফ। একজন আলিম, মাদরাসা-শিক্ষক, খতীব, অনুবাদক ও সম্পাদক।

জন্ম : ১৯৮২ সালের ১৬ জুলাই ঢাকাস্থ খিলগাঁও সিপাহীবাগের ভাড়া বাসায়।

পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে দ্বিতীয় আহমাদ ইউসুফ শরীফের শিক্ষাজীবনের পুরোটাই কেটেছে কওমী মাদরাসায়।

১৯৮৭ সালের গ্রীষ্মের কোনো এক দুপুরে 'মতিঝিল পীরজঙ্গি মাজার মসজিদের' মুআজ্জিন 'কারী সলিমুল্লাহ হাফিজাহুল্লাহ'র বরকতময় হাতে যে শিক্ষাজীবনের সূচনা ঘটে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তার ইতি ঘটেছে ২০০৪ সালে তাকমীল পরীক্ষায় সম্মানজনক ফলাফল লাভের মাধ্যমে।

শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে কর্মজীবনে ঢাকা, গাজীপুর ও পঞ্চগড়ের একাধিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা ও ইমাম-খতীবের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি পারিবারিক ব্যবসাও দেখাশোনা করেছেন।

কাব্যচর্চার মাধ্যমে সাহিত্যে পথচলা শুরু হলেও থিতু হয়েছেন ইসলামী অনুবাদের জগতে এসে। ইতিমধ্যে তার অনূদিত '*জবানের হেফাজত*' পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে।

নিফাক তার চতুর্থ অনুবাদ গ্রন্থ।

আমরা তাঁর ঈমান, আমলসহ দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণ কামনা করি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে কবুল ফরমান। আমীন!

ঈমান ও নিফাক দুটি বিপরীতমুখী জিনিস। মুমিন আর মুনাফিক কখনো বন্ধু হতে পারে না—দুনিয়াতেও না আর পরকালে তো মুনাফিকের আবাস হবে জাহান্নামের অতলে। নিফাক একটি দ্বিচারী স্বভাব। ভিতরে এক রূপ আর বাইরে আরেক রূপ। আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত স্বভাব। পবিত্র কুরআন এবং হাদিসে নববীতে নিফাক ও মুনাফিক সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এসেছে। মুনাফিকদের সম্পর্কে কুরআনে স্বতন্ত্র সূরা অবতীর্ণ করা হয়েছে। হাদিসে নববীতে তাদের আচার-বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এসেছে। মুনাফিকরা মুসলমানদের ঘরের শত্রু। এরা কোনকালেই উম্মাহর কল্যাণকামী ছিল না। ইসলামের শুরুলগ্ন থেকে হাজার বছরের ইতিহাস থেকে আমরা এর সত্যতা পাই। এতো নাযুক একটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা আর উদাসীনতা যারপরনাই হতাশাজনক।

ড. ইয়াদ কুনাইবী একজন গবেষক মানুষ। আমাদের জানামতে বাংলা ভাষায় এটাই তাঁর প্রথম কোন রচনা অনূদিত হচ্ছে। লেখকের শক্তিমান লেখনি আর আপোষহীন সততা তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠেছে। আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে উম্মাহর কল্যাণকামনা হিসেবে কবুল করে নেন। আমিন।